জুলেকেলো

ফরাজী জুলফিকার হায়দার

মদীনা পাবলিকেশান্স

জুলকেলা

ফরাজী জুলফিকার হায়দার

মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শাখা অফিস ঃ ৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভূমিকা

সম্পূর্ণ কল্পনাশ্রিত কাহিনী এবং কল্পিত চরিত্রের সমন্বয়ে ঘটনাপ্রবাহকে সুবিন্যস্ত করে যখন সমাজ চিত্র তুলে ধরা হয়, তখন তা হয় উপন্যাস। সমাজ গঠনে উপন্যাস একটি মাধ্যম। যে সকল উপন্যাসে জীবনের দিকনির্দেশনা এবং চরিত্র গঠনের উপাদানকে অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়, সেগুলোই সমাজ সংগঠনের সহায়ক উপন্যাস।

আবার কোন কোন উপন্যাস পাঠে বিকৃত হয়ে পড়ে সমাজের কল্পনাপ্রবণ কোমলমতি যুবকদের চরিত্র, ঘটে নৈতিক অবক্ষয়, বৃদ্ধি পায় উচ্ছৃংখল প্রবণতা, বেড়ে যায় সামাজিক অপরাধ। কোমলমতি যুবকেরা রুচি বিগর্হিত উপন্যাসের কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে করে বসে অনেক অসামাজিক কার্যকলাপ। ঘটিয়ে ফেলে অবাঞ্ছিত অনেক কিছু।

অথচ আমাদের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এমনসব মজার মজার কাহিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যেগুলোকে ইতিহাসের আলোকে সন্নিবিষ্ট করে শুধু একটু গুছিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলেই হবে চমকদার সুরুচিসম্পন্ন এবং সাহিত্যের উপন্যাস শাখায় হবে অনন্য। যা পাঠ করে পাওয়া যেতে পারে অনাবিল আনন্দ, জাতীয় চরিত্র গঠনে হতে পারে সহায়ক।

সে কারণেই পাঠকবর্গের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হয়েই জুলকেলাকে ইতিহাসের পাতা থেকে টেনে এনে আগ্রহী পাঠকবর্গের হাতে তুলে দেয়ার জন্য এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গ্রন্থকার

প্রারম্ভিক কথা

আইয়ামে জাহেলিয়াতে সমগ্র আরব উপদ্বীপে কোন কেন্দ্রীয় শাসনকর্তা ছিল না। গোত্রপতি শাসিত সমাজ এবং পৌরহিত্যপ্রথাই ছিল আরবের রাষ্ট্রীয় কাঠামো।

গোত্রগুলো সাধারণত কোন পূর্বপুরুষের নামানুসারে বিভাজ্য হইয়া বিশেষ একটি এলাকা দখল করিয়া থাকিত। বনি কোরাইশ, বনি বকর, বনি খোজা, বনি হাওয়াজিন, বনি কাহতান, বনি আমের, বনি আমির, বনি হানিফা, বনি তামিম, বনি তাই, বনি আছাদ প্রভৃতি শত গোত্র সমগ্র আরবে বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া ছিল। ইহারা নিজ নিজ গোত্রপতি দ্বারা শাসিত হইত। ইহাদের মধ্যে বনি কোরাইশ ছিল শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী। তাহাদের আবাস ছিল মক্কানগরী কেন্দ্রীক।

গোত্র পরস্পরে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস ছিল তাহাদের মজ্জাগত। সামান্য কারণ লইয়া কথায় কথায় যুদ্ধ বাধিয়া যাইত এবং যুগ যুগ ধরিয়া তাহা চলিত। যেমন মক্কার ফেজার এবং মদীনার বুয়াছ যুদ্ধ।

প্রত্যেক গোত্রের ছিল আলাদা আলাদা দেবমূর্তি। মক্কার কাবা ঘরকে আরবের এবং পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের অধিবাসীরা শ্রেষ্ঠ দেব মন্দির বলিয়া মনে করিত। হোবল, ওজ্জা, লাত, মানাত প্রভৃতি প্রতিমাগুলোকে আন্তঃদেশীয় বলিয়া মনে করা হইত। হজের সময় আরব অনারব সবাই স্বাধীনভাবে হজব্রত পালন করিতে পারিত।

ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কাবার পৌরহিত্য করাই ছিল কোরাইশদের প্রধান উপজীবিকা। অন্য গোত্রগুলো ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পশুপালন করিয়া সংসার চালাইত। ভ্রাম্যমাণ দুর্ধর্ষ বেদুঈনগণও গোত্রপতির নির্দেশে পরিচালিত হইয়া সাধারণত পশুপালন, দস্যুবৃত্তি এবং লুটতরাজ করিয়া বেড়াইত। পরের সম্পদ লুটতরাজ করিয়া আত্মসাত করাকে ইহারা গৌরবের এবং বাহাদুরির কাজ বলিয়া মনে করিত। একজন পথিককে আগে হত্যা করিয়া পরে তালাশ করিয়া দেখিত তাহার সঙ্গে কি আছে।

জুয়া, মদ্যপান, ব্যভিচার, দাসদাসী-নির্যাতন প্রভৃতি অমানবিক এবং অন্যান্য গর্হিত কাজে আরবগণ এত উচ্ছৃংখল এবং বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিল যে কোন প্রকার নীতিকথা, নীতিজ্ঞান তাহাদের মনে স্থান পাইত না। বিদেশী মুসাফিরদের জান-মাল কোন সময়েই নিরাপদ ছিল না। মক্কা নগরীতে প্রকাশ্য দিবালোকে লুটতরাজ সংঘটিত হইত।

এহেন অরাজকতার যুগেও যে আরবে কোন শাসনকর্তা ছিল না তাহাও ঠিক নয়। তখন উত্তর আরবের কিছু এলাকা ছিল বাইজেনটাইন সম্রাটদের করতলগত। দক্ষিণ আরবের য়ামেন এবং বাহরাইন ছিল পারস্য সম্রাটদের করদরাজ্য। ওমান ছিল মূলত স্বাধীন। একমাত্র হেজাজই ছিল কোন কেন্দ্রীয় সরকারের আওতামুক্ত। কোন দিন কোন কর না পাইলেই এবং শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে না পারিলেও পারস্য সম্রাটগণ হেজাজকে তাহাদের রাজ্যভুক্ত মনে করিতেন। অবশ্য মনে করা পর্যন্তই ছিল হেজাজের ওপর তাহাদের কর্তৃত্ব।

এই রাজনৈতিক অরাজকতার যুগে য়ামেন এবং তায়েফের কতিপয় জেলার সমন্বয়ে গঠিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মহানবীর সমসাময়িক কালে হেমর জাতির প্রধান জুলকেলা ওরফে শুরহাবিল নামে একজন নরপতি পৈতৃক সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে ছিলেন।

এই জুলকেলাকে কেন্দ্র করিয়াই আমাদের কাহিনীর সৃষ্টি।

ক

তায়েফের দক্ষিণসীমা হইতে ইয়ামেনের উত্তরসীমা পর্যন্ত, পশ্চিমে লোহিত সাগরের পারঘেঁষিয়া জাবালে কোরা হইতে পূর্বদিকে বনি হামাদানদের আবাসভূমিসহ বিস্তৃত ছিল হেমর রাজ্য। দক্ষিণ আরবের নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত প্রাচীন সুসভ্য হিমারীয় জাতির একটি শাখা এই এলাকায় বসবাস করিত এবং নিজেদেরকে 'হেমর' বলিয়া পরিচয় দিত। হিমারীয় শব্দটির অপভ্রংশই 'হেমর'। ইহাদের মধ্যে বনি কাহতান, বনি হামাদান, বনি আজদ, বনি খাওলান প্রভৃতি গোত্রগুলি ছিল প্রসিদ্ধ।

বনি কাহতান গোত্রের শুমাইল একজন শ্রেষ্ঠ বীর, যোদ্ধা এবং বাগ্মী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তিনি বিচ্ছিন্ন প্রায় উপরোক্ত গোত্রগুলোর সমন্বয় সাধন করেন এবং তাহাদের নেতৃত্ব দেন। গোত্রগুলো শুমাইলের বীরত্বে, বাগ্মীতায় অমায়িক ব্যবহার ও প্রজ্ঞায় এবং নিরপেক্ষ বিচার এবং নেতৃত্বে মুগ্ধ হইয়া তাহার পতাকাতলে সমবেত হইল। মক্কায় আমাদের মহানবীর পিতামহ আব্দুল মোত্তালিবের সমসাময়িককালে শুমাইল উক্ত গোত্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হেমর সাম্রাজ্যের প্রথম নরপতি হিসেবে অভিষেক গ্রহণ করেন।

প্রাগইসলামিক যুগে ইয়ামেন ছিল আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীদের করদ রাজ্য। আবরাহা ছিল নাজ্জাশী কর্তৃক নিয়োজিত য়ামেনের শাসনকর্তা। নাজ্জাশীগণ ধর্মতঃ খ্রিস্টান হইলেও আবরাহা ছিল পৌত্তলিক। পরবর্তী সময়ে অবশ্য আবরাহা পরিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

আবরাহা ভাবিল, মক্কার কাবা মন্দিরে সমস্ত আরব অনারবের মানুষ হজ্জ করিতে যায় বলিয়াই কোরাইশগণ পৌরহিত্য করিয়া এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রভূত সম্মান এবং বিত্তের অধিকারী হইয়াছে। যদি কাবা মন্দিরটি আমার রাজধানী সানায় থাকিত তবে আমরাও কোরাইশদের অনুরূপ সম্মান এবং বিত্তের অধিকারী হইতাম। এই মানসে আবরাহা রাজধানী সানায় কাবার অনুরূপ একটি কাবা মন্দির নির্মাণ করিয়া আরবময় ঘোষণা করিয়া দিল যেন মানুষ তাহার কাবায় হজ্জ করিতে আসে। কিন্তু দেখা গেল একটি লোকও তাহার কাবায় হজ্জ করিতে আসে নাই। তদুপরি কে একজন তাহার কাবায় মলমূত্র পরিত্যাগ করে এবং আগুন লাগাইয়া দেয়। আবরাহার কাবা পুড়িয়া কাবাব হইয়া গেল।

আবরাহা ইহার জন্য দায়ী করিল মক্কাবাসীকেই সে প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া প্রতিশোধ নিবার জন্য মক্কার কাবা মন্দির বিধস্ত করিবার মনস্থ করিয়া বিরাট হস্তিযুথসহ মক্কার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

পথিমধ্য হইতে সহযাত্রী হিসেবে শুমাইলকে পাওয়ার জন্য প্রস্তাব করিল। কিন্তু শুমাইল আবরাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে অপমানিত আবরাহা বলিয়া গিয়াছিল কাবা মন্দির বিধস্ত করিয়া যাইবার সময় শুমাইলের সঙ্গে তাহার বুঝাপড়া হইবে। কিন্তু আবরাহাকে আল্লাহপাক সেই সুযোগ আর দেন নাই।

শুমাইলের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বছিরা পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রবল প্রতাপের সহিত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

পরিণত বয়সে বছিরা তাহার পুত্র জুলকেলাকে যুবরাজ হিসেবে অভিষিক্ত করাইবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন। অভিষেক ক্রিয়ার প্রাথমিক পর্যায় হিসেবে বংশের প্রথানুযায়ী কাবা মন্দিরের হোবল, ওজ্জা, লাত, মানাত প্রভৃতি দেব-দেবীর আশীর্বাদপুষ্টি এবং অনুগ্রহভাজন করিবার জন্য নর্তকী, গীতবাদ্য সহযোগে সভাষদবর্গসহ বছিরা যুবক পুত্র জুলকেলাকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় উপস্থিত হইল।

কোরাইশ নেতৃবর্গ ইহাদিগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাইল এবং দান করিল প্রাণখোলা আতিথ্য। বছিরা জুলকেলাকে লইয়া কাবা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিমা রাজ হোবলের কণ্ঠে বহুমূল্যবান রত্নহার পরাইয়া তাহা পুনরায় নিজ কণ্ঠে ধারণ করিলেন এবং সমবেত কোরাইশ নেতৃবর্গ এবং উপস্থিত জনতার সম্মুখে তাহা আবার নিজকণ্ঠ হইতে খুলিয়া পুত্র জুলকেলার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। শুরু হইল নৃত্যগীত এবং জনতার মুহুর্মুহু জুলকেলার জয়ধ্বনি ও করতালি। জুলকেলা বেদি চুম্বন করিয়া হোবল, ওজ্জা, লাত, মানাত প্রত্যেকের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন মূল্যবান কণ্ঠহার। জনতা আবার জুলকেলার জয়ধ্বনিতে কাবা প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত করিল। জুলকেলা এইবার হস্তোত্তলন করিয়া জনতাকে জানাইলেন আহলান ওয়া সাহলান।

অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বছিরা আশাতীত পৌরহিত্যপণ প্রদান করিয়া জনতার মধ্যে বিতরণ করিলেন তাবারুক, করিলেন দান-খয়রাত নেতৃবর্গকে দিলেন আশাতীত পুরস্কার। ইতোপূর্বে কোন অনুষ্ঠানেই মক্কাবাসী বুঝি এতোদান পায় নাই। খুশিতে আপ্লুত জনতা বছিরার বদান্যতার জন্য ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, কামনা করিতে লাগিল জুলকেলার সার্বিক মঙ্গল এবং উন্নতি।

হঠাৎ কী হইল? কাহার যেন উদাত্ত আহ্বানে জনতা এবং নেতৃবর্গ কাবা চত্বরের ভিড় ভাঙ্গিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ছাফা পর্বতের পাদদেশের দিকে। চতুর্দিক হইতেও জনতা কার্য ফেলিয়া পিপীলিকার মত সারি ধরিয়া ছাফা অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কাহারো যেন বিন্দুমাত্র দেরি সহিতেছে না। তাহাদের হাবভাব দেখিয়া মনে হইল কী এক মহাবিপদ যেন তাহাদিগকে সমূলে গ্রাস করিবার জন্য মাথার উপর ঘনাইয়া আসিয়াছে। আর সেই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহারা প্রাণপণে ছুটিয়া চলিয়াছে এক নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে। ধাবমান দুই এক জনের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াও বছিরা ইহার কোন সঠিক উত্তর না

পাইয়া নেহায়েত কৌতূহল নিবারণ এবং কাণ্ডখানা কি তাহা দেখিবার জন্যই তাহার ক্ষুদ্র কাফেলাটিসহ জনতার পিছনে পিছনে ছাফা পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন।

দেখিতে পাইলেন একজন সৌম্য সুদর্শন ব্যক্তি ছাফা পর্বতের শীর্ষ দেশে দাঁড়াইয়া সমবেত জনতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন–

"হে কোরাইশ সন্তানগণ! আমি যদি বলি যে, ছাফা পর্বতের অন্তরালে এক দুধর্ষ শক্রবাহিনী তোমাদের ধ্বংস করার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে তবে তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে?"

জনতা সমস্বরে উত্তর করিল "অবশ্যই তোমার কথা বিশ্বাস করব। কারণ জীবনে কোনদিন তুমি মিথ্যের আশ্রয় নাওনি, কোন মিথ্যে কথাও বলনি। তাই তোমাকে আমরা আল আমিন বলে ডাকি।"

তখন সেই লোকটি বলিতে লাগিলেন, "তবে বিশ্বাস কর তোমাদের ধ্বংস করার জন্য এ ছাফা পর্বতের অন্তরালে এক দুর্ধর্ষ শক্রবাহিনী লুকিয়ে থাকার চেয়েও এক ভয়ঙ্কর বিপদ তোমাদেরকে ধ্বংস করার জন্য অপেক্ষা করছে। আমি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, সে বিপদ হল আল্লাহতাআলার সঙ্গে শরীক করা, মূর্তী পূজা করা, মদ্যপান এবং ব্যভিচার করা। যার জন্য পরকালে তোমাদেরকে কঠিন দণ্ডভোগ করতে হবে।

হে কোরাইশগণ! "সে ভয়ঙ্কর শাস্তি হতে তোমাদেরকে সাবধান সতর্ক করে দেবার জন্য মহান আল্লাহ আমাকে নির্দেশ করেছেন। যতক্ষণ তোমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বলবে, সে পর্যন্ত তোমাদের ইহলৌকিক ও পারিত্রিক মঙ্গল সাধিত হবে না।"

এইরূপ সম্পূর্ণ নতুন কথা শুনিয়া এক একজন এক এক প্রকার মন্তব্য করিতে করিতে যে যার পথে চলিয়া যাইতে লাগিল।

কে একজন বলিল, "লোকটা বদ্ধ মাতাল হয়ে গেছে। নইলে দেবতার বিরুদ্ধে এমন কথা বলতে পারত না। দেবতার অভিশম্পাতেই সে বিনষ্ট হবে।"

একজন বলিয়া উঠিল, "হতভাগা! তোর সর্বনাশ হোক, তুই কি এ কথা শুনাবার জন্যই আমাদের সমবেত করেছিস।"

জুলকেলা তার পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঐ বক্তা লোকটি কে? আর ঐ অভিশম্পাতকারী লোকটিই বা কে?"

লোকটি বলিল "ঐ বক্তা লোকটির নাম মুহাম্মদ (সাঃ) বিন আব্দুল্লাহ, আর অভিশম্পাতকারী লোকটি তাঁরই আপন চাচা আবূ লাহাব।

নবুয়তপ্রাপ্তির পর আমাদের মহানবী তিনবছর পর্যন্ত গোপনে ইসলাম প্রচার করিয়াছিলেন। তিন বছর পর প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করিবার জন্য মহানবীর প্রতি আল্লাহর নির্দেশ আসিল। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার করিবার উপায় হিসেবে তিনি প্রথমে বনি হাশিম এবং বনি মোত্তালিবদের নিজ বাড়িতে দাওয়াত করিয়া আনিলেন। খানাপিনার পর প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্বেই ধূর্ত আবূ লাহাব বাজে কথা

বলিয়া এমন হৈচৈ বাধাইয়া দিল মহানবী আর তাঁহার কথাটি বলিবার সুযোগ পাইলেন না।

কয়েকদিন পর আবার তিনি অনুরূপভাবে দাওয়াতের ব্যবস্থা করিলেন এবং খানাপিনার প্রারম্ভেই নরপশু আবূ লাহাবকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া সকলের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করিলেন। ইহা ছিল প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়।

আর আজকের এই ছাফা পর্বতের শিখরে দাঁড়াইয়া ইসলামের কথা ঘোষণা করাটা ছিল প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়।

ঘটনাচক্রে বছিরা এবং জুলকেলা মহানবীর এই তাওহীদ ঘোষণার সভায় উপস্থিত হইয়া ছিলেন। বিশ্রামার্থে বছিরা আরও দুইদিন মক্কায় অবস্থান করিলেন। এই দুইদিন অহরহই কোরাইশ সর্দার ওৎবা অলিদ শায়বা আবূ জেহেল আবূ ছুফিয়ান প্রমুখ বছিরার সান্নিধ্যেই ছিল। ইহাদের মুখে মহানবী সম্বন্ধে আরও নানা প্রকার সত্য মিথ্যা উক্তি শুনিয়া বছিরা এবং জুলকেলার মনে বদ্ধমূল ধারণা হইল যে লোকটি প্রথম জীবনে যত সত্যবাদীই ছিলেন না কেন, কোন কারণবশত বর্তমানে তিনি একজন ঘোর মাতালে পরিণত হইয়াছেন। তাহা না হইলে দেব-দেবী সম্বন্ধে এমন ভীষণ উক্তি করিতে পারিতেন না এবং নিজেকে নবী বলিয়া দাবি করিবার মত দুঃসাহস ও বেয়াবদি করিতে পারিতেন না। আব্দুল মোত্তালিবের দৌহিত্র হইয়াও যিনি এইরূপ উক্তি করিতে পারেন, তিনি কোরাইশ বংশের কলংক।

বছিরা এবং ভাবী সম্রাট জুলকেলার সঙ্গে সম্পর্কটি আরও পাকা করিয়া লইবার জন্য কোরাইশ নেতৃবর্গ ইহাদের বিদায় কালে কয়েকশত অশ্ব, উষ্ট্রী, গর্দভ শত শত মেষ, দুম্বা এবং যথেষ্ট পরিমাণ দেরহাম দিনারও গোলাম বাঁদী উপহার দিয়া বিদায় করিল। বছিরাও যথেষ্ট পরিমাণ প্রীতিউপহার দিয়া নিজের ও কোরইশদের সম্মান রক্ষা করিলেন। তাহাদের মধ্যে স্থাপিত হইল একটি আত্মীকসম্পর্ক।

খ

দেশে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরেই যুবরাজ জুলকেলা মৃগয়ার নাম করিয়া কয়েকজন রাজকর্মচারী এবং কিছু সৈন্যসামন্ত লইয়া রাজ্য ভ্রমণে বাহির হইলেন। পাহাড়-পর্বত, বন-জংগল ধাওয়া করিয়া হরিণ শিকার করেন, সুবিধামত স্থানে তাঁবু খাটাইয়া বিশ্রাম করেন, নিশা যাপন করেন। শিকার করার চাইতে আয়োজন, প্রস্তুতি এবং হইহুল্লোড়ই হয় বেশি।

ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন তাহারা বনি আজদ গোত্রের এলাকায় পৌঁছিলেন। একটি পাহাড়ের পাদদেশে আস্তানা করিয়া সবাই বাহির হইলেন শিকার সন্ধানে। কিন্তু এলাকাটি কেমন যেন অপয়া। বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তাহারা পাহাড়-জঙ্গল মথিত করিয়া ঘর্মনীরে চুপসিয়া সিক্ত হইয়া নাহিয়া ফিরিয়া আসিল শিকারীর দল। কিন্তু কোন শিকার মিলিল না। হতাশ হইয়া সবাই বিশ্রামরত।

জুলকেলা প্রকৃতির টানে পাহাড়ের অপর দিকে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন একটি হরিণী বৃক্ষ ছায়ায় বিশ্রামরত অবস্থায় জাবর কাটিতেছে। এমন সুন্দর হরিণী জুলকেলা জীবনে দেখেন নাই। কিন্তু কী আশ্চর্য হরিণীটি জুলকেলাকে দেখিয়া ছুটিয়া পালাইল না, বরং তাহার দিকে চাহিয়া তামাশা দেখিতে লাগিল। মনে হইল যেন যুবরাজ দেখার সৌভাগ্যে হরিণীটি অভিভূত।

জুলকেলা সাবধানী পদক্ষেপে ধীরে! ধীরে!! হরিণীটির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তবু হরিণীটি ছুটিয়া পালাইল না। তিনি হরিণীটি ধরিয়া ফেলিলেন এবং পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া তাঁবুর দিকে চলিতে উদ্যত হইলেন।

—আমার হরিণী ধরলেন কেন?

কণ্ঠস্বর শুনিয়া জুলকেলা চাহিয়া দেখেন তাঁহার সম্মুখে অশ্বারূঢ়া একটি কিশোরী। সহসা মাটি ভেদ করিয়া যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। হরিণীর চোখের মতই মৃগ-নয়নের দৃষ্টি-বাণে তাহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। জুলকেলার চক্ষুপলকহীন কণ্ঠ বাক্যহীন। বেহেশতের হুরী কুল-গৌরব মাটির ধূলায় নামিয়া আসিল কি? জুলকেলা স্তম্ভিত দৃষ্টিবাণে আহত।

কিশোরী আবার প্রশ্ন করিল, আমার হরিণী ধরলেন কোন সাহসে? কিশোরীর কণ্ঠে উষ্মা ঝরিয়া পড়িল।

- জুলকেলা ধীরে ধীরে বলিলেন, এটি আমি শিকার করেছি।

- আহারে আমার বীরপুরুষ! আমার গৃহ পালিত হরিণী তিনি শিকার করেছেন! বনজ হলে আপনার সাধ্যও ছিল না হরিণী ধরেন। ছায়ায় বিশ্রাম করছিল, তাই ধরতে পেরেছেন। ছেড়ে দিন বলছি।

- জুলকেলা বলিলেন, আমি হরিণী দেব না।

- কিশোরী ধনুকে তীর যোজনা করিয়া জুলকেলার দিকে তাঁক করিয়া বলিল, আমার লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয় না। তীরের বিষাক্ত ফলায় একদম কাবাবের মত বিদ্ধ করে ফেলব।

- জুলকেলা ভয় পাইয়া গেলেন। কেরে বাবা এই দুর্ধর্ষ ডাইনী মেয়ে? তিনি হরিণী ছাড়িয়া দিলেন।

- যুবতী আর কোন কথা না বলিয়া হরিণীটি অশ্বে উঠাইয়া লইয়া সুদূর উত্তরের ধূ-ধূ পল্লীর দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিল।

জুলকেলা পরাজয়ের গ্লানি লইয়া তাকাইয়া রহিলেন ধাবমান অশ্বের পশ্চাতে। ধূলির আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল অশ্ব এবং অশ্বারূঢ়া।

বনি আজদ গোত্রের খুজাইমা দুর্ধর্ষ প্রকৃতির সর্দার। সহজে কাহারো বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। বিভিন্ন প্রকার তেল-তোয়াজ করিয়াই তাহাকে হাতে রাখিতে হয়। জুলকেলা ভাবিলেন বনি আজদ এলাকায় যখন আসিয়াছি, তখন খুজাইমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া একটু তোয়াজ খুশী করিয়া যাই। তাই তিনি

সর্দারের নিবাস জানিয়া লইয়া তাহাকে তাঁবুতে ডাকিয়া আনিয়া বেশ সম্মান দেখাইলেন।

খুজাইমা ভাবিল শত হোক! দেশের যুবরাজ আমাকে যেহেতু সম্মান করিয়াছেন, তখন তাঁহাকেও সম্মান দেখাইতে হয়।

খুজাইমা বলিল, অপরাধ নিবেন না যুবরাজ! আপনার বাড়ি খুব দূরে নয়। সেখানে একটিবার পদধূলি দিলে বনি আজদ ধন্য হবে। অনুগ্রহ করুন।

জুলকেলা ভাবিলেন পিতার অবর্তমানে আমিই হইব এই দেশের সম্রাট। তখন খুজাইমার বশ্যতা আমার প্রয়োজন আছে। এখন তাহার দাওয়াত রক্ষা করিয়া কিছু আগাম তোয়াজ করিয়া রাখি। তিনি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সর্দারের সঙ্গে তাহার বাড়িতে আসিলেন। বলা বাহুল্য আর সবাই তাঁবুতেই রহিল।

বাড়িতে যুবরাজের পদধূলি পড়িয়াছে, তাই খুজাইমার ব্যস্ততাও বাড়িয়াছে। যোগ্যমত সমাদর, আপ্যায়ন, খানাপিনার এন্তেজাম ইত্যাদি হাঙ্গামা কম নয়। পল্লীময় বাড়িময় এক প্রাণ চাঞ্চল্যের সাড়া।

বাড়ির ভিতরের একটি কক্ষকে আরও পরিপাটি করিয়া যুবরাজের যোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে। সুগন্ধি ছড়াইয়া কক্ষটিকে করা হইয়াছে ম-ম। গোলাম বাঁদীর দল হরদম এই সেই করিয়া বেড়াইতেছে। সরগরম পরিবেশ।

সান্ধ্য প্রদীপ জ্বলিয়াছে অনেক আগেই। একটি আরাম তাকিয়ায় ঠেস দিয়া জুলকেলা দেয়ালে দুইটি টিক টিকির খেলা দেখিতেছেন। সহসা নূপুরের ধ্বনীতে তাহার খেলা দেখা সাঙ্গ হইল। সোজা হইয়া বসিয়া চাহিয়া দেখিলেন পানীয় হাতে তাহার দিকে মৃগ-নয়নার দৃষ্টিবাণ হানিয়া চাহিয়া রহিয়াছে দুপুরের সেই ডাইনী মেয়েটি। পিছনে বাঁদীর দল জুলকেলা আবার হাঁ হইলেন, সেই অপসরী এইখানে কেন? পলকহীন জুলকেলা কিংবাক্য বিমূঢ়।

কিশোরী ভাবিতেছে তাহা হইলে হরিণী-হরণকারীই যুবরাজ! কিশোরী আলিফ বৎ দাঁড়াইয়া চাহিয়া রহিয়াছে 'হাঁ' বৎ যুবরাজের দিকে।

কক্ষে প্রবেশ করিল খুজাইমা সর্দার করজোড়ে বলিল, অনুগ্রহ করুন যুবরাজ!

জুলকেলা একটি মোহর কিশোরীর হাতে তুলিয়া দিয়া তাহার হাত হইতে পানীয় গ্রহণ করিয়া বলিলেন, কার হাত থেকে পানীয় নিলাম সর্দার।

খুজাইমা বিনয়ের সহিত বলিল, জুশেরা ঠাকুর অনুগ্রহ করে এ রোবাইয়া মাকে আমার ঘরে পাঠিয়েছেন যুবরাজ।

রাত্রের খানাপিনা শেষ হইয়াছে। বাঁদীরা আসিয়াছে নাচগানে যুবরাজকে আপ্যায়ন করিতে। আরাম কেদারায় বসিয়া জুলকেলা নাচগান উপভোগ করিতেছেন। বামপাশে দুইটি কেদারায় বসিয়া খুজাইমা এবং রোবাইয়া। এক সময় নাচগানের বিরতি হইল। খুজাইমা উঠিয়া গেল কিছু সময়ের জন্য। জুলকেলার জন্য আসিল পানীয়।

পানীয় গ্রহণ করিতে করিতে জুলকেলা ফিস্‌ফিস্ করিয়া রোবাইয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাবাবের গোশতটা কিসের ছিল?

- রোবাইয়াও তেমনি ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল, যে হরিণীটা হরণ করতে চেয়েছিলেন, সেটার।

- জুলকেলা হাসিয়া বলিলেন, কিন্তু কাবাব তো হবার কথা ছিল আমার।

- রোবাইয়া লজ্জিতা হইল। আনত হইয়া বলিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছোরাটা হরিণীর গলায় লেগে গেছে।

- জুলকেলা বলিলেন, ওটা কিন্তু আমি লালন পালনের জন্য বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

- রোবাইয়া বলিল, দুঃখিত! আগে চিনতে পারিনি, বুঝতে পারিনি। তাই জবাই করে ফেলেছি।

- জুলকেলা বলিলেন, তা হলে হরিণীর মালিকাকেই লালন পালন করার জন্য বাড়িতে নিয়ে যাই? কি বল।

- রোবাইয়া জুলকেলার দিকে চাহিয়া আবার আনত হইল।

- জুলকেলা দেখিলেন সেই আনত আননে অনেক লজ্জা। তিনি উৎফুল্ল।

আবার নাচগান শুরু হইল। খুজাইমা আসিয়া বসিয়াছে। রোবাইয়া উঠিয়া গেল।

পরের দিন বিদায় বেলা খুজাইমা যথেষ্ট পরিমাণ হাদিয়া জুলকেলার সম্মুখে হাজির করিয়া বলিল যুবরাজের যোগ্য সমাদর করতে পারিনি। এ তুচ্ছ হাদিয়া গ্রহণ করে আমাকে অনুগ্রহ করুন। জুলকেলাও যথাযোগ্য প্রতিদান দিয়া খুজাইমার হাদিয়া গ্রহণ করতঃ বিদায় হইলেন।

মৃগয়া এবং দেশ ভ্রমণে আর জুলকেলার মন বসিল না। তিনি সদলবলে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

কিছুদিন পরেই মৃত্যু হইল বছিরার। জুলকেলা হইলেন হেমর সম্রাট। তাহার নির্দেশে রাজ্যময় একসপ্তাহ ব্যাপী পালিত হইল শোক দিবস।

এইবার পালিত হইবে সম্রাট হিসেবে জুলকেলার অভিষেক দিবস। তিনি ঘটা করিয়া দিবসটি পালনের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল, আগামী ১৪ রজব জুলকেলার সম্রাট হিসেবে অভিষেক দিবস পালিত হইবে। সকলেই রাজধানী কাহতানীয়ায় হাজির থাকিয়া দিবসটিকে যেন সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলে। আর যাহারা রাজধানীতে হাজির হইতে পারিবে না তাহারা স্ব-স্ব এলাকায় অনুষ্ঠান করিয়া অভিষেক সম্পন্ন করিবে। যাহারা নিজ নিজ এলাকায় অভিষেক অনুষ্ঠান পালন করিবে, তাহাদেরকে আগে ভাগেই সম্রাটকে তাহা জ্ঞাত করিতে হইবে। সেই অনুষ্ঠানের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবেন সম্রাট।

বিশেষ করিয়া বনি আজদ গোত্রের সর্দার খুজাইমাকে রাজধানীতে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কন্যা রোবাইয়ার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য সম্রাট নিজেই প্রস্তাব করিলেন।

বছিরার সঙ্গে খুজাইমার সম্পর্ক ভাল না থাকিলেও যুবরাজ জুলকেলার সঙ্গে যেহেতু আগেই তার একটা ভাল সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, আর এখন যুবরাজ পাকাপোক্ত সম্রাট হইয়া তাহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছে, তখন ইহা সৌভাগ্যের সূচনাই বলিতে হইবে। খুজাইমা সম্রাটের প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিল।

আবার ঘোষণা হইল অভিষেক দিনটিতেই সম্রাট জুলকেলা বনি আজদ গোত্রের সর্দার খুজাইমার কন্যা রোবাইয়ার পাণিগ্রহণ করিবেন। রাজ্যময় ঘরে ঘরে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। শুরু হইল সম্রাটের অভিষেকানুষ্ঠান এবং বিবাহনুষ্ঠানের প্রস্তুতি।

বনি হামাদান গোত্রের সর্দার ইয়াছির এবং বনি খাওলান গোত্রের সর্দার হারিছকে আলাদাভাবে দাওয়াত করা হইল।

দাওয়াত করা হইল মক্কার কোরাইশ সর্দার আবূ জেহেল আবূ ছুফিয়ান, উম্মিয়া, অলিদ, শায়বা ওৎবা প্রমুখকেও। কাবা মন্দিরে জুলকেলার যুবরাজ হিসেবে অভিষেকানুষ্ঠানের সময় ইহারা জুলকেলার সঙ্গে পরিচিত হইয়া ছিল। আজ তাহার সম্রাট অভিষেক এবং বিবাহের দাওয়াত পাইয়া ইহারা কম খুশি হইল না। জুলকেলার সঙ্গে তাহাদের একটি ভাল সম্পর্ক স্থাপিত হইবে।

কোরাইশ সর্দারগণ সম্রাট বরণ এবং সম্রাজ্ঞী বরণ করিতে প্রচুর সামগ্রী লইয়া কাহতানীয়ায় হাজির হইল। জুলকেলা ইহাদিগকে রাজকীয় কায়দায় গ্রহণ করিলেন।

আয়োজন দেখিয়া কোরাইশ সর্দারদের চক্ষুস্থির। পৌত্তলিকতায় গোড়া জুলকেলা রাজমন্দিরে তাহার এবং ভাবীপত্নী রোবাইয়ার বিরাট প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়াছে। আরও অসংখ্য মূর্তি গড়াইয়া রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের অভিষেকানুষ্ঠানে পাঠাইয়াছে যেন জুশেরা ঠাকুরের পাশাপাশি তাহাদের মূর্তিও স্থাপন করা হয় এবং অনুষ্ঠানের দিন ইহাদের মাল্যভূষিত করিয়া সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী বরণ করা হয়। প্রতিটি অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক খরচের জন্য বরাদ্দ হইয়াছে পঞ্চাশ হাজার করিয়া দেরহাম এবং জনসাধারণের ভোজনের জন্য পঞ্চাশটি করিয়া উষ্ট্র। সঙ্গে আছে নাচগান এবং এনামের ব্যবস্থা।

আজ অভিষেকানুষ্ঠান। গত সন্ধ্যায় রোবাইকে বধূবরণ করিয়া আনা হইয়াছে। সে ছিল এক এলাহী কাণ্ড। সম্রাটের নির্দেশে রাজকীয় বাহিনী জুশেরা ঠাকুরের প্রতিমূর্তির পাশাপাশি জুলকেলা এবং রোবাইয়ার প্রতিমূর্তিও বহন করিয়া আনিল। পিছনে রাজকীয় হাওদায় রোবাইয়া। বুটিদার রেশমী দ্বারা হাওদার চন্দ্রাতপ। অতিরিক্ত গহনা জড়োয়া অলংকার এবং জামা-কাপড়গুলো স্বতন্ত্র একটি উষ্ট্র হাওদা পাশাপাশি চলিতেছে। পিছনে অগণিত নরনারী এবং বালক বালিকাদের বহনকারী অশ্ব-উষ্ট্র সারি। মনে হয় যেন বনি আজদের সকল মানুষ পিপীলিকার সারির মত আসিতেছে। চলমান জনতার উপর হইতেছে সুগন্ধি নির্যাস বৃষ্টি। বাদ্যারবে কান কালা হওয়ার উপক্রম আকাশ বিদীর্ণ হওয়ার জোগার।

রাজধানীতে পৌঁছল কনেমিছিল। সমস্ত রাজধানী যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে রাজপথে। বধূবরণ বিজয় নিনাদ, বাদ্যারব আলোর বন্যা, মশাল মিছিল জনতার ঢল সব আসিয়া থামিল রাজমন্দিরের জুলকেলা-রোবাইয়ার মূর্তি সকাশে। মাল্যদান পুষ্প-বৃষ্টি, সুগন্ধি নির্যাসে জনতা বরণ করিল যুগলমূর্তিসহ দণ্ডায়মান বর জুলকেলা এবং বধূ রোবাইয়াকে।

এইবার বর-কনের পক্ষ হইতে জনতার উপর পুষ্প নির্যাস এবং দিনার-দেরহাম বৃষ্টি শুরু হইল।

এক সময় বরকনে চলিয়া গেলেন অন্দর মহলে জনতা বসিয়া গেল শাহী ভোজে।

সকাল হইতেই শুরু হইল অভিষেকানুষ্ঠান। রেশমী চাঁদোয়া দ্বারা বিরাট সামিয়ানা খাটানো হইয়াছে। বাতাসে দুলিতেছে তাহার ঝালরগুলো। সাজানো হইয়াছে রাজপুরী এবং দরবার কক্ষ। দরবার কক্ষে কৃত্রিম পানির ফোয়ারাগুলো সুগন্ধি পানি ছড়াইতেছে। স্থানে স্থানে জ্বলিতেছে ধূপধুনা। সারিসারি কৃত্রিম পুষ্প কানন। সম্রাট জুলকেলা এবং সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট।

ইয়াছিরকে করা হইয়াছে প্রধান উজির এবং হারিছকে করা হইয়াছে সেনাপতি। প্রধান উজির এবং প্রধান সেনাপতিসহ অন্যান্য সভাষদবর্গ নিজ নিজ আসনে আসীন। মক্কার নেতৃবর্গ এবং রাজ্যের গণ্যমান্যগণও দরবারে স্থান পাইয়াছে। বাইরের চাঁদোয়া তলে জনসাধারণের বসিবার ব্যবস্থা। আলাদা চাঁদোয়াতলে চলিতেছে গান এবং নাচবাদ্য। অনতিদূরেই বাবুর্চিখানা।

যথাযোগ্য নজরানা পেশ করিয়া প্রথমেই সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে মাল্যদান করিত। প্রধান উজির ইয়াছির অভিষেকানুষ্ঠানের উদ্বোধন করিল। তারপর প্রধান সেনাপতি ও অন্যান্য সভাষদবর্গ। তারপর পালাক্রমে রাজ্যের গণ্যমান্য সর্দার এবং দলপতিগণ। সাধারণ জনতা এক এক করিয়া আসিতেছে সম্রাট-সম্রাজ্ঞী বরণ করিতেছে, যাইতেছে, বাবুর্চিখানায় উদরপূর্তি করিতেছে। প্রত্যেকেই পাইতেছে যোগ্যমত এনাম। অকৃপণকণ্ঠে করিতেছে সম্রাট সম্রাজ্ঞীর গুণ-কীর্তন।

কোরাইশ নেতৃবর্গ এবং অন্যান্য বহিরাগত মেহমানগণ সম্রাটের সঙ্গে করমর্দন করিয়া শেষ করিল তাহাদের সম্রাটবরণক্রিয়া। তাহারাও পাইল আশাতীত বখশিশ্। রাজ্যের অন্যান্য স্থানেও সম্রাট সম্রাজ্ঞীর প্রতীমা বরণ করিয়া অভিষেকানুষ্ঠান পালিত হইল।

কোরাইশ নেতৃবর্গের বিদায় বেলা জুলকেলা তাহাদেরকে আরও এনাম বখশিশ দিয়া তোয়াজ করিয়া খাতির করিলেন। ইহাতে মক্কাবাসীর সঙ্গে তাহার বন্ধুত্বটি আরও সুদৃঢ় হইল।

জুলকেলা এখন একজন প্রজা-শ্রদ্ধা-ভাজন সম্রাট। প্রজাবৎসল শাসক। তাহার ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীকে দিগ্বিজয়ে ব্যবহার না করিয়া রাষ্ট্রের অভ্যান্তরীণ শান্তি শৃংখলার কাছে নিয়োজিত করিলেন। কৃষি, পশুপালন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে জনগণকে

উৎসাহ দিবার জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা করিলেন। সিরিয়া বাহরাইন এবং মূলকে ইরানে তাহার বাণিজ্য কাফেলা যাতায়ত করে। ফলে অল্প দিনেই তাহার কোষাগার এবং জনসাধারণের সংসার ধন-রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। হাজার হাজার গোলাম বাঁদীতে জমজমাট হইয়া উঠিল তাহার শাহীমহল।

পৌত্তলিকতায় গোড়া বিশ্বাসী জুলকেলা জনমনে আরও প্রভাব বিস্তার করিবার জন্য নিরে আরও অসংখ্য মূর্তি গড়াইয়া, রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আরও মন্দির স্থাপন করতঃ সেইসব স্থানে প্রেরণ করিলেন। মন্দিরে মন্দিরে জুশেরা ঠাকুর এবং অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে জুলকেলার মূর্তিও স্থান পাইল।

শুধু ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, শান্ত হইলেন না। তাহার জন্মদিন এবং অভিষেক দিনটিকে জাতীয় পর্যায়ে বার্ষিক রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান দিবস হিসেবে ঘোষণা করিলেন। দিন দুইটিতে জুশেরা ঠাকুরের সঙ্গে জুলকেলার মূর্তিও ঘটা করিয়া মহাধূমধামের সহিত পূজিত হইত। ইহা ছিল বাধ্যতামূলক।

দিন দুইটির নাম দেওয়া হইল 'ইয়াওমূল আছনাম' বা প্রতীমা দিবস। দিন দুইটিতে ভুড়ি-ভোজন এবং দান-খয়রাতে জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করা হইত। ইহা ছাড়া মল্লযুদ্ধ ঘোড়-দৌড়, অসিচালনা এবং বিভিণ্ন প্রকার প্রতিযোগিতামূলক বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া জনগণকে তাহার দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতেন।

জ্ঞানী-গুণী, তান্ত্রিক, কবি, জ্যোতিষ এবং বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞ লোকদের দরবারে স্থান দিতেন এবং পারিতোষিকের ব্যবস্থা করিতেন। মোটকথা নিজেকে আকর্ষণীয় করিয়া তোলার জন্য জুলকেলা সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা চালাইয়া ছিলেন।

এইসব কারণে প্রজাবর্গ জুলকেলাকে শ্রদ্ধা করিত এবং ভালবাসিত, জনগণ তাহার প্রতিটি নির্দেশ আস্থার সহিত পালন করিত।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে সেই অরাজক এবং উচ্ছৃংখলতার যুগে হিমারীয় জাতির হেমর শাখার এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি জুলকেলার নিপুণকৌশল এবং সুশাসনে মোটামুটি একটি নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত হইত। জুলকেলার রাজ্যে লুট-তরাজ, রাহাজানী হইত না বলিলেই চলে।

তবে মদ্যপান,জুয়া এবং অন্যান্য আরবীয় সামাজিক কুসংস্কার ঠিকই চলিত।

গ

জুলকেলার পিতামহ শুমাইলের খুল্লতাত ভ্রাতুষ্পুত্র ইয়াছির ইবনে আমের আমাদের মহানবীর জন্মের পাঁচবছর পূর্বে মক্কায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং আবু হুজাইফার দাসী ছুমাইয়াকে বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন।

এই য়াছিরপুত্র হযরত আম্মার (রাঃ) প্রাথমিক যুগের মুসলমান হিসেবে বৃদ্ধপিতা য়াছির এবং মাতা ছুমাইয়াসহ মহানবীর হাতে বায়েত গ্রহণ করেন।

ইহাদের ইসলাম গ্রহণ প্রথমে গোপন থাকিলেও মহানবীর ছাফা পর্বতের ঘোষণার পর প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল।

ইসলাম গ্রহণ করিবার অপরাধে হযরত বেলাল এবং হযরত খাব্বাব (রাঃ)-র উপর কোরাইশগণ অবর্ণনীয় নির্যাতন চালাইলেও ইয়াছির পরিবারের উপর তখনও নির্যাতন করিতে সাহসী হয় নাই। কারণ বংশ পরম্পরায় হযরত ইয়াছির এবং জুলকেলা ছিলেন একই কাহতানী গোত্রোদ্ভব। তাই ইয়াছির পরিবারকে নির্যাতন করিলে পাছে আবার জুলকেলার মত শক্তিশালী বন্ধুটি অসন্তুষ্ট হন, না খোশ্ হন। এই আশংকায় ইয়াছির পরিবারকে প্রথমেই নির্যাতন না করিয়া আবূ জেহেল বিশদ বিবরণ জানাইয়া জুলকেলার দরবারে একজন দূত প্রেরণ করিল।

দূত কাহতানীয়ায় পৌঁছিয়া আবূ জেহেলের শিখানো কথাগুলো জুলকেলাকে বলিল, মক্কায় আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ (সাঃ) এক অভিনব ধর্মপ্রচার করিতেছেন। মূর্তি পূজা করা চলিবে না, ইহাদের কোন ক্ষমতা নাই, আল্লাহর কোন শরীক নাই। মদ্যপান, জুয়া, সুদ-ঘুষ চলিবে না, গান বাজনা করা চলিবে না। অর্থাৎ আপনার এবং আমাদের প্রচলিত ধর্ম বিধানের যাবতীয় কার্যকলাপের বিরুদ্ধে, লোকটি প্রচারণা চালাইতেছেন। কিছু লোক তাঁহার ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেও।

আপনার স্বগোত্রীয় আম্মার তাহার পিতা ইয়াছির এবং মাতা ছুমাইয়াও মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম গ্রহণ করিয়া আপনার বংশের এবং ধর্ম-বিশ্বাসের অবমাননা করিয়াছে।

আমাদের মধ্যে যাহারা মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্মগ্রহণ করিয়াছে তাহাদেরকে আমরা উপযুক্ত শিক্ষাই দিতেছি। ইয়াছির যেহেতু আপনার আত্মীয় সেহেতু তাহার এবং তাহার পরিবারের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের নেতা আবূ জেহেল আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

খবর শুনিয়া জুলকেলা যুগপদ ভয় ও আশংকায় আতংকিত হইয়া উঠিলেন। সর্বনাশ। যদি মুহাম্মদের অভিনবধর্ম আমার কাহতানীয়া পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, তবে আর রক্ষা নাই। আর কেহ আমার পূজা করিবে না। মন্দির হইতে অন্যান্যদের মূর্তির সাথে আমার মূর্তিও অপসারিত হইবে।

জুলকেলা বলিলেন, কাবা মন্দিরে আমার যুবরাজ হিসেবে অভিষেকানুষ্ঠানের দিন আমি উক্ত মুহাম্মদের (সাঃ) পরিচয় পেয়েছিলাম এবং তাহার কিছু কথাও শুনেছিলাম। লোকটি যে বদ্ধপাগল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে পাগলের ধর্ম গ্রহণ করেছে ইয়াছির! আমার আত্মীয় হলেও সে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করেছে। এর জন্য তাকে এবং স্ত্রী পুত্রকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেব। জুলকেলা আবু জেহেলের দূতের সঙ্গে আরও দুইজন দূত মক্কায় প্রেরণ করিল যেন তাহারা ইয়াছির এবং তাহার স্ত্রী-পুত্রকে সম্রাট সমন দেখাইয়া কাহতানিয়ায় লইয়া আসে।

কিন্তু আল্লাহ ভীরু দীনভক্ত নবী পাগল ইয়াছির দুই জাহানের সম্রাট মহানবীর চরণ সেবা ছাড়িয়া কিছুতেই সম্রাট জুলকেলার দরবারে গেলেন না। ভগ্ন দূতগণ

ভগ্ন মনোরথ হইয়া জুলকেলাকে যাইয়া এই সংবাদ জ্ঞাত করিলে জুলকেলা ক্ষেপিয়া গেলেন। কী? আমার ডাক উপেক্ষা! আমার দরবার অপেক্ষা সেই পাগলের চরণ সেবা উত্তম!

জুলকেলা আর একজন দূতকে মক্কায় আবূ জেহেলের নিকট প্রেরণ করিয়া জানাইলেন, ইয়াছির আমার ডাক অমান্য করিয়াছে। কাজেই সে আমার আত্মীয় হইলেও সে রাজদ্রোহী, সে ধর্মদ্রোহী। সে ক্ষমা পাইতে পারে না। তাহার এবং তাহার পরিবারবর্গের বিচারের ভার আপনাদের হাতেই ছাড়িয়া দিলাম। আপনাদের যাহাই বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। ইহাতে আমার কোন দ্বিমত থাকিবে না। আমি ইহাও আশা করি যে আপনার মত যোগ্য লোকের নেতৃত্বে মাতাল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁহার অভিনব ধর্ম অংকুরেই বিনষ্ট হইবে। এই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করিতে আমি আপনাদের যেকোন প্রকার সাহায্য করিতে বদ্ধপরিকর।

ইহা শুনিয়া আবূ জেহেল যারপর নাই প্রীত হইল। সে জুলকেলাকে বলিয়া পাঠাইল আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই। ধর্মপ্রাণ কোরাইশগণ কিছুতেই মুহাম্মদের (সাঃ) দৌরাত্ম্য সহ্য করিবে না। তবে প্রয়োজনবোধে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিব।

জুলকেলার অনুমতি পাইয়া কোরাইশগণ ছাতু পানি খাইয়া ইয়াছির পরিবারের উপর শুরু করিল অমানুষিক অত্যাচারের অবর্ণনীয় নির্যাতন। বৃদ্ধ ইয়াছিরকে ধরিয়া লইয়া গিয়া নরপশুরা উপুর করিয়া শুয়াইয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া লাফাইত। চিৎ করিয়া শুয়াইয়া বুকের উপর চড়িয়া লাফাইত। তাঁহার বুকের উপর তক্তা রাখিয়া দুই দিকে দুইজন দাঁড়াইয়া দোল দুলিত। ইহাতে যাতনায় বাহির হইয়া আসিত ইয়াছিরের অজিফারত জিহ্বাটি। তিনি জপিতে থাকিতেন ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাসূল!! ইয়া আল্লাহু ইয়া রাসূল!!

এই সব নির্যাতন প্রত্যক্ষ করাইবার জন্য নরপশুরা তাঁহার স্ত্রী ছুমাইয়া এবং পুত্র আম্মারকে বাধিয়া নির্যাতন ক্ষেত্রে আনিত। স্বামীর এবং পিতার নির্যাতন দেখিয়া ছুমাইয়া এবং আম্মার বলিতেন, তাঁকে ছেড়ে দাও, যত পার আমাদের নির্যাতন করে মনের ঝাল মিটাও।

অনুমতি পাইয়া নরপশুরা পরম উল্লাসে ছুমাইয়া এবং আম্মারকেও পাইয়া বসিত। চালাইত অবর্ণনীয় নির্যাতন।

ইয়াছির বলিতেন আমার সম্মুখে তোমরা ওদের মেরো না। আমাকেই মেরে ঝাল মিটাও। নরপশুরা তিনজনকেই মারিতে থাকিত।

একদিন মহানবী স্বচক্ষে ইহাদের নির্যাতন দেখিয়া বলিলেন :

ছাবরান আলে ইয়াছির। মাওয়েদুকুমুল জান্নাত। হে ইয়াছির পরিবার ধৈর্যধারণ কর। বেহেশত তোমাদের পুরস্কার।

পাষণ্ডদের অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বৃদ্ধ ইয়াছির একদিন প্রাণত্যাগ করিলেন। ইন্না লিল্লাহে.... স্বামীর মৃতদেহ এবং পত্রের আঘাত জর্জরিত কলেবর

দর্শনে ছুমাইয়া ধৈর্য হারাইলেন না। তাহার ঈমানের দৃঢ়তা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি সগৌরবে তাওহীদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন। নারকী আবূ জেহেলের আর সহ্য হইল না। সে ছুমাইয়ার গুপ্ত অঙ্গে বর্শা নিক্ষেপ করিল। বৃদ্ধা ছুমাইয়া এই আঘাতেই প্রাণত্যাগ করিয়া ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ এর গৌরব লাভ করিলেন। ইন্না লিল্লাহে...।

এইবার আম্মারের পালা। মাতাপিতাকে হারাইয়া আম্মারের ঈমানের তেজ যেন বাধভাঙ্গা স্রোতের গতিপ্রাপ্ত হইল। তিনি উচ্চৈকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন তৌহিদের বাণী এবং শাহাদতের শপথবাক্য। ক্ষেপিয়া গেল কোরাইশী নরপশুগুলি। তাহারা আম্মারকে ইসলাম হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহাকে পস্তরাঘাতে জর্জরিত করিতে লাগিল। কিন্তু সেই দিকে তাঁহার দৃকপাত নাই। তিনি ঘোষণা করিতে লাগিলেন :

"লা-ইলাহা ইল্লাআনতা ওয়াহেদোল লাছানীয়া
লাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহে ইমামুল মুক্তাকীনা
রাসূল রাব্বিল আলামীন।"

আবু জেহেলের নির্দেশে কোরাইশী কুকুরগুলি এইবার আম্মারের গায়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের ছ্যাকা দিতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শরীরে শুরু হইল দহন জ্বালা, অসহ্য যন্ত্রণা। তবু তাঁহার মুখে মধুরবাণী ইল্লাল্লাহ! ইল্লাল্লাহ!! ইল্লাল্লাহ!!!

ইহা জানিতে পারিয়া মহানবী আসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন,

"ইয়া নারুকুনী বারদাও ওয়া সালামান
আলা আম্মারা কামা কুনতা আলা
ইব্রাহীম।"

হে অগ্নি তুমি আম্মারের জন্য শীতল এবং শান্তিময় হইয়া যাও যেমন নাকি হযরত ইব্রাহীমের (আঃ) জন্য হইয়াছিলে।

আম্মারের দহন জ্বালা প্রমশিত হইয়া গেল। তিনি মুক্তি পাইলেন।

আম্মার যে কত বড় মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী ছিলেন তাহা নিম্নবর্ণিত ঘটনা হইতেই বোঝা যায়।

খালেদ ইবনে অলিদ (রাঃ) বলেন, একবার আম্মারের সাথে আমার কিছু কথা কাটাকাটি হয়। তারপর হুযূরের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, যে আম্মারের সাথে শত্রুতা করবে সে আল্লাহর সাথে শত্রুতা করল। যে আম্মারের সাথে হিংসা করবে সে আল্লাহর সাথে হিংসা করল। আমার পর যদি অনুসরণ করতে হয় তবে আবু বকর এবং আম্মারের অনুসরণ করবে।

একদিন মহানবী আম্মারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন বিদ্রোহীরা তোমাকে হত্যা করবে।

ইহার পর হযরত আবূ বকর (রাঃ) সময় য়ামামার যুদ্ধে আম্মারের একটি কর্ণচ্ছেদ হইয়া গিয়াছিল। হযরত ওমর (রাঃ) তাহাকে কুফার শাসনকর্তা নিয়োগ

করিয়াছিলেন। হযরত আলী (রাঃ) এর সময় ছিফ্ফিনের যুদ্ধে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ৯৩ বছর বয়সে হত্যা করে। ইন্না লিল্লাহে...। মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইল।

যাহা হোক। ইয়াছির পরিবারের এই মর্মান্তিক পরিণতির কথা জুলকেলার নিকট পৌছিতে বিলম্ব হইল না। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়া ছিলেন ইয়াছির যদি আমার ডাকে সাড়া দিত এবং রাজদ্রোহী না হতো তবে তাঁকে আমি রক্ষা করতাম এবং আবূ জেহেল যা করেছে তার জন্য তাকে উপযুক্ত প্রতিফল পেতে হত।

কিন্তু আম্মারের গায়ে মহানবীর হস্ত সঞ্চালন ব্যাপারটা জুলকেলার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল। মুহাম্মদ (সাঃ) পাগল হইতেই পারেন না। তিনি একজন মস্ত যাদুকর। তাঁহার যাদু মন্ত্রেই আম্মারের যন্ত্রণার উপশম হইয়াছে। পাগলের প্রলাপে নয়।

ঘ

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে মক্কা নগরীতে মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন এত চরমে উঠিয়াছিল যে প্রকাশ্যে উপাসনা করা তো দূরের কথা কোরআনের একটি আয়াতও উচ্চারণ করিয়া পড়ার উপায় ছিল না। সাহাবীদের কাছে দৈহিক নির্যাতনের চাইতে ইহাই ছিল সবচেয়ে পীড়াদায়ক এবং মর্মন্তুদ। এই অবস্থা দর্শনে মহানবী ভক্তকূলকে রক্ষার জন্য সমধিক ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

অনেক পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত হইল অত্যধিক নির্যাতিত মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবেন। সেখানকার খ্রিস্টান সম্রাট নাজ্জাশী আছমাহা ইবনে আবজার ন্যায় বিচারক এবং দয়ার্দ চিত্ত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার দরবারে আশ্রয় নিলে মুসলমানগণ নিরাপদে এবং নিরোপদ্রবে উপাসনা করিতে পারিবেন।

অতি সংগোপনে হিজরতের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন হইলে নারী পুরুষসহ ষোলজন লোকের একটি ক্ষুদ্র কাফেলা হিজরতের জন্য প্রস্তুত হইল।

১। হযরত উসমান ইবনে আফফান।
২। তদ্বীয় পত্নী হযরত রোকাইয়া বিনতে মহানবী।
৩। হযরত আবু হুজাইফা।
৪। তদ্বীয় পত্নী সালমা
৫। হযরত জোবের ইবনে আওয়াম।
৬। হযরত মোসআব ইবনে ওমের।
৭। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ।
৮। হযরত আবূ সালমা।
৯। তদ্বীয় পত্নী উম্মে সালমা।
১০। হযরত উসমান ইবনে মাজউন।
১১। হযরত আমর ইবনে রবিয়া।
১২। তদ্বীয় পত্নী লায়লা।
১৩। হযরত আবু সাবরা।

১৪। হযরত হাতেব ইবনে আমর।
১৫। হযরত সোহেল ইবনে বায়জা।
১৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। (রাদিআল্লাহু আনহুম।)

দীনের খাতিরে এই মহাজনগণ মহানবীর দোয়া লইয়া অতি সংগোপনে আবিসিনিয়ার পথে বন্দরে শোয়ায়বার উদ্দেশ্যে মক্কা ত্যাগ করিলেন। জিদ্দা মক্কার কাছাকাছি এবং মক্কাবাসীর প্রধান বন্দর, তাই এই রাস্তায় ধরা পড়িবার সম্ভাবনা বেশি। এই জন্য মুসলমানগণ বন্দরে শোয়ায়বার পথ ধরিলেন। উসমান ইবনে মাজউন নির্বাচিত হইলেন এই ক্ষুদ্র কাফেলাটির দলপতি। তিনি অতি দ্রুত এবং দক্ষতার সহিত তাহার কাফেলাটি লইয়া পথ চলিতে লাগিলেন।

অতি সংগোপনে যাত্রার আয়োজন করিলেও মুসলমানদের মক্কা ত্যাগ করিবার দুই একদিন পরেই কোরাইশগণ ইহা জানিয়া ফেলিল। তাহাদের গাত্রদাহ দেখে কে? তাহারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং পালাতক মুসলমানদের বন্দী করিয়া আনিবার জন্য আবূ জেহেল জেদ্দা বন্দরে লোক পাঠাইয়া দিল।

বন্দরে শোয়ায়বা ছিল জুলকেলার রাজ্যভুক্ত প্রধান বন্দর। যদি মুসলমানগণ বন্দরে শোয়ায়বা হইয়াই আবিসিনিয়ায় যায়? এই মনে করিয়া অতিরিক্ত সাবধানতার জন্য আবূ জেহেল তৎক্ষাণাৎ একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে এই মর্মে পত্র লিখিয়া জুলকেলার নিকট পাঠাইল যে, তিনি যেন পলাতক মুসলমানদের বন্দরে শোয়ায়বায় বন্দী করিয়া বন্দরে প্রেরিত কোরাইশ দূতদের হাতে সমর্পণ করেন।

আবূ জেহেল আর একটি ক্ষুদ্র দলকে সরাসরি বন্দরে শোয়ায়বায় প্রেরণ করিল।

মুসলমানগণ সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর ভরসা করিয়া কয়েকটি দিন অবিরত চলিয়া নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পূর্বেই বন্দরে পৌঁছিলেন।

বন্দরের ব্যবস্থানুযায়ী জুলকেলার অনুমতি ছাড়া কেহই বিদেশগামী জাহাজে উঠিতে পারিত না। কিন্তু কিছু বেশি পরিমাণ বন্দর শুল্ক প্রদান করার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানগণ আবিসিনিয়াগামী জাহাজে উঠিয়া বসিলেন। যথা সময়ে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল।

আবূ জেহেলের দূত যথাসময়ে জুলকেলার দরবারে পৌঁছিয়া তাহাকে আবূ জেহেলের পত্র প্রদান করিল। জুলকেলা তৎক্ষণাৎ দূত মারফত বন্দরে শোয়ায়বার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন, যদি মক্কার মুসলমান কাফেলাটি বন্দরে পৌঁছে তবে তাহাদেরকে যেন কোন অবস্থাতেই জাহাজে উঠিতে দেওয়া না হয়। উপরন্তু তাহাদেরকে যেন বন্দী করিয়া কোরাইশদের হাতে সমর্পণ করা হয়।

জুলকেলার প্রেরিত দূত এবং আবু জেহেলের প্রেরিত দলটি প্রায় একই সময়ে বন্দরে শোয়ায়বায় পৌঁছিয়া শুনিল, দুইদিন পূর্বেই মুসলমানদের লইয়া জাহাজ আবিসিনিয়ার উদ্দেশে চলিয়া গিয়াছে।

বন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী জুলকেলাকে জানাইল যে নির্ধারিত পরিমাণের চাইতে অধিক পরিমাণে বন্দর শুল্ক আদায় করিলে বন্দর ত্যাগে সম্রাটের অনুমতির

প্রয়োজন নাই। এই ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানগণ বন্দর ত্যাগ করিতে পারিয়াছে।

আবূ জেহেলের প্রেরিত লোকেরা জেদ্দা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন জানাইল যে মুসলমানগণ জেদ্দা হইয়া যায় নাই, তখন আবূ জেহেল আশায় বুক বাঁধিয়া রহিল যে মুসলমানগণ নিশ্চয়ই বন্দরে শোয়ায়বা হইয়া গিয়াছে এবং নির্ঘাত ধরা পড়িবেই। কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন ভগ্নদূতেরা ভগ্ন মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে অল্পের জন্য মুসলমানদের বন্দী করা গেল না তখন আশাভঙ্গের বেদনায় আবূ জেহেলের মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল।...

না এইভাবে হইবে না। ভবিষ্যতে যাহাতে আর কোন মুসলমান বন্দরে শোয়ায়বা হইয়া কোথাও যাইতে না পারে তাহার একটি পাকাপাকি ব্যবস্থা করিতে হইবে। এবং তাহা দূত বিনিময়ে হইবে না, নিজেই জুলকেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে। আবূ জেহেল কাহতানীয়ায় চলিয়া গেল।

মহানবীর কাছে খবর পৌঁছিল নাজ্জাশীর দেশে মুসলমানগণ বেশ সুহালেই আছেন। ইহা শুনিয়া আরও কিছু নির্যাতিত মুসলমান সংঘবদ্ধ হইলেন, তাঁহারাও আবিসিনিয়ায় হিজরত করিবেন। মহানবীর অনুমতিক্রমে দেখিতে দেখিতে হযরত–

১। আবূ উবায়দা ইবনে আব্দুল্লাহ।
২। হযরত কুদামা ইবনে মাজউন
৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ।
৪। হযরত আবূ আহমদ ইবনে জাহশ।
৫। হযরত ছায়েব ইবনে উসমান ইবনে মাজউন।
৬। হযরত মুত্তালিব ইবনে আজহার।
৭। হযরত আইয়াশ ইবনে আবি রবিয়া।
৮। হযরত খুলায়েদ ইবনে হুজায়ফা।
৯। হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ।
১০। তদ্বীয় পত্নী ?
১১। হযরত খালেদ ইবনে হাজাম।
১২। হযরত আমের ইবনে আবি ওয়াক্কাছ।
১৩। হযরত জাফর ইবনে আবূ তালেব।
১৪। হযরত সালমাতা ইবনে হিশাম।
১৫। হযরত উতবা ইবনে গাজওয়ান।
১৬। হযরত আমর ইবনে সাঈদ।
১৭। হযরত মুকীব ইবনে আবি ফাতিমা।
১৮। হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ।
১৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে কায়েস আবু মূসাা আশআরি।
২০। হযরত হিশাম ইবনে আছ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)

প্রমুখ ৮৩ জন নরনারীর একটি কাফেলা হিজরতের জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। জাফর ইবনে আবূ তালেবকে নির্বাচন করা হইল দলপতি। তিনি তাঁহার কাফেলাটি লইয়া অতিদ্রুত গতিতে বন্দরে শোয়ায়বা পৌঁছিলেন এবং অতিরিক্ত বন্দর শুল্ক প্রদান করিয়া নির্বিঘ্নে আবিসিনিয়াগামী জাহাজে উঠিয়া লোহিত সাগর পারি দিতে লাগিলেন।

জুলকেলা আবূ জেহেলকে বুকে লুকিয়া নিলেন। তাহাদের আলোচনা হইল কিভাবে বন্দরে শোয়ায়বা হইতে মুসলমানদের বিদেশ যাত্রা বন্ধ করা যায়।

সিদ্ধান্ত হইল আবূ জেহেলের স্বাক্ষরীত পরিচয়-পত্র ছাড়া কোন মক্কাবাসীকেই বন্দরে শোয়ায়বা হইতে কোন জাহাজে উঠিতে দেওয়া হইবে না। সে যেন বুঝিয়া সুজিয়া পরিচয়-পত্র প্রদান করে।

জুলকেলা তৎক্ষণাৎ আবূ জেহেলের নমুনা স্বাক্ষরসহ বন্দরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকেই ফরমান পাঠাইয়া দিলেন। কর্মচারী সতর্ক হইল।

আবূ জেহেল মক্কার পথ ধরিল, এমন একটা মাতব্বরী পাইয়া তাহার যেন আর মাটিতে পা পড়ে না। এখন দেখিবে মুহাম্মদের চেলারা কেমন করিয়া সাগর পাড়ি দেয়। সে মক্কার যাইয়া ঘোষণা করিবে জুলকেলা তাহাকে কতবড় মর্যাদা দিয়াছে। কত বড় ক্ষমতা দিয়াছে। 'হাম কি হনুরে' ভাব লইয়া আবূ জেহেল বাড়ি ফিরিল।

কিন্তু বাড়ি ফিরিয়া যখন শুনিল যে ইতোমধ্যেই আরও ৮৩ জন মুসলমান বন্দরে শোয়ায়বা হইয়াই আবিসিনিয়ায় চলিয়া গিয়াছে তখন নেতাজির সমস্ত দম্ভারম্ভে পানি বাজিয়া গেল। তাহার রাগ্ গোসসা দেখে কে। এত আয়োজন এত ছুটাছুটি সবই হইল নিষ্ফল, পণ্ডশ্রম মাত্র?

শিকার হাত ছাড়া হইয়া যাইতেছে। আর বিলম্ব করা যায় না। তাই আশু কর্তব্য নিরূপণ করিবার জন্য আবূ জেহেল, আবূ লাহাব, আবূ সফিয়ান, উৎবা অলিদ, শায়বা আবু রবিয়া, উমাইয়া প্রভৃতি কোরাইশদের বিখ্যাত মস্তিষ্কগুলি একত্র হইল। অনেক বাদানুবাদের পর সিদ্ধান্ত হইল মুসলনদেরকে পলাতক ও ফেরারী আসামী এবং ধর্মদ্রোহী বলিয়া নাজ্জাশীর দরবার হইতে ফিরাইয়া আনা হোক। তারপর মনের ঝাল মিটাইলেই হইবে।

কিন্তু মুশকিল হইল নাজ্জাশীর সঙ্গে কোরাইশদের ভাল জানা-শোনা নাই। একমাত্র ভরসা জুলকেলা। আবু জেহেল, আবূ সফিয়ান আশু পরামর্শের জন্য সদল বলে জুলকেলার দরবারে যাইয়া উপস্থিত হইল। ইতোবৃত্ত শুনিয়া জুলকেলা বলিলেন, নাজ্জাশীর কয়েকজন সভাসদের সঙ্গে আমার দুইজন খ্রিস্টান সভাসদের হৃদ্যতা আছে। প্রচুর উপঢৌকনসহ তাহাদেরকে আপনাদের দূতদের সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠালেই হবে। যথাবুদ্ধি তথা কাজ। কোরাইশগণ মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া বিখ্যাত কূটকৌশলী আমর ইবনুল আছ এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রবিয়াকে জুলকেলার দরবারে পাঠাইয়া দিল। জুলকেলা প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের চামড়া

এবং অন্যান্য মূল্যবান উপঢৌকনাদীসহ তাহার খ্রিস্টান সভাসদদ্বয়কে আমর এবং আব্দুল্লাহর সঙ্গে নাজ্জাশীর দরবারে পাঠাইয়া দিলেন।

কিন্তু সকলি গরল ভেল। কোরাইশ এবং জুলকেলার সমন্বয়ে প্রেরিত এই প্রতিনিধি দলটি নাজ্জাশীর দরবার হইতে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া আসিল।

(নাজ্জাশীর দরবারের বিশদ বিবরণ মম প্রণীত
'ঢেউ লাগিয়া' গ্রন্থে আলোচনা করা হইয়াছে)

সদাসয় নাজ্জাশী তো ইহাদের হাতে মুসলমানদের সমর্পণ করিলেনই না বরং প্রতিনিধিদের যথেষ্ট অপমান করিয়া দরবার হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং তিনি নিজেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া দুজাহানের সাফল্য লাভ করিলেন।

এই খবর শুনিয়া মক্কার কোরাইশ নেতৃবর্গ যেমন হতাশ হইল জুলকেলাও হইলেন তেমনি স্তম্ভিত। কী? নাজ্জাশী তাহার স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া সেই পাগলের ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছেন? তাও মুহাম্মদের (সাঃ) ভক্তকুলেল মুখের কথা শুনিয়াই। একি পাগলের কাণ্ডকারখানা। নাকি জাদুমন্ত্রের প্রভাব!

ঙ

জুলকেলা তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শংকিত হইয়া পড়িলেন। শোনা যাইতেছে, ইদানীং মুহাম্মদের (সাঃ) দল ক্রমশ ভারী হইয়া উঠিতেছে। কোরাইশগণ ইহার কোন প্রতিকারেই আটিয়া উঠিতে পারিতেছে না আশংকারই কথা। যদি কাহতানীয়া পর্যন্ত তাহার ধর্ম বিস্তার লাভ করে তখন?

জুলকেলার মনে নানা চিন্তা ঘুরপাক খাইতেছে। মুহাম্মদ (সাঃ) চায় কি? ধন-সম্পদ? দেরহাম দীনার? তাহাই হইবে। এই সমস্ত প্রদান করিয়া হইলেও তাঁহাকে পৌত্তলিক বিরোধী ধর্ম প্রচার করা হইতে বিরত করিতে হইবে।

সেই দিনই জুলকেলা আবূ জেহেলকে শিখিয়া জানাইলেন ধন-রত্নের বিনিময়ে হইলেও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে তাঁহার অভিনব ধর্ম প্রচার হইতে বিরত করিবেন। আমি অর্থ সংগ্রহ করিব।

জুলকেলার পত্র পাইয়া আবূ জেহেল অন্যান্য নেতৃবর্গকে লইয়া আলোচনায় বসিল। তাহার ভাবনা যদি জুলকেলার নিকট হইতে এই সুবাদে কিছু অর্থ আদায় করা যায় তবে জেবে-উদরে কিছু রাখা যাইবে। আলোচনার প্রারম্ভেই শায়বা বলিল, প্রস্তাব মন্দ নয়। মুহাম্মদ (সাঃ) দরিদ্র লোক। আশাতীত ধন-রত্ন পেলে আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়েই পারে না। তবে কথা হল প্রথমে জুলকেলার নিকট হতে অর্থ আদায় করা হোক, তারপরে মুহাম্মদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে হইবে। সর্বসম্মতি ক্রমে জুলকেলাকে জানানো হইল, আপনার প্রস্তাব ন্যায়সংগত। আপনি অতিসত্বর পঞ্চাশ হাজার দেরহাম প্রদান করিয়া আমাদের কাজকে তরান্বিত করুন। বাকি অর্থ আমরা সংগ্রহ করিব।

জুলকেলা তাহার দরবারে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্থান দিয়াছিলেন, তাহাদেরকে তাহাদের গুণানুযায়ী নামকরণ করা হইয়াছে। যেমন সভাকবিকে কবিরত্ন, বাকপটুতায় দক্ষ বা তার্কিককে তর্করত্ন, মন্ত্রসিদ্ধ ওঝা বা গুণীগণকে গুণরত্ন, মল্লবীরকে মল্লরত্ন ইত্যাদি।

কোরাইশদের সিদ্ধান্তের কথা জানিতে পারিয়া জুলকেলা ভাবিলেন শোনা যায় মুহাম্মদ (সাঃ) নাকি খুবই বাকপটু। তাঁহার সঙ্গে কথায় আটিয়া উঠা যায় না। তাই তাঁহার কথার ঘূর্ণিপাকে পড়িয়াই লোকজন ধর্মান্তরীত হয়। এই মনে করিয়া জুলকেলা তাঁহার দরবারের অন্যতম তর্কবাগীশ আবূ রাফে তর্করত্নকে পঞ্চাশ হাজারের পরিবর্তে একলক্ষ দেরহামসহ মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন।

তিনি আবূ জেহেলকে লিখিয়া জানাইলেন, আপনারা মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে একটি চুক্তি নামায় সই করাইয়া নিবেন, তিনি আর কত দেরহাম বা দীনার পাইলে তাঁহার অভিনব ধর্মপ্রচারে বিরত হইতে রাজি। আর আমার প্রেরিত আবূ রাফে তর্করত্নকে মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ করিবেন। ইহার যুক্তি তর্কে কাবু হইয়া মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে বাধ্য না হইয়াই পারে না।

একলক্ষ দেরহাম পাওয়া গিয়াছে এবং আরও কিছু অর্থ প্রয়োজনে সংগ্রহ করিবেন এমন আভাসও জুলকেলা দিয়াছেন। এইবার মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে আলোচনায় বসা যায়।

এই মানসে কোরাইশগণ কাবা প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। উতবা বলিল আর দেরি করা চলে না। হামজা এবং ওমরের মত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর রক্ষা কি। প্রস্তাব নিয়ে আজই মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাতে যাওয়া দরকার। ঘটনাক্রমে মহানবী তখন কাবা গৃহেই ছিলেন।

সর্বসম্মতি ক্রমে স্থির হইল উতবা এবং জুলকেলার প্রেরিত আবূ রাফে প্রস্তাব লইয়া মহানবীর কাছে যাইবে। প্রথমে উতবা মহানবীর সঙ্গে কথা শুরু করিবে এবং আবূ রাফে লাত ঠাকুরানীর পিছনে আত্মগোপন করিয়া থাকিবে। উতবা মহানবীর সঙ্গে কথায় তর্কে আটিয়া উঠিতে না পারিলে আবূ রাফে হঠাৎ বাহির হইয়া আসিয়া মহানবীকে চমকাইয়া দিবে এবং কথায় জব্দ করিয়া ফেলিবে।

উতবা এবং আবূ রাফে কাবাগৃহে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবু রাফে লাত ঠাকুরানীর পিছনে আত্মগোপন করিল এবং বৃদ্ধ উতবা মহানবীর সম্মুখে উপবেশন করিল।

উতবা ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, বৎস মুহাম্মদ (সাঃ)! তুমি আমাদের পর নহ। তুমি সমাজে যে বিপ্লব শুরু করেছ, তা তুমিই ভাল অবগত আছ। তুমি সকলকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছ, পূর্বপুরুষদের ধর্মকে পরিত্যাগ করে এক অভিনব ধর্মের সৃষ্টি করেছ।... আমাকে আজ সবকথা খুলে বল তোমার এরূপ করার কারণ কি। এর দ্বারা যদি তোমার ধন-সম্পদ সঞ্চয় করার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, তবে বল আমরা তোমার পদপ্রান্তে স্বর্ণ ও রৌপের স্তূপ লাগিয়ে দেই। আর যদি তুমি

সম্মানের প্রার্থী হও, রাজত্ব করার ইচ্ছে থাকে তবে আমরা তোমাকে সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি বলে অভিষিক্ত করতে প্রস্তুত। তুমি আমাদের শাসনভার গ্রহণ কর আমরা তোমার সিংহাসনতলে নতজানু হতে রাজি আছি। বিনিময়ে আমাদের শুধু এটুকুই প্রার্থনা, তোমার এ অভিনব ধর্মের কথা একেবারে ভুলে যাও।

আর যদি তোমার কোন প্রকার মস্তিষ্কপীড়া হয়ে থাকে, তবে বল আমরা তোমার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

মহানবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার বক্তব্য শেষ হয়েছে কি-না।

উতবা বলিল, হ্যাঁ শেষ হয়েছে। এখন তোমার বক্তব্য জানতে চাই।

তখন মহানবী আল কোরানের হা মিম আস সেজদা সূরাটি পাঠ করিতে শুরু করিলেন।

হা মীম্! দয়ালু করুণাময়ের পক্ষ হইতে এই গ্রন্থ। যাহার বাণীগুলো আরবী ভাষায় বিজ্ঞ লোকদের জন্য বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। এবং যাহা পুণ্যবানদের পুরষ্কারের সুসংবাদ দান করে। আর পাপের দণ্ড সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া থাকে। অনন্তর তাহাদের অধিকাংশই মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

মহানবী পরপর পাঁচটি রূকু পাঠ করিয়া চলিলেন। উতবা পিছনের দিকে দুই হাতের উপর ঠেস দিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় আকুল আগ্রহে প্রথম হইতেই সেই যে মহানবীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া ছিল পড়া শেষ হইলেও সে সেই ভাবেই তাকাইয়া রহিল।

আর আবূ রাফে! মহানবীর পড়া শুনিয়াই সেই যে সে ছুটিয়া আসিয়া লাতের বেদী ধরিয়া মহানবীর নূর বদনের দিকে তাকাইয়া ছিল, সেইভাবেই সে রহিয়া গেল। নড়াচড়া করিলে আবার কোরআন শোনার ব্যাঘাত ঘটে। তাই সে প্রতিমাবৎ দাঁড়াইয়া।

উতবা ভাবিতেছে কত অভিভাষণ শুনিলাম, কত কাব্য শুনিয়াছি, কিন্তু এমন তো কোথাও শুনি নাই। মুহাম্মদ (সাঃ) তো আমাদেরই ছেলে, সে তো কোন দিন লেখাপড়া করে নাই। কিন্তু এত সম্পদ, এত সম্মান, এত মধুর কাব্য এমন অমূল্য অভিভাষণ সে কবে কার কাছে কোথায় শিখিল। এমন রাজ সিংহাসন সে তুচ্ছ সম্পদের মোহে ছাড়িয়া দিতে পারে না। বিশ্বের যে কোন রাজাধিরাজ তাঁহার কাছে অতি তুচ্ছ।

মোস্তফা-মুখ নিঃসৃত ভাব ও যুক্তি এবং আল কোরআনের আয়াতে কারীমার ছন্দবন্ধের সুর তরঙ্গের উত্থান পতনের স্বর্গীয় দোলায় উতবা এবং আবূ রাফে দুলিতেছিল আর মুগ্ধ এবং আত্মবিস্মৃত হইয়া শুনিয়া যাইতেছিল।

মহানবী তেলাওয়াত করিতে করিতে যখন পাঠ করিলেন, "তোমরা সূর্যকে প্রণিপাত করিও না, চন্দ্রকেও নহে, বরং সেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রণিপাত কর যিনি সেগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই পর্যন্ত পাঠ করিয়াই যখন মহানবী সৃষ্টিকর্তার নামে 'সিজদা' করিলেন তখন উতবার চৈতন্য হইল। তখন সে কতকটা বিমর্ষ এবং কতকটা মুগ্ধ অবস্থায় সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া কোরাইশদের মজলিসে উপস্থিত হইল। উতবার মুখের ভাব দেখিয়া সকলেই চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল খবর কি?

উতবা উত্তর করিল খবর আর কি? যা শুনে এলাম আল্লাহর কসম তেমন কথা জীবনে কখনও শুনিনি। আল্লাহর কসম উহা কখনই কবির রচনা নহে, উহা কখনই জাদুমন্ত্র নহে। হে কোরাইশ সমাজ আমার উপদেশ শ্রবণ কর। এ ব্যক্তি যা করে করুক তা নিয়ে তোমরা আর গোলমাল করো না। তাঁর মুখে আমি যা শুনে এলাম তাতে যেন একটি ভবিষ্যৎ সাফল্যের আভাস প্রতিফলিত হচ্ছে। আরবের অন্যান্য জাতিরা যদি বিধস্ত করতে পারে তবে সহজেই তোমাদের মনস্কাম সিদ্ধ হয়। আর যদি সে সমস্ত আরবের উপর জয়লাভ করে তবে তোমাদেরই গৌরব।

উতবার কথা শুনিয়া তাহারা সমস্বরে বলিতে লাগিল তোমার উপরেও কি মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর জাদুমন্ত্রের প্রভাব বিস্তার করল। তুমিও তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে এলে?

উতবা বলিল, তা নয়। আমার অভিমত আমি পেশ করলাম, এখন তোমাদের যা ভাল বিবেচনা হয় তা কর। কেহ আর কিছু না বলিয়া একে একে সবাই উঠিয়া গেল।

অপেক্ষামাণ সবাই উতবার জন্য তাহার চারিদিকে ভিড় করিয়াছিল আর এই সুযোগে আবূ রাফে সবার অলক্ষে কাবাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ধীরে ধীরে কাবা প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া গেল। সে ভাবিতেছে, জীবনে অনেক যুক্তিতর্ক শুনিয়াছি, বহু বক্তৃতা শুনিয়াছি, বহু লোককে তর্কে হারাইয়াছি, উকাজ মেলায় তর্কে জিতিয়া পুরস্কার লাভ করিয়াছি। আমার কথার মার প্যাচ কেহ কাটিয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু আজ কি শুনিলাম! ইহা যে যুক্তি-তর্কের তোয়াক্কা রাখে না। মুহাম্মদের (সাঃ) একটি কথার উত্তরও দিতে পারিলাম না। কেমন যেন বোবা বনিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। আর উত্তর দিব কি? আমার কথাগুলি যদি হয় নর্দমার এক ফোঁটা দুর্গন্ধময় পানি, মোকাবিলায় তাঁহার বাণীমালা যে মহাসমুদ্র। মুহাম্মদের (সাঃ) কথার যে শক্তি যে গতি, এই শক্তি ও গতিকে ধনরত্ন দিয়া খরিদ করা যায় না, প্রতিরোধ করা যায় না। বরং এই শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া শক্তিধর হওয়া যায়, তর্কবাগীশ হওয়া যায়। তর্করত্ন হওয়া যায়, যুক্তিবাদী হওয়া যায়। মুহাম্মদ (সাঃ) অন্য কিছু নয়, তিনি মহানবী।

সর্বহারা, উদাসীন ভ্রান্ত বে-খেয়াল পথিককে যেমন পথেই টানিয়া নিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়, আবূ রাফেকেও তেমনি পথেই টানিয়া নিয়া কাহতানীয়ায় হাজির করিল। সে যেন যুদ্ধে পরাজিত নতশির এক ক্লান্ত সৈনিক।

মক্কার খবর শুনিবার জন্য জুলকেলা অধীর আগ্রহে কালাতিপাত করিতেছিলেন। সভাষদ বেষ্টিত জুলকেলার সম্মুখে যখন আবূ রাফে যাইয়া

অধোবদনে দাঁড়াইল তখন জুলকেলা আবূ রাফের মুখ দেখিয়াই বুঝিলেন যে খবর সুবিধা নয়। তবু তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি খবর আবূ রাফে। মুহাম্মদ (সাঃ) অর্থগ্রহণ করেছে।

আবূ রাফের সংক্ষিপ্ত-উত্তর তিনি অর্থের কাঙ্গাল নহেন।

- তাঁর সঙ্গে তোমার কি কি কথাবার্তা হল।

- তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথাই হয়নি।

- জুলকেলা রাগতস্বরে বলিলেন, তবে কি করতে গিয়ে ছিলে?

- আবূ রাফে শান্তস্বরে উত্তর করিল, আমি শুধু তাঁর কথামালা শুনেছি।

- জুলকেলা কণ্ঠে কড়ি লাগাইয়া বলিলেন, তবু কিছু বলনি?

এইবার আবূ রাফে মুখ তুলিয়া বলিল, তাঁর কথা যুক্তির বাইরে তর্কের উর্ধ্বে। তাঁর কথা শুনে মনে হল তাঁর সঙ্গে কথা বলাটা বেয়াদবি হবে, তাই কথা বলিনি।

জুলকেলা অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন, মুহাম্মদের (সাঃ) নামে এত সম্ভ্রম দেখিয়ে কথা বলছ কেন?

আবূ রাফে শান্ত অথচ, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, তিনি যে মহানবী মহাসম্রাট।

জুলকেলার ধৈর্যের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি রোষে গর্জন করিয়া উঠিলেন, কি বললে? মুহাম্মদ (সাঃ) মহানবী মহাসম্রাট। সে আবার নবী হল কবে। মক্কায় আবার কোন সম্রাট আছে নাকি। আবূ জেহেলও মক্কার সম্রাট নয়। সে একজন সর্দার মাত্র। আর মুহাম্মদ (সাঃ) তো কোন ছার! সেই মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আমার সম্মুখে সম্রাট বললে?

- আবূ রাফে নিরুত্তর।

- জুলকেলা আবার গর্জিয়া উঠিলেন, অর্থাৎ তর্কে হেরে গিয়ে কাপুরুষের মত লেজগুটিয়ে চলে এসেছিস। ভীরু নচ্ছার কোথাকার। বলি, আমার অর্থগুলি কি করেছিস্?

- আবূ রাফে শান্ত কণ্ঠেই বলিল, অর্থের খবর আমি জানি নে। হয়ত সেগুলি আবূ জেহেলের কাছেই আছে।

- গর্দভ কোথাকার? এ জন্যই কি আমি তোকে পাঠিয়েছিলাম। আমার মান যশ, অর্থ-সম্পদ সবই বিসর্জন দিয়ে এলি।... তোর স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পদ সম্পত্তি আমি বাজেয়াপ্ত করলাম।... এই! কে আছিস?

জুলকেলার ডাক শুনিয়া দুইজন ভীমকায় প্রহরী আসিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল।

জুলকেলা হুকুম করিলেন, আবূ রাফেকে বাইরে নিয়ে যা। আমরা সবাই আসছি। সবার সম্মুখে ওর গায়ের জামা খুলে পঞ্চাশ ঘা দোররা মেরে মাথা মুড়িয়ে মাথায় ও মুখে কালি মেখে কাহতানীয়া থেকে বের করে দে। অপদার্থ কাপুরুষের এটাই পুরস্কার।

হুকুম তামিল করিবার জন্য প্রহরীদ্বয় আবূ রাফেকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। মজা দেখিবার জন্য আঙ্গিনায় যাইয়া ভিড় করিল জুলকেলা এবং দরবারীগণ।

কুসংবাদ বাতাসের আগে যায়। আবূ রাফেকে দোররা মারা হইবে এই খবর মুহূর্তে কাহতানীয়ায় ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে শত শত লোক কর্ম ফেলিয়া মজা দেখিবার জন্য জুলকেলার দরবার কক্ষের আঙ্গিনায় আসিয়া সমবেত হইল।

প্রহরীদ্বয় আবূ রাফের গায়ের জামা খুলিয়া ফেলিল। জুলকেলার ইঙ্গিতে প্রহরীদ্বয় শুরু করিল দুররাঘাত। এক, দুই, তিন, চার।

কয়েক ঘা মারিবার সঙ্গে সঙ্গেই হইল ভূলুণ্ঠিত। তাহার হৃদয়পটে ভাসিয়া উঠিল সেই কাবাগৃহ, সেই নূর-বদন, মনে পড়িল সেই পবিত্র মুখ নিঃসৃত অমৃত বাণী 'হামীম' তাহার মুখ হইতে উচ্চৈঃস্বরে নিঃসৃত হইতে লাগিল 'হা-মীম! হা-মীম!! হা মীম!!! দোররা চলিতেছে কুড়ি, একুশ, বাইশ, তেইশ!! দোররার তালে তালে আবূ রাফে বলিতেছেন, হামীম! হামীম!! আবু রাফের মুখে এই অর্থহীন দুর্বোধ্য অথচ, শ্রুতিমধুর এই উক্তি শুনিয়া জুলকেলা আরও ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি উচ্চৈস্বরে বলিতে লাগিলেন, জোরছে লাগাও! জোরছে লাগাও!! আরো জোরে।

ত্রিশ, একত্রিশ, বত্রিশ, তেত্রিশ! কিন্তু প্রহরীদ্বয়ের দোররার উপর শক্তি প্রয়োগের নাসিকা নিঃসৃত হুহ্! হুহ্!! ধ্বনী এবং দোররার সাঁৎ! সাঁৎ!! ধ্বনী ছাপাইয়া একটানা শব্দবাণী উতরিত হইতে লাগিল হা মীম! হা মীম!! হা মীম!!! জনতার মুখেও যাইয়া এই মধুবাণী বাজিতে লাগিল হা মীম! হা মীম!! হা মীম!!!

সাত চল্লিশ, আটচল্লিশ, ঊনপঞ্চাশ, পঞ্চাশ। দোররা থামিল বটে! কিন্তু হামীম থামিল না। আবূ রাফের মুখে হামীম। জনতার মুখেও গুঞ্জরণ হামীম। আবূ রাফে ততক্ষণে জ্ঞান হারাইয়াছেন।

হাজাম আসিয়া সঙ্গাহীন আবূ রাফের মাথা মুড়াইয়া ফেলিল। মণ্ডিত মস্তকে এবং মুখমণ্ডলে কালি মাখাইয়া দেওয়া হইল। কিম্ভূত কীমাকার বিশ্রী আবূ রাফেকে দেখিয়া জনতা একের উপর অন্যে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। বালক বালিকারা সোল্লাসে করতালি বাজাইতেছে।

হাসির হুল্লোড় আর করতালির শব্দে আবূ রাফে চৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, হা-মীম্! জনতা আবার হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। কে একজন বলিয়া উঠিল হামীম মজনুন! হামীম পাগল।

বালক-বালিকারা করতালি বাজাইয়া নাচিতে লাগিল আর ছড়া কাটিতে লাগিল

হামীম মজনুন হামীম!

নাহনু লাকা নাদিম!!

হামীম পাগলা হামীম আমরা তোমার জন্য লজ্জিত।

জুলকেলার নির্দেশানুসারে আবূ রাফেকে রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দেয়া হইল। বালক-বালিকারা নাচিয়া গাহিয়া তাহাকে তাঁড়াইয়া দিয়া আসিল অনেক দূর পর্যন্ত।

শহরের উপকণ্ঠে আবূ রাফের নিবাস। তিনি রাস্তা ছাড়িয়া বিপথে যখন নিবাসে পৌঁছিলেন তখন রাত্র হইয়া গিয়াছে। দোররাঘাতে জর্জরিত শরীরে লহুর ধারা জমাট বাঁধা সর্বাঙ্গে ব্যথা। মুখে কিন্তু হামীম ধ্বনী। তিনি দোর গোড়ায় যাইয়া ডাকিলেন, শারেবী?

শারেবী শূন্য ঘরে বসিয়া ভাবিতেছে স্বামী সেই কবে মক্কায় গিয়াছেন, আজও আসিতেছেন না কেন? স্বামীর অমঙ্গল আশংকায় শারেবী জুশেরা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা রত। ঠাকুর! তুমি আমার স্বামীর অমঙ্গল করো না।

- সহসা কানে বাজিল স্বামীর কণ্ঠ, শারেবী? শারেবী প্রদীপ হস্তে ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়াই চিৎকার দিয়া উঠিল কে? কে তুমি! ভয়ে শারেবী দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

- আবূ রাফে কণ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিলেন, আমার শারেবী! আমাকে চিনলে না। আমি হামীম মজনুন। তোমার আবু রাফে।

- শারেবী আবূ রাফেকে জড়াইয়া ধরিয়া হাউমাউ করিয়া উঠিল, বিলাপ করিয়া উঠিল, ওগো! তোমার এ অবস্থা কেন! কে তোমাকে এমন করেছে।

আবূ রাফে কক্ষে প্রবেশ করিয়া খুলিয়া বলিলেন, তাহার কাহিনী। বলিলেন, এ পাপ মুল্লুকে আর নয় শারেবী। যে চরণ যে তনু, যে বদন দেখে এসেছি, যে বচন শুনে এসেছি, তার তুলনায় জুলকেলা কোন ছার! কাহতানীয়ায় কিসের আকর্ষণ? কিসের চাকরির মায়া। কি ক্ষমতা জুশেরা প্রতিমার। চল শারেবী আমরা সেই রাজীব চরণে শরণ নিতে এখনি চলে যাই।

শারেবী স্বামীর অঙ্গপ্রক্ষালন করিয়া বেদনা নাশক তৈল মালিশ করিতেছে, আর ভাবিতেছে, সত্যিই জুশেরা প্রতিমার কোন ক্ষমতা নাই। থাকিলে আমার প্রার্থনা ব্যর্থ হইত না।

স্ত্রীর হাত ধরিয়া আবূ রাফে পথে নামিলেন। এই বার আর বিপথে নয়, এইবার সোজাপথ ছিরাতুল মুস্তাকীম। ইহাই যে হামীমের পথ। পিছনে পড়িয়া রহিল বিগত জীবনের কত পথ-ঘাট, কত অলি-গলি।

এখন রাত্র হইলেও তমসা নাই, অমানিশা হইলেও অন্ধকার নাই, নির্জন হইলেও ভয় নাই। আবূ রাফের মনে হইতেছে চারিদিকে শুধু আলোময় জ্যোতির্ময়, ভয় শূন্য শান্তিময়। তাহার কর্ণকুহরে মরুর ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা সুরগুলি প্রবেশ করিতেছে হামীম হইয়া।

আবূ রাফে মক্কায় পৌঁছিয়া স্বস্ত্রীক ইসলাম গ্রহণ করিলেন, মোস্তফা চরণে নিজেদের উৎসর্গ করিলেন।

চ

জুলকেলা চিন্তা করিলেন, ব্যাপারটা ভুল হইয়া গিয়াছে। আবূ রাফেকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়াটা ঠিক হয় নাই। তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা উচিত ছিল। তিনি পরদিন সকালেই আবূ রাফেকে বন্দী করিয়া আনিবার জন্য কয়েকজন সৈনিক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তাহারা আসিয়া যখন জানাইল যে আবূ রাফে এবং তাহার স্ত্রী কাহাকেও বাড়িতে পাওয়া গেল না, কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। তখন রাগে ভুলের ক্ষোভে জুলকেলা নিজেই নিজের চুল ছিড়িতে লাগিলেন। অপদার্থটা গেল কোথায়। আবূ রাফের গোত্রগ্রামেও লোক পাঠানো হইল, কিন্তু নিষ্ফল অভিযান।

জুলকেলা ভাবিলেন আবূ রাফে তো গেছেই, গর্দভটার হাত দিয়া মক্কায় পাঠানো অর্থগুলিও গেল। ইহার কি বিহিত করা যায়। তিনি বুঝিলেন অর্থগুলি ফেরত চাওয়া যায় না, ফেরত দিবেও না। তাই বিস্তর ভাবিয়া চিন্তিয়া জুলকেলা আবু জেহেল বরাবর এই মর্মে দূত প্রেরণ করিলেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) সম্বন্ধে তাহারা কি নিষ্ক্রীয় হইয়া গিয়াছে, নাকি হাল ছাড়িয়া দিয়াছে, নাকি আরও অর্থ চাই।

আবূ জেহেল জুলকেলার কথার খুঁচাটা বুঝিতে পারিল। সে আবার কোরাইশ নেতৃবর্গ লইয়া দারুল নাদওয়ায় বসিল। সিদ্ধান্ত হইল, জুলকেলার অর্থ কাজে লাগানো হইবে, মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে আর একদফা বৈঠক করিতে হইবে।

এই মর্মে তাহারা জুলকেলার নিকট পাল্টা দূত মারফত জানাইল, আমরা আবার মুহাম্মদ (সাঃ) সঙ্গে আলোচনা করিয়া তাহাকে রত্নদ্বারা সর্বশেষ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করিয়া হইলেও অভিনব ধর্ম প্রচার হইতে বিরত করিবই। আপনার প্রদত্ত অর্থ এই কাজেই ব্যয়িত হইবে। আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নাই।

তাহারা আরও জানাইল যে আপনার তর্ক-রত্ন সাহেব স্বস্ত্রীক মক্কায় আসিয়া মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে।

বিবরণ শুনিয়া জুলকেলা যেমন আশ্বস্ত হইলেন তেমনি আবূ রাফের কথা জানিয়া মর্মাহতও হইলেন। আমার নিজের দোষেই আবূ রাফেটার এই অধঃপতন ঘটিল। তিনি আবূ জেহেলকে পাল্টা জানাইলেন, আপনাদের সিদ্ধান্তের জন্য ধন্যবাদ। আমার প্রেরিত অর্থ মুহাম্মদের (সাঃ) অভিনব ধর্ম রোধে ব্যয়িত হোক, ইহাই আমার কামনা। সেই অর্থের উপর আমার কোন দাবি নাই।... আর বিশেষ করিয়া আবূ রাফের বিচারের ভার আপনাদের উপর অর্পণ করিলাম।

কোরাইশগণ জুলকেলার অর্থ যথেচ্ছ খরচ করিবার অধিকার পাইল বটে! কিন্তু আবূ রাফেকে আর বাগে পাইল না।

আবূ জেহেল, আবূ ছুফিয়ান, আবূ লাহাব, উতবা, অলিদ, শায়বা, উম্মিয়া, কাবাপ্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে। সিদ্ধান্ত হইল মুহাম্মদকে (সাঃ) এই খানে ডাকিয়া আনা হোক তাহার সঙ্গে আজ শেষ বোঝা পড়া হইবে।

সভার পক্ষ হইতে একজন দূত মহানবীর কাছে যাইয়া বলিল, তোমার স্বজাতীয় সকলেই আমাকে তোমার কাছে প্রেরণ করেছেন, তারা তোমার সঙ্গে দু'একটা কথা বলতে চান। তারা তোমার জন্য কাবাপ্রাঙ্গণে অপেক্ষমাণ।

ভয় নাই, ভীতি নাই, কাহাকেও সঙ্গে নিবার প্রয়োজন নাই। তাহাকেই আল্লাহর নবী করিয়াছেন, দীন প্রচার তাঁহাকেই করিতে হইবে। অবহেলা করিলে চলিবে না। তাই দূত মুখে খবর পাইয়াই মহানবী কাবাপ্রাঙ্গণে কোরাইশদের সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

কোরাইশগণ আবার তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। তোমার যদি ধন-সঞ্চয়ের বাসনা থাকে তবে এখনই আমরা তোমাকে আরবের সর্বপ্রধান ধন-কুব করিয়া দিতেছি, যদি সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকে তাহাও খুলিয়া বল আমরা তোমাকে আমাদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। আর যদি রাজত্ব করিবার ইচ্ছা থাকিয়া থাকে, তবে তাহাও খুলিয়া বল আমরা তোমাকে সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া বরণ করিয়া লই। তবু তোমার প্রচার বন্ধ কর।

তাহাদের কথা শেষ হইলে মহানবী বলিলেন, ধন-দৌলত, মান-সম্মান, সিংহাসন এবং রাজ-মুকুট এ সকল তুচ্ছ পদার্থের আমার প্রয়োজন নেই। প্রকৃত কথা হল এই যে আল্লাহ সত্য ও জ্ঞানের আলো দিয়ে ইহ-পরকালের মুক্তির পথ দেখাবার জন্য আমাকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করেছেন। তার বাণী আমার নিকট এসেছে। আপনারা যদি সে বাণীকে গ্রহণ করেন, তা হলে তদ্দারা আপনারাই ইহ-পরকালে সফলতা লাভ করবেন। আর যদি আপনারা উহা অস্বীকার করেন, তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করব, আল্লাহর যা ইচ্ছে তাই হবে।

মহানবীর কথা শুনিয়া কোরাইশগণ রাগে গজগজ করিতে লাগিল। আবূ জেহেল বলিল, মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের সমস্ত কথাই আজ তোমাকে বলে দিয়েছি। অতএব সাবধান! নিশ্চিত রূপে স্মরণ রেখো আমরা আর তোমাকে এ অধর্মের কথাগুলো প্রচার করতে দেব না। দেহে প্রাণ থাকতে না। এতে হয় আমরা শেষ হব, না হয় তুমি। এই শেষ কথা।

মহানবীর দৃঢ়তা এবং কোরাইশদের প্রতিজ্ঞার কথা আবূ জেহেল যথা সময়ে জুলকেলাকে জানাইয়া দিল। জুলকেলা এই ভাবিয়া আশ্বস্ত হইলেন যে কোরাইশ তাহাদের প্রতিজ্ঞা হরফে হরফে পালন করিবে।

কোরাইশগণ তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনে ব্রতী হইল। মহানবী এবং মুসলমানদের সঙ্গে তাহারা সর্বপ্রকার লেনদেন ওঠা-সবা, চলা-ফিরা এমন কি কথা বার্তা বলা পর্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল, সামাজিক বর্জননীতি অবলম্বন করিল। মহানবী বাধ্য হইয়া মুসলমানদের লইয়া আবূ তালেবের শেব গিরি সংকটে চলিয়া গেলেন।

অতিরঞ্জিত করিয়া আবু জেহেল জুলকেলাকে জানাইল, আমরা মুহাম্মদের (সাঃ) সর্বপ্রকার প্রচারকার্য বন্ধ করিয়া দিয়াছি। সে প্রাণ ভয়ে একটি দুর্গে স্বশিষ্যে আশ্রয় লইয়াছে। আমরা বেতনভোগী লোকদ্বারা দুর্গের চারিপার্শে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিয়াছি যাহাতে সে এবং তাহার অনুসারীরা বাহিরে আসিতে না পারে। বাহির হইতে সর্বপ্রকার সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিয়াছি।

খবর শুনিয়া জুলকেলা যারপর নাই আনন্দিত হইলেন, যাক! আপদ চুকিয়াছে।

কিছুদিন পরেই কাহতানীয়ায় খবর পৌঁছিল যে মক্কার সেই মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার ধর্ম প্রচার করিবার জন্য তায়েফ গিয়াছেন, জুলকোর দুশ্চিন্তা বাড়িয়া গেল। তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, মুহাম্মদ (সাঃ) এত সহজেই বন্দীদশা হইতে মুক্তি পাইলেন কেমনে। সে তায়েফ পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সীমান্তবর্তী শহর তায়েফ। আমার রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িতে আর কতক্ষণ।

জুলকেলা কালবিলম্ব না করিয়া তাহার প্রধান সেনাপতি হারিছকে কয়েকজন দুর্ধর্ষ সৈনিকসহ তায়েফের সমাজপতি উরওয়া ইবনে মাসউদ, আব্দে য়ালিন, মাসউদ এবং হাবিবের নিকট প্রেরণ করিয়া জানাইলেন, শুনিলাম মক্কার নবী নামধারী মুহাম্মদ (সাঃ) নাকি আপনাদের শহরে আসিয়া উৎপাত শুরু করিয়াছে। তাহাকে বন্দী করিয়া আমার প্রেরিত লোকদের হাতে সমর্পণ করিবেন আমি তাহার উপযুক্ত বিচার করিব।

তায়েফ সমাজপতিগণ বড়ই আফসোস করিয়া জুলকেলাকে জানাইল, খুবই পরিতাপের বিষয় যে আপনার প্রেরিত লোক তায়েফ আসিবার দুই দিন পূর্বেই সেই নবী নামধারী লোকটি মক্কায় চলিয়া গিয়াছে। আমরা ততটুকু চিন্তা করিতে পারি নাই। তাহা না হইলে তাহাকে বন্দী করা মোটেই কঠিন কর্ম ছিল না। তবে আপনি শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে আমরা তাহাকে এমনিতে ছাড়ি নাই। ইট পাটকেল, পাথর-লুষ্ঠ মারিয়া আধমরা করিয়া সমস্ত শরীর লহু-লাল **হইয়া** তায়েফের মাটি সিক্ত হইয়াছে। সে যে শিক্ষা পাইয়া গিয়াছে তাহাতে আর কোন দিন সে তায়েফের নাম মুখে আনিবে না।

মহানবীকে বন্দী করা গেল না, ইহা শুনিয়া জুলকেলা যতটুকু মনক্ষুণ্ন হইলেন, তাহার চাইতেও বেশি খুশি হইলেন মহানবীর নির্যাতনের কথা শুনিয়া। জুলকেলা ভাবিলেন মক্কা কেন্দ্রীক মুহাম্মদ (সাঃ) যখন তাহার প্রচার চালাইবার জন্য বর্হিমুখো হইয়াছে, তবে বলা যায় না যে কোন সময় সে আমার রাজ্যেও ঢুকিয়া পড়িতে পারে।

তাই হুঁশিয়ার জুলকেলা তাহার সীমান্তবর্তী এলাকায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন যেন মহানবী তাহার রাজ্যে ঢুকিতে না পারে।

ছ

আজ ইয়াওমুল আছনাম বা একটি প্রতিমা দিবস। জুলকেলা সাড়ম্বরে সিংহাসনে সমাসীন। রোবাইয়াও স্বামী পাশে বসিয়া। লোকজন দলে দলে আসিয়া প্রথামত গড়প্রণাম করিয়া সাধ্যমত নজরানা দিয়া সম্রাট-সম্রাজ্ঞীকে মাল্যভূষিত করিতেছে। স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল নজরানার দ্রব্যাদি। মন্দিরেও চলিয়াছে জুশেরা জুলকেলার বেদিমূলে গড়প্রণাম, মাল্যদান।

পূজা সাঙ্গ করিয়া প্রচুর ভুরিভোজনে তৃপ্ত হইয়া জনসাধারণ সম্রাটের গুণ কীর্তনে পঞ্চমুখ হইল। শুধু রাজধানীতেই নয় সাড়ম্বরে দিবসটি পালিত হইল রাজ্যের সর্বত্র।

বিকালে রাজধানীতে শুরু হইল শারীরিক কসরতের মহড়া, মল্ল-যুদ্ধ, কাব্যপ্রতিযোগিতা, ঘোড় দৌড়, বাণ-বর্শা নিক্ষেপ। বিজয়ীদেরকে জুলকেলা নিজ হাতে করিলেন আশাতীত পুরস্কার প্রদান।

সন্ধ্যার পর শুরু হইল গান-বাজনা আর নৃত্যানুষ্ঠান। চন্দ্রিমাতে বিধৌত হইতেছে কাহতানীয়ার মরু তেপান্তর, স্নাত হইতেছে জাবালে কোরার কৃষ্ণ গাত্র। চন্দ্রালোক পিয়াসী কাহতানীয়ার নর-নারীর উষ্ণে শোনিতে নাচিয়া উঠিল আদিম নিশা। বালক-বালিকারা আনন্দে শুরু করিল হই-হুল্লোড় লাফালাফি। নৃত্য তালে মাতিয়া উঠিয়াছে নর্তকীরা খোলা মঞ্চে জুলকেলা উপবিষ্ট সাথে রোবাইয়া। যথা মর্যাদানুযায়ী পরিষদবর্গ সমাসীন। সাফীয়া করিতেছে পানীয় পরিবেশন।

জুলকেলা রোবাইয়া এবং জুশেরা ঠাকুরের স্তুতি গাহিয়া আজকের অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হইল। তারপর শুরু হইল অশ্লীল প্রেমসংগীত। মুহুমুহ করতালি এবং হুল্লোড়ে প্রকম্পিত হইতে লাগিল কাহতানীয়ার আকাশ-বাতাস। খান খান হইতে লাগিল রাত্রির নীরবতা।

হঠাৎ কি হইল। প্রাণভয়ে ভীত নরনারী ছেলে-মেয়ে যে যে দিকে পারিল ছুটিয়া পালাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। কিসের গান, কিসের নাচ, সকলের মুখেই একই চিৎকার।

কাদ শাককাল কামার! কাদ শাক্কাল কামার! চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে! চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। চিৎকার শুনিয়া জুলকেলা এবং অন্যান্য সকলে আকাশ পানে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন নীলাকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। তাই দেখিয়া প্রাণ ভয়ে ভীত জনতা এক অজানা আতংকে চিৎকার করিতে করিতে যে যে দিকে পথ পাইতেছে সে সেই দিকেই ছুটিয়া পালাইতেছে। আকাশের চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হয় এমন অভাবনীয় কাণ্ড কে কবে দেখিয়াছে? তাই, জনতার ভয় পাওয়াটা বিচিত্র কিছু নয়।

চন্দ্রের দ্বি-খণ্ডন অবস্থাটা কে প্রথম দেখিয়াছিল তাহা জানা গেল না বটে। কিন্তু চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত, এমন অভূতপূর্বকাণ্ড দেখিয়া জুলকেলা এবং অন্যান্যরাও প্রথমে ভরকাইয়া গেল। মহাপ্রলয় কি এখনই শুরু হইবে?

দেখিতে দেখিতে দ্বি-খণ্ডিত চাঁদ আবার একত্রে মিলিয়া গেল। কি আশ্চর্য। হয়ত অনেকেই ব্যাপারটা লক্ষ্যই করে নাই। যাহারা এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহারা কি ইহা বিশ্বাস করিবে? নিজ চোখে না দেখিলে জুলকেলাও ইহা বিশ্বাস করিতেন না বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, জুলকেলা তৎক্ষাণাৎ তাহার রাজ জ্যোতিষকে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার কারণ এবং ফলাফল গুণিয়া বাহির করিবার নির্দেশ দিয়া অন্তপুরে গমন করিলেন।

পরের দিন যথারীতি দরবার বসিলে জুলকেলা জ্যোতিষকে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার কারণ এবং ফলাফল ব্যক্ত করিবার নির্দেশ দিলেন।

জ্যোতিষী বলিল, জনাবে আলা! মক্কা শহরে যে লোকটি নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করেছেন তিনি মক্কাবাসীর এক প্রশ্নের জবাবে তাঁর নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ গতরাত্রে অঙ্গুলির ইশারায় চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করে দেখিয়েছেন। ফলাফলে পাওয়া গেল দ্বি-খণ্ডিত চন্দ্র পুনরায় একত্রে মিলে গেছে। গণনায় এর বেশি ফলাফল পাওয়া গেল না।

জ্যোতিষীর কথা শুনিয়া জুলকেলার মনে নানা প্রকার জিজ্ঞাসা ঘুরপাক খাইতে লাগিল। লোকটি যদি আল্লাহর নবী নাই-ই হইবে তবে পৃথিবীতে বসিয়া আকাশের চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করিল কেমন করিয়া। আর যদি নবী-ই হইবে তবে তায়েফবাসী তাহাকে হটাইয়া নগর হইতে বাহির করিয়া দিল, অথচ তাহাদের উপর আল্লাহর গজব া আসিল না কেন?

অনেক চিন্তা ভাবনা করিয়া জুলকেলা সঠিক তথ্য এবং বিস্তারিত বিবরণ জানিবার জন্য তাহার একজন সভাষদকে মক্কায় আবূ জেহেলের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। সভাষদটি মক্কায় পৌঁছিয়া সরাসরি আবূ জেহেলের সঙ্গে দেখা করিল এবং চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল।

আবূ জেহেল সভাষদকে বুঝাইয়া বলিল, মুহাম্মদ (সাঃ) একজন মস্ত বড় জাদুকর। জাদুর প্রভাবেই সে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করেছে। শুধু তাই নয়, তার জাদু মন্ত্রের এমনি প্রভাব যে খুব সহজেই তা শ্রবণকারীর সুঅনুভূতিগুলি বিলুপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে শ্রবণকারী তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মমত গ্রহণ করে ফেলে এবং দেব দেবীর নিন্দা করতে থাকে। আপনি যদি মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তবে আপনাকেও সে মন্ত্রতাড়িত করে ফেলবে।

আবূ জেহেলের কথা শুনিয়া সভাষদটি খুবই ভয় পাইয়া গেল এবং সেই দিনই সে মক্কা ত্যাগ করিল। কাহাতানীয়ায় পৌঁছিয়া সে আবূ জেহেলের কথাগুলি জুলকেলাকে শুনাইল।

সভাষদের মুখে এতটুকু শুনিয়া জুলকেলা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। আরও বিস্তারিত তথ্য জানা দরকার। এই মানসে জুলকেলা তাহার সভাকবি তোফায়েল ইবনে আমেরকে মক্কায় প্রেরণ করিলেন। ইনি ছিলেন জুলকেলার শ্বশুর গোত্র বনি আজদ কবিলার দাউছ গোত্রের লোক। কবি হিসাবে সারা আরবে ছিল তাহার খ্যাতি।

তোফায়েল মক্কায় পৌঁছিয়া কোরাইশ দলপতিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহার আগমনের কারণ খুলিয়া বলিলেন।

কোরাইশগণ তাহাকে সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা জানাইল। আবূ জেহেল তাহাকে সাবধান করিয়া বলিল, মুহাম্মদ (সাঃ) অতি ভয়ংকর লোক। এমন জাদুকর আর হয় না। তাহার কথা শোনামাত্রই মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, সে জাদুর প্রভাবেই চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত করেছিল। এ লোকটি তার জাদুমন্ত্রের দ্বারাই আমাদের মধ্যে বিভেদ

সৃষ্টি করেছে। সে লোকদেরকে আমাদের পিতৃ পিতামহাদির সনাতন ধর্ম হতে দূরে সরিয়ে ভ্রষ্ট করে ফেলেছে। বহু লোককে আত্মীয়স্বজন হতে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। দেব-দেবীকে অসার বলে প্রচার করছে।

আপনি একজন সম্মানিত কবি এবং আমাদের মেহমান। কাজেই সতর্ক করে দিলাম। যে কয়দিন মক্কায় থাকবেন খুব সতর্ক হয়ে চলবেন।

আবূ জেহেলের কথাগুলি তোফায়েলের মনে এমন প্রভাব বিস্তার করিল যে তিনি সদাসর্বদা অতি সাবধান সতর্কতার সহিত চলাফিরা করিতে লাগিলেন, যাহাতে কোন অবস্থাতেই মহানবীর সম্মুখে পড়িয়া যাইতে না হয়। কিংবা তাহার কোন কথাই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে।

একদা প্রত্যুষে কাবাপ্রাঙ্গণে যাইয়া তোফায়েল দেখিলেন একজন অতি সুদর্শন ব্যক্তি মাকামে ইব্রাহীমে বিনা জিগড়ে বন্দীর মত হাতবাঁধা অবস্থায় দাঁড়াইয়া কোন মহাশাহেনশাহের মকামে যেন কি নিবেদন করিতেছেন। তাহার মুখ নিঃসৃত কয়েকটি বাণী তোফায়েলের কর্ণে প্রবেশ করিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তোফায়েল জানিতে পারিলেন ইনিই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তখন নিজের প্রতিই তোফায়েলের ধিক্কার আসিল। আমি একজন সাহিত্যিক, আমি একজন কবি। ভাল-মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার রহিয়াছে। আমি ইহাকে ভয় পাইতেছি কেন। ইহার কথার মধ্যে যদি ভাল কিছু থাকে, তবে গ্রহণীয় হইবে। আর যদি জাদুমন্ত্র হয় তবে আমি বুঝিতে পারিব। তখন চলিয়া গেলেই হইবে। তাহার শ্লোকগুলিতো আমার শ্লোক হইতেও উত্তম মনে হইল।

মহানবীর মুখনিঃসৃত বাণী শুনিবার জন্য তোফায়েল আরও কিছু অগ্রসর হইলেন। যতই শুনেন ততই তাহার মনে শত প্রশ্ন জাগিয়া উঠে। এইসব কেমন কাব্য! কোন দেব-দেবীর প্রসঙ্গ নাই, প্রেমিকার প্রতি আত্মনিবেদন নাই, প্রেমিকার রূপ গুণের বর্ণনা নাই, শরাব পানের উল্লেখ নাই, বংশ গৌরবের বাখানি নাই, অশ্ব-উষ্ট্রের ছুটাছুটি নাই। এইসব কাহার রচনা। মুহাম্মদ (সাঃ) এমন সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারেন? আর এই যে নিবেদন, প্রণতি, ইহা তো কোন দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে হইতেই পারে না।

মহানবী নামায শেষ করিয়া স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন। তোফায়েলও সঙ্গে সঙ্গে মহানবীর আবাসে পৌঁছিয়া তাহার মক্কা আগমনের কারণ কোরাইশদের সমস্ত কথা এবং অদ্যকার ঘটনা বর্ণনা করিয়া মহানবীর বক্তব্য শুনিতে চাহিলেন।

মহানবী তোফায়েলকে ইসলামের শিক্ষা ও কর্তব্য বিশদভাবে বুঝাইয়া দিলেন এবং কিছু আয়াতে কারীমাও পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

তোফায়েল তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিয়া বলিলেন, হযরতে আলা! স্বদেশে আমার সমাজে আমার বেশ প্রভাব আছে। যদি অনুমতি দিন তাহলে আমি স্বদেশে যেয়ে আমার স্বগোত্রীয়দের মাঝে আল্লাহর দীন প্রচার করি। মহানবী সানন্দে তাহাকে অনুমতি দিলেন।

তোফায়েল আর কোরাইশদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া অতি সঙ্গোপনে মক্কা ত্যাগ করিলেন।

আবূ রাফের পরিণতির কথা তোফায়েলের স্মরণ আছে। তাই সতর্ক হইলেন। তিনি কাহতানীয়া পৌঁছিয়া জুলকেলাকে বলিলেন, মক্কার কোরাইশ সর্দারগণ বললেন, মুহাম্মদ (সাঃ) নাকি জাদুমন্ত্রের জোরেই চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করেছেন।

এমন জবাবে জুলকেলা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, তুমি কি মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে দেখা করনি?

- তোফায়েল বলিলেন, হ্যাঁ, দেখা করেছি কথাও বলেছি, কিন্তু তাকে জাদুকর বলে মনে হল না। হলে বুঝতে পারতাম।

- জুলকেলার বিস্ময়। তবে চাঁদ দ্বি-খণ্ডিত হল কেমন করে?

তোফায়েল পাশ কাটাইয়া বলিলেন, সেই তো কথা জনাবে আলা! তা কেমন করে হল!

- জুলকেলা ডান হাতের তালুতে মাথা রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া তোফায়েলের কথাগুলি ভাবিতেছেন। মনে হইল তোফায়েলের কথাগুলি কেমন যেন পাশ কাটানোর উত্তর। তোফায়েলের প্রতি তাহার সন্দেহ হইল। না! তোফায়েলকে ছাড়া যায় না। তাহাকে বন্দী করিতে হইবে। তিনি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখেন, কক্ষ শূন্য। তোফায়েল কখন যেন চলিয়া গিয়াছে। তোফায়েলকে বন্দী করিবার জন্য জুলকেলা তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তোফায়েলকে আর কাহতানীয়ায় খুঁজিয়া পাওয়া গেল না।

তোফায়েল সেই দিনই কাহতানীয়া ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। ইতিহাসপাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, তোফায়েল প্রথমেই পিতাকে বুঝাইয়া ইসলামে দিক্ষিত করিলেন। কিন্তু বাকিয়া বসিলেন তাহারই সহধর্মিনী। তিনি বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করলে আমার এ শিশুটির কি উপায় হবে? জুশেরা ঠাকুর এবং জুলকেলা ঠাকুরের অভিশম্পাতে শিশুটি অকালে প্রাণ হারাবে যে।

তোফায়েল স্ত্রীকে অনেক বুঝাইলেন যে পাথরের মূর্তির কোন ক্ষমতাই নাই। শেষ পর্যন্ত তিনিও ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

তোফায়েলের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং প্রচারণার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই দাউছ গোত্রের প্রায় সকলেই (কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দুইশত জন) ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন।)

দাউছ গোত্রের মন্দির হইতে তোফায়েল জুলকেলা এবং জুশেরা ঠাকুরসহ অন্যান্য বিগ্রহগুলি ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া সরাইয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপারে এমন সতর্কতা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা হইল যে প্রথমবস্থায় জুলকেলা ইহা জানিতেই পারিলেন না।

জ

তোফায়েলের অন্তর্ধানের কয়েকদিন পরেই আবূ জেহেলের বিশেষ দূত হিসাবে আমর ইবনুল আছ জুলকেলার দরবারে উপস্থিত হইল। আমরের আগমনে জুলকেলা যারপর নাই আনন্দিত হইয়া তাহাকে জানাইলেন আন্তরিক অভ্যর্থনা।

জুলকেলার প্রশ্নের উত্তরে আমর বলিল, মুহাম্মদ (সাঃ) যথার্থই একজন জাদুকর। জাদুমন্ত্রের জোরেই সে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করেছে, মানুষকে মোহিত করে ভ্রষ্ট করছে। আমরা পরে জানতে পেরেছি যে আপনার প্রেরিত দূত এবং সভাকবি তোফায়েল কাবা প্রাঙ্গণে মুহাম্মদের (সাঃ) মন্ত্র শুনে এমনভাবে মোহিত হয়ে পড়ে যে সে মুহাম্মাদের (সাঃ) পিছনে পিছনে পোষা ভেড়ার মত তার বাড়িতে যেয়ে উপস্থিত হয়, এবং তার ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়ে আসে।

জুলকেলা বলিলেন, সেটা আমি অনুমান করেই তাকে বন্দী করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে।

আমর বলিল আমি একটি বিশেষ প্রস্তাব নিয়েই আপনার কাছে এসেছি, আশা করি আপনার সাহায্য পাব।

জুলকেলা খুশি হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই আপনার প্রস্তাব আমি বিবেচনা করব। বলুন! আপনার প্রস্তাবটি কি?

আমর বলিল, আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক এবং গুণিন ওঝা আপনার দরবারের গুণরত্ন জেমাদকে আমার সঙ্গে মক্কায় প্রেরণ করার জন্য আমাদের কোরাইশ নেতৃবর্গ আমাকে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। তিনি মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা মুহাম্মদের (সাঃ) জাদু শক্তি নষ্ট করে দিবেন এবং তার কাঁধে যে ভূত চেপেছে সেটাকে দূর করে দিবেন।

বলা বাহুল্য, সেই দিনই জুলকেলা জেমাদ গুণরত্নকে মহানবীর ভূত ছাড়াইবার জন্য আমরের সঙ্গে মক্কায় প্রেরণ করিলেন এবং জেমাদকে বলিয়া দিলেন, যদি মুহাম্মদের ভূত ছাড়াতে পার, তবে হাজার দীনার পুরস্কার পাবে।

জেমাদ বলিয়া গেল, জুশেরা ঠাকুরের আর্শিবাদে মুহাম্মদের ভূত তো ছাড়াবই, তাকেও মন্ত্রপূত করে সুর সুরে করে আপনার দরবারে হাজির করব। জুলকেলা আনন্দে জেমাদের পিঠ চাপড়াইয়া দিলেন।

জেমাদ মক্কায় পৌঁছিলে কোরাইশ নেতৃবর্গ তাহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিল। কয়েকদিন পর্যন্ত জেমাদ আবূ জেহেল, আবূ ছুফিয়ান উতবা, অলিদ প্রমুখ নেতৃবর্গের বাড়িতে মেহমান হইয়া ভুড়ি ভোজনে তৃপ্ত হইল এবং বিভিন্ন প্রকার মন্ত্রের খেলা ও হাত সাফাই দেখাইয়া সকলকে তাক লাগাইয়া ফেলিল। সে আস্ফালন করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল আমার মন্ত্রের জোরে কত জীন-ভূত যে আরব জাহান ছেড়ে পালিয়েছে, তার হিসাব নেই। মুহাম্মদ (সাঃ) তো দূরের কথা,

তার চৌদ্দপুরুষের ভূতকে ছাড়াতে পারি। জুশেরা ঠাকুরের ইচ্ছায় আমি মুহাম্মদের (সাঃ) বাপ-মাকেও কবর থেকে টেনে তুলতে পারি।

কোরাইশগণ করতালি বাজাইয়া বগল বাজাইয়া জেমাদকে বাহবা জানাইল এবং বলিল, যদি আপনি মুহাম্মদের (সাঃ) ভূত ছাড়াতে পারেন, তবে আপনাকে একশত লাল উষ্ট্র পুরস্কার দেয়া হবে।

ভূত ছাড়াইবার জন্য জেমাদ মহানবীর নিকট রওনা হইল। আর ফলাফল জানিবার জন্য কোরাইশগণ কাবা প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল।

জেমাদ মহানবীর সকাশে পৌঁছিয়া বলিতে লাগিল, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! আমি তোমার ভূত ছাড়াবার জন্য এসেছি, তুমি একটু স্থির হয়ে বস, আমি মন্ত্র পড়তে আরম্ভ করছি। জেমাদ মহানবীকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রয়োজনও মনে করিল না।

জেমাদের বেয়াদবি, ধৃষ্টতা এবং হাস্যকর উক্তি শুনিয়া একটু হাসিলেন মাত্র। বলিলেন, বেশ তো তা হবে ক্ষণ! তবে আগে আমার কিছু কথা শুনে নাও। এই বলিয়া মহানবী তাঁহার চির অভ্যাসমত পাঠ করিতে লাগিলেন।

আলহামদু লিল্লাহ! আলহামদু লিল্লাহে নাহমাদুহু ওয়া নাসতাইনুহু ওয়া নাসতাগ ফিরুহু, ওয়া নুয়মেনুবিহী, ওয়ানা তাওয়াক্কালু আলাইহি। ওয়া নাউজু বিল্লাহে মিন শুরুরী আনফুসিনা, ওয়া মিন সাইয়াআতি আমালিনা। মাই ইয়াহদি য়াল্লাহু, ফালা মুদিল্লালাহু, ওয়া মাই ইউদলিলহু ফালা হাদীয়া লাহ।

মহানবীর এই ভূমিকাটুকু শেষ হইতে না হইতেই জেমাদের সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র লম্ফ-ঝম্ফ কর্পূরের মত কোথায় মিলাইয়া গেল। সে এইবার বিনম্রভাবে মহানবীকে আপনি সম্বোধন করিয়া আগ্রহের সহিত বলিল, এটুকু আবার পড়ুন তো শুনি।

মহানবী আবার সুললিত কণ্ঠে খুতবাটুকু পাঠ করিলেন। জেমাদের অনুরোধে মহানবী এই অংশটুকু কয়েকবার পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইলেন।

জেমাদ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন, মন্ত্রসিদ্ধ গুণিন, তান্ত্রিক, জাদুকর জীবনে অনেক দেখেছি, আরবের বিখ্যাত কবিদের অনেক কাব্য শুনেছি, কিন্তু এমনটি আর কোথাও দেখিনি, কোথাও শুনিনি। এ যে মহাকালের মত বিস্তৃত, সমুদ্রের ন্যায় বিশাল, মহাপারাবারের মত গভীর, অফুরন্ত মণি-মুক্তার এক সীমাহীন আকর।

জেমাদ সর্বহারা কাঙ্গালেল মত, যুগ যুগ ধরিয়া বুভুক্ষার মত, মরুপ্রান্তরের তৃষ্ণার্তের মত প্রার্থনার সুরে বলিলেন, হযরত কর প্রসারণ করুন, আমাকে আলোর পথ দেখান, আপনার পবিত্র হস্ত ধরে আমাকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিন। আমি মুসলমান।

মহানবী জেমাদকে ইসলামে দিক্ষীত করিলেন। জেমাদ আরও কিছু সময় মহানবীর মুখনিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয়মন তৃপ্ত করিলেন এবং ইসলামের

সৌন্দর্য ও অনুশীলন সম্বন্ধেও তথ্য জানিয়া লইলেন। মহানবীর সান্নিধ্য হইতে তাহার মন কিছুতেই সরিতে চাহে না, কিন্তু উঠিতেই হয়।

জেমাদ বলিলেন, হযরত! আমি জুলকেলার দরবার হতে বিদায় নিয়ে অতিসত্বর আপনার চরণের স্মরণ নিতে চলে আসব। আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।

মহানবীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া জেমাদ কাবা প্রাঙ্গণে যাইতেই শত মুখে প্রশ্ন হইল কি করিয়া আসিলেন জনাব।

জেমাদ তাহার দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া বলিলেন, আরব সাগরের মহা কল্লোলকে সমগ্র আরব মরুর বালিরাশি দ্বারা রোধ করবে কেমন করে।

এই বলিয়া ইংগীত করা মাত্র অশ্ব দ্রুত গতিতে কাহতানীয়া অভিমুখে ধাবিত হইল।

কোরাইশ নেতৃবর্গ ধাবমান অশ্বের দিকে বোকার মত তাকাইয়া রহিল। কি করিতে গিয়া জেমাদ কি করিয়া আসিল, আর কিই বা বলিয়া গেল, তাহা বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই জেমাদের অশ্ব দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।

সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া আবূ জেহেল বলিল, বুঝলে কিছু? জেমাদ মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম গ্রহণ করে আমাদেরকে বোকা বানিয়ে চলে গেছে।

বুদ্ধিধর আবূ জেহেল কালবিলম্ব না করিয়া এক দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে জুলকেলার উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া বলিল, তুমি দিবারাত্রি অবিরাম চলে জেমাদের পূর্বেই জুলকেলার নিকট পৌঁছুবে এবং তাকে বলবে যে আপনার গুণরত্ন মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম গ্রহণ করে আমাদের সঙ্গে দেখা না করেই পালিয়েছে।

জেমাদ চলিতেছেন আর ভাবিতেছেন, আমি আজ মহারাজাধিরাজ। আমি যাহা পাইয়াছি তাহা এক রত্নখনি। মহাসত্য। এই রত্নখনি একা আঁকড়াইয়া থাকিলে চলিবে না, এই মহাসত্য বুকে চাপাইয়া রাখা যাইবে না। ইহার ভাগ রোবাইয়াকে দিতেই হইবে, এই সত্য তাহাকে শুনাইতেই হইবে।

জেমাদ ছিলেন জুলকেলার শ্বশুর কবিলা বনি আজদ গোত্রের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ইতিহাসে তিনি জেমাদ ইবনে হালা বা ইবনে হালা বলিয়াই সমধিক পরিচিত। সম্পর্কে তিনি ছিলেন জুলকেলা পত্নী রোবাইয়ার দুধ ভাই। ছোট বোন হিসাবে জেমাদ রোবাইয়াকে খুবই ভালবাসিতেন। রোবাইয়াও ছিলেন ভাই বলিতে অজ্ঞান। এই কারণে জেমাদ ছিলেন জুলকেলারও প্রিয়পাত্র। অন্তপুরে ছিল জেমাদের অবাধগতি। তাই জেমাদ ভাবিতেছিলেন ছোট বোনটিকেও এই মহাসত্যের সন্ধান দিতে হইবে।

পথে রাত্রি হইয়া যাওয়ায় হেমর রাজ্য সীমান্তে একটি সরাইখানায় জেমাদ রাত্রি যাপন করিলেন। আর এই সুযোগে আবূ জেহেলের প্রেরিত দূত জেমাদকে পিছনে ফেলিয়া অবিরাম গতিতে জেমাদের একদিন পূর্বেই কাহতানীয়ায় পৌঁছিয়া আবু

জেহেলের শিখানো কথাগুলি জুলকেলাকে বলিয়া দিল। জুলকেলা দূতের বিশ্রামাদীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া মনে মনে বলিলেন, এইবার বোঝা যাইবে।

জেমাদ পরের দিন সন্ধ্যাকালে যখন কাহতানীয়ায় পৌঁছিলেন তখন জুলকেলা ছিলেন মন্দিরে। এই অবসরে জেমাদ রোবাইয়ার সঙ্গে দেখা করিয়া মহানবীর সঙ্গে তাহার যেসব কথাবার্তা হইয়াছিল সবই বলিলেন, ভূমিকাটুকুও পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

জেমাদ ভূমিকাটুকু পাঠ করিতেছেন, আর রোবাইয়া 'থ' হইয়া জেমাদের মুখের দিকে চাতকীর মত তাকাইয়া ভাবিতেছে, একি শুনিতেছি। ইসলামিক কাব্য এমন শ্লীল? এমন অপূর্ব? রোবাইয়ার ইচ্ছানুযায়ী জেমাদকে ভূমিকাটুকু কয়েকবার পাঠ করিতে হইল।

জেমাদ তাহার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন না করিয়া রোবাইয়াকেও সত্য গ্রহণে আহ্বান জানাইলেন। রোবাইয়াকে শুনাইলেন ইসলামের বিভিন্ন কথা। শুনাইলেন কোরআন পাঠ করিয়া। রোবাইয়া আনত আননে সবই শুনিল বটে! কিন্তু কোন উত্তর করিল না।

রাত্রেই জেমাদ জুলকেলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। জুলকেলা নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করিলেন কি করে এলে জেমাদ।

জেমাদ বলিলেন, ভূত আর নেই। কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেছে জনাবে আলা।

জুলকেলা কোন উত্তর না করিয়া শুধু দুইবার করতালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন প্রহরী আসিয়া কুর্নিশ করিয়া দাঁড়াইল। জুলকেলা বলিলেন, জেমাদকে কারাগারে নিয়ে যাও। বুকে পাথর চাপা দিয়ে হাত-পা বেঁধে রাখবে। দৈনিক একটি মাত্র খেজুর এবং এক পেয়ালা লবণ মিশ্রিত পানি খেতে দিবে।

প্রহরীদ্বয় জেমাদকে লইয়া বাহির হইয়া গেল। জেমাদ বন্দী হইলেন জুলকেলার কারাগারে।

রোবাইয়ার কাছে খবর পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। খবর শুনিয়া রোবাইয়া স্থাণুর মত হইয়া গেল। তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল কোন সুদূরের কুহেলিকায়। কানে বাজিতে লাগিল সেই ভূমিকার গুঞ্জরন, কোরআনের ঝংকার। মনে ঘুরিয়া ফিরিয়া বাজে সেই একই সুরের রুম ঝুম। কল্পনার দৃষ্টিতে ভাসিয়া উঠে অচেনা অজানা একজনের কল্পিত কায়া। কেমন তিনি।

ঝ

জুলকেলা ভাবিয়া কুল কিনারা পাইতেছেন না, আবু রাফে, তোফায়েল, জেমাদ যাহাকেই মক্কায় পাঠাইলাম, সেই মুহাম্মদের (সাঃ) কথায় ভুলিয়া গেল কেন? যেই যায় তাহাকেই মুহাম্মদ (সাঃ) মন্ত্রপুত করিয়া ফেলে। অথচ কোরাইশদের জ্ঞানী-গুণী সর্দারগণ মুহাম্মদের (সাঃ) কথায় মুগ্ধ হয় না। তাহারা কি কম বুঝেন? কই? মুহাম্মদ (সাঃ) তো তাহাদিগকে মন্ত্রপুত করিতে পারে নাই। আবার ভাবেন, হোক

গে যাচ্ছে তাই। তাহাতে আমার কি? মুহাম্মদ (সাঃ) তো আর আমার রাজ্যে আসিয়া কাহাকেও জোর করিয়া ধর্মান্তরিত করিতেছে না। কোরাইশদের কথায় অনর্থক আমি আমার সেরা লোকগুলিকে মক্কায় পাঠাইয়া ভ্রষ্ট করিলাম। কিন্তু ইহারাই বা কেন মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম ত্যাগ করিল, এই কারণে ইহাদের শাস্তি বিধান করিতে হইবে। জেমাদকে প্রাণদণ্ড দিব, আত্মীয় বলিয়া ক্ষমা করিব না। তোফায়েলকেও খুঁজিয়া আনিয়া কতল করিব, তবেই ল্যাঠা চুকিয়া যাইবে। আমার প্রতীমা পার্বণ চলিতেই থাকিবে।

এরি মধ্যে একদিন আবু জেহেলের একজন বিশেষ দূত জুলকেলার দরবারে আসিয়া পৌঁছিল। আবু জেহেল পত্র মারফত জুলকেলাকে জানাইয়াছে, আর কোন চিন্তা করিবেন না। মুহাম্মদকে (সাঃ) আমরা মক্কা হইতে তাড়াইয়া দিয়াছি প্রাণ -ভয়ে ভীত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য রাত্রির অন্ধকারে সদলবলে মক্কা হইতে পালাইয়া গিয়া সুদূর ইয়াছরেবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

ইহা শুনিয়া জুলকেলা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাহা হইলে আপদ অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। আর ভাবনা নাই। তিনি ঘোষণা করিলেন আগামী কল্য এক প্রহরের সময় জেমাদকে বধ্যভূমিতে শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হইবে।

ঘোষণা শুনিয়া রোবাইয়া কাঁদিয়া আঁচল ভিজাইলেন। নীরবে প্রার্থনা করিলেন, ইয়া আল্লাহ! আমি তোমার নবীর কথা শুনিয়াছি, তোমার বাণী শুনিয়াছি, আমি তোমার নবীতে এবং বাণীতে বিমুগ্ধ। আমার বিশ্বাস আছে, সবই তুমি করিতে পার। তোমার শাহী দরবারে আমার আকুল প্রার্থনা, তুমি আমার ভাইয়ের জীবন রক্ষা কর। তাহার জীবন রক্ষার উপায় কর।

পরের দিন যথাসময়ে বধ্যভূমিতে বধ্যমঞ্চ স্থাপন করা হইল। তামাশা দেখিবার জন্য দলে দলে লোকজন আসিতেছে। জেমাদকে বধ্যভূমিতে আনিবার জন্য কারাগারে লোক পাঠানো হইল।

এমন সময় ঘটিল আর এক কাণ্ড। বনি আজদ গোত্রের জুলকেলার একজন রাজকর্মচারী ছুটি কাটাইয়া দাউছ গোত্রের বস্তি হইয়া কাহতানীয়া ফিরিবার পথে দেখিল পথিপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে জুশেরা ঠাকুরের একটি ভাঙ্গা হাত, খণ্ডিত মস্তক আর জুলকেলার ভাঙ্গা একটি পা মুখমণ্ডলের খানিকটা।

রাজভক্ত কর্মচারী সেইগুলি কুড়াইয়া লইয়া আসিল এবং কজুলকেলার সম্মুখে হাজির করিল। আর যায় কোথায়, জুশেরা ঠাকুর এবং তাহার নিজের মূর্তির এই হাল দেখিয়া জুলকেলার মাথায় খুন চড়িয়া গেল। ইহা যে তোফায়েলের কাণ্ড ইহাতে তাহার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

তিনি আবার পাল্টা ঘোষণা করিলেন, জেমাদকে আবার কারাগারে বন্দী করিয়া রাখা হউক। দেবতা লাঞ্ছনাকারী তোফায়েলকেও বন্দী করিয়া আনিয়া দুই ধর্মদ্রোহীকে একই সাথে শূলে চড়ানো হইবে।

আর কাহাকেও বিশ্বাস নাই। তাই নগরের শাসনভার প্রধান উজির ইয়াছিরের উপর অর্পণ করিয়া জুলকেলা নিজেই দুইশত সৈন্য লইয়া তোফায়েলকে বন্দী করিবার জন্য দাউছ গোত্রের আবাসভূমি অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তোফায়েলের প্রচারে দাউছ গোত্রের ৬০টি পরিবার ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারা সর্বদাই তাহাদের ইসলাম গোপন করিয়া চলিতেছিলেন বিধায় ইহাদের আসল খবর গোত্রের অন্যান্য লোকেরা জানিত না।

দুইজন দাউছীয় মুসলমান কার্যোপলক্ষে কাহতানীয়ায় আসিয়াছিলেন। তাহারাও জেমাদের মৃত্যুদণ্ড দেখিবার জন্য বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইয়া কায়মনোবাক্যে আল্লাহর দরবারে জেমাদের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন।

হঠাৎ জুলকেলার মত পরিবর্তনে তাহারা মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিলেন। কিন্তু যখন শুনিলেন যে তোফায়েলকে বন্দী করিবার জন্য জুলকেলা নিজেই দাউছীয়ায় যাত্রা করিতেছেন, তখন তাহারা তাহাদের কর্তব্য নিরূপণ করিয়া ফেলিলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া তাহারা দ্রুতগামী অশ্বারোহণে জুলকেলার দুইদিন পূর্বেই দাউছীয়ায় পৌঁছিয়া তোফায়েলকে কাহতানীয়ার সমস্ত বিবরণ খুলিয়া বলিলেন। মহল্লার সবাই তোফায়েলকে পরামর্শ দিলেন পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে।

কিন্তু তোফায়েল বলিলেন, তা হয় না, ভাইসব। আমি একা প্রাণরক্ষা করব? আর আপনারা জুলকেলার কোপানলে দগ্ধ হবেন, তা হতেই পারে না। আমি খবর পেয়েছি, মহানবী মক্কার সমস্ত নির্যাতিত মুসলমানদের নিয়ে ইয়াছরেবে হিজরত করেছেন। ইয়াছরেববাসী আনন্দে আত্মহারা হয়ে মহানবীকে এবং সমস্ত মুসলমানদের নিজেদের আবাসে ঠাঁই দিয়ে আনছার নামে ধন্য হয়েছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের অগণিত নির্যাতিত মুসলমান ইয়াছরেবে আশ্রয় নিচ্ছেন।

আরও শুনলাম ইয়াছরেববাসী মহানবীর সম্মানার্থে ইয়াছরেবের নামকরণ করেছেন 'মদীনাতুন নবী' বা নবীর শহর বলে। এখন তাহা শুধু মদীনা নামেই অভিহিত হচ্ছে।

কাজেই আমার অভিমত, আমরা দাউছীয়ার সমস্ত মুসলমান মদীনায় মহানবীর আশ্রয়ে চলে যাই। এতে আমরা জুলকেলার নির্যাতন হতেও রক্ষা পাব দীন শিক্ষারও হবে সুবিধে।

সর্বসম্মতিক্রমে মদীনা চলিয়া যাওয়াই সিদ্ধান্ত হইল। মোট-গাঁট বাঁধাছাধা শেষ করিয়া রাত্রির অন্ধকারেই দাউছীয়ার ৬০টি মুসলিম পরিবার দীনের মহব্বতে আল্লাহর নামে ভরসা করিয়া মদীনার উদ্দেশে গৃহত্যাগ করিলেন। তাহারা জাবালে কোয়াকে আড়াল রচনা করিয়া বন-জঙ্গলের পথে লোহিত সাগরের পার ঘেষিয়া উত্তর দিকে জেদ্দাভিমুখে চলিতে লাগিলেন।

রাত্রি শেষ হইয়া যাওয়ায় তাহারা যাত্রাবিরতি করত এক গভীর অরণ্যে সারাটি দিন কাটাইয়া পরের দিন রাত্রে আবার পথ ধরিলেন। বন্দরে শোয়াবাকে তাহারা বামে রাখিয়া রাতারাতি জুলকেলার রাজ্যসীমা ছাড়াইয়া গেলেন।

দুই দিন হইল দাউছ গোত্র স্বদেশ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। জুলকেলা সসৈন্যে দাউছীয়ায় পৌছিয়া দেখিলেন বাড়িঘর প্রায়ই পরিত্যক্ত। অন্যান্য গোত্রের লোকদের মুখে শুনিলেন, আজ দুইদিন হইল তোফায়েল এবং তাহার জ্ঞাতি-গোষ্ঠী রাত্রির অন্ধকারে কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে।

জুলকেলা কাল বিলম্ব না করিয়া তোফায়েলের কাফেলাকে বন্দী করিবার জন্য দক্ষিণ দিকে আদন অভিমুখে দ্রুত ধাবিত হইলেন। তাহার ধারণা, দাউছ গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক আদন এলাকায় বসবাস করে।

তোফায়েল নিশ্চয়ই সদলবলে আদনেই পারি জমাইয়াছে।

ক্রমাগত দুইদিন চলিয়া বনি মুরাদ এলাকায় পৌঁছিয়াও যখন তোফায়েলের কোন হদিছ পাওয়া গেল না, এই পথে সপ্তাহ দিনের মধ্যে কোন কাফেলা গিয়াছে বলিয়াও কেহ কোন প্রমাণ দিতে পারিল না তখন জুলকেলা হতাশ হইয়া পড়িলেন। তোফায়েল এই দিকে আসিলে এতদিনে তাহার নাগাল পাওয়া যাইত, অথবা এই এলাকার কাহারো চোখে পড়িত। ক্রমাগত চলিয়া জুলকেলা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সৈন্যদেরও বিশ্রামের প্রয়োজন। কাজেই জুলকেলা বনি মুরাদে দুইদিন বিশ্রাম করিয়া মনের ক্ষোভ পেটে হজম করিয়াই কাহতানীয়া ফিরিয়া চলিলেন।

বনি আজদে পৌঁছিয়া জুলকেলা দাউছীয়া গোত্রের যে মন্দির হইতে জুশেরা ঠাকুর এবং তাহার মূর্তি অপসারণ করা হইয়াছিল, সেই মন্দিরে মূর্তিদ্বয় পুনরায় সংস্থাপন করিবার কাজে বনি আজদে আরও দুইদিন অবস্থান করিলেন।

এখানে তাহার সুলমান ইবনে কাহাম গোত্রের আব্দুশ শামছ ইবনে সাখর নামে একজন ধীশক্তিসম্পন্ন তরুণ যুবকের সঙ্গে পরিচয় হইল। যুবকটির সাধুতা এবং স্মৃতি শক্তির পরিচয় পাইয়া জুলকেলা তাহাকে দফতরের হিসাব রক্ষক নিযুক্ত করিলেন।

কাহতানীয়ায় ফিরিবার পথে সিরিয়া ফেরৎ একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে জুলকেলার সাক্ষাৎ হইল। কথাপ্রসঙ্গে জুলকেলার এক প্রশ্নের জবাবে তাহারা জানাইল জেদ্দার কাছাকাছি তোফায়েলের সঙ্গে তাহাদের দেখা হইয়াছিল। সে নাকি মদীনায় যাইতেছে। এত দিনে তোফায়েল তাহার কাফেলাসহ হয়ত মদীনার পথে বদর পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছে।

ইহা শুনিয়া জুলকেলা নিজের বোকামির জন্য নিজের মাথার চুল টানিতে লাগিলেন। হায়! এই চিন্তাটা আগে কেন মাথায় আসিল না যে তোফায়েল মদীনায় মুহাম্মদের (সাঃ) আশ্রয়ে যাইতে পারে। তোফায়েল গিয়াছে উত্তর দিকে আর আমি

তাহাকে বন্দী করিবার জন্য গিয়াছি বরাবর দক্ষিণ দিকে। বোকা আর বলে কাহাকে। ছাই! কিন্তু এখন তো আর তাহার পিছনে ধাওয়া করা বৃথা, সে যে এখন নাগালের বাহিরে।

আবার জুলকেলার প্রতিহিংসার প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। তাহার সমস্ত ক্রোধ যাইয়া পড়িল জেমাদের উপর। না, আর বিলম্ব নয়। অন্তত একটি ধর্মদ্রোহী তো হাতে আছে। ইহাকেই হত্যা করিয়া মনের ঝাল মিটাইব। রাজধানীতে পৌঁছিয়া সর্বাগ্রে করিব জেমাদ-নিধন। জুলকেলা দ্রুত কাহতানীয়া অভিমুখে ধাবিত হইতেছেন, আর ভাবিতেছেন কেমন ঘটা করিয়া বধ্যানুষ্ঠান করিবেন। হত্যাযজ্ঞটা যেন দৃষ্টান্তমূলক হয়।

এও

জেমাদ কারাগারে বন্দী। রোবাইয়া কারাগারে ভাইয়ের দুর্দশার কথা সবই জানেন। কিন্তু স্বামীর ভয়ে সেখানে যাইয়া ভাইয়ের খোঁজ-খবর লওয়া সম্ভবপর হয় নাই। আবার স্বামী গিয়েছেন তোফায়েলকে বন্দী করিয়া আনিতে। দুইজনকে একই সাথে শূলীতে চড়াইবেন। ভাইয়ের পরিণাম চিন্তা করিয়া রোবাইয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি কর্তব্য নিরূপণ করিয়া ফেলিলেন, কি করিতে হইবে।

স্বামী রাজধানীতে নাই, এই সুযোগে একদিন রোবাইয়া কারাগারে জেমাদের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। কারা ফটকরক্ষী রোবাইয়াকে কারাফটকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল আম্মি এখানে যে?

রোবাইয়া বলিলেন, আমি জেমাদের সঙ্গে দেখা করব, ফটক খুলে দাও।

জুলকেলার পাঞ্জা ছাড়া বন্দীর সঙ্গে কাহারো দেখা করিবার অনুমতি নাই। কাজেই ফটকরক্ষী দ্বার খুলিয়া দিতে ইতস্ত করিতে লাগিল।

ফটকরক্ষীর ইতস্ততার কারণ বুঝিতে পারিয়া রোবাইয়া বলিলেন, আমি সম্রাজ্ঞী। আমি যে কোন বন্দীর সঙ্গে দেখা করিতে পারি।

ফটকরক্ষী বলিল, আমি জেমাদকে এখানে ডেকে নিয়ে আসি আম্মি!

রোবাইয়া বলিলেন, না আমাকে ভিতরে যেতে হবে। তুমি দ্বার খুলে দাও।

ফটকরক্ষী আর ইতস্ত না করিয়া ফটকদ্বার খুলিয়া দিল। রোবাইয়া আগেই জানিয়া লইয়াছিলেন, জেমাদ কোন কক্ষে অন্তরীণ। তিনি সরাসরি জেমাদের কক্ষের সম্মুখে যাইয়া দেখিলেন সেখানেও তালা ঝুলিতেছে। এই তালাটি কে খুলিয়া দিবে, তিনি দাঁড়াইয়া তাহাই ভাবিতেছেন, এমন সময় আর একজন প্রহরী আসিয়া কুর্নিশ করিয়া বলিল, আম্মি এখানে?

রোবাইয়া বলিলেন, আমি জেমাদের সঙ্গে দেখা করব। এ তালাটা কে খুলে দিবে, বলতে পার?

জেমাদের কক্ষের তালার চাবি এই প্রহরীর কাছেই ছিল। সে ভাবিল সম্রাজ্ঞী যেহেতু প্রধানফটক পার হইয়া আসিয়াছেন, তবে নিশ্চয়ই তাহার কাছে সম্রাটের

পাঞ্জা রহিয়াছে। কাজেই সে আর কোন প্রশ্ন না করিয়া তালা খুলিয়া দিল। বলিল, বন্দীর কক্ষে অধিক বিলম্ব করার নিয়ম নেই আম্মি!

রোবাইয়া বলিলেন, তুমি একটু দাঁড়াও আমি এক্ষুণি বেড়িয়ে আসব। প্রহরী বাহিরে পায়চারী করিতে লাগিল।

রোবাইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, জেমাদের বুকের উপর একটি ভারী পাথর চাপা রহিয়াছে। হাত দুইটি টান করিয়া পিছনের দিকে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধা রহিয়াছে। পা দুইটিও খুঁটির সঙ্গে অনুরূপভাবেই বাধা। জেমাদ অনুচ্চৈস্বরে শুধু বলিতেছেন ইল্লাল্লাহ! ইল্লাল্লাহ!!

রোবাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জেমাদের কানের কাছে মুখ রাখিয়া বলিলেন, আমি রোবাইয়া।

- জেমাদ চমকিয়া বলিলেন, তুই এখানে কেন?

রোবাইয়া বলিলেন, কথা বলবেন না। যা বলি তা শুনুন। রোবাইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন, হাতের বাধন খুলে দিয়ে যাচ্ছি। টান দিলেই খসে আসবে। সাবধানে বসে বুকের পাথর সরাবেন, পায়ের বাঁধন খুলবেন। কিন্তু খুব সাবধানে, কোনরূপ শব্দ হয় না যেন। হাতের কাছে একটি ধারালো ইস্পাতের কাঁচি রেখে গেলাম। দরজাটা টানলেই একটু ফাঁক হবে। সেই ফাঁকে কাঁচি ঢুকিয়ে কয়েকবার চেষ্টা করলেই আংটা কেটে যাবে। সাবধানে বেরিয়ে কারাগারের পিছনে শৌচাগার বরাবর কারা প্রাচীর সংলগ্ন বাহিরে যে খর্জূর বৃক্ষটি আছে সেখানে যেয়ে দাঁড়াবেন। আমি প্রাচীরের ওপারে থাকব। সেখানে পৌঁছেই আপনি খর্জূর পত্রে একটি নুড়ি নিক্ষেপ করবেন। আমি তৎক্ষণাৎ একটি রজ্জুর একটি প্রান্ত প্রাচীরের উপর দিয়ে ভিতরে নিক্ষেপ করব। অপর প্রান্ত বাধা থাকবে খর্জূর বৃক্ষের সঙ্গে। আপনি রজ্জু বেয়ে প্রাচীরে উঠে বাহিরে লাফিয়ে পড়বেন। এখন নড়াচড়া করবেন না। রাত প্রায় হয়ে এল। যা যা করতে হবে সবই রাত তৃতীয় প্রহরে।

- প্রহরী ডাকিতেছে, আর বিলম্ব করা চলে না আম্মি!

- আমি যাই ভাইয়া! এই বলিয়া রোবাইয়া তাড়াতাড়ি জেমাদের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্রহরী তালা ঝুলাইবার পূর্বে দরজা ফাঁক করিয়া দেখিল বন্দীর বুকের পাথর এবং হস্ত-পদের বাঁধন যথাযথই ঠিক আছে। সে নিশ্চিন্ত মনে তালা ঝুলাইয়া চলিয়া গেল।

রোবাইয়া মহলে ফিরিয়া তাহার খাস খুন্‌সা গোলামকে আস্তাবল হইতে তাহার নিজস্ব অশ্বটি আনিয়া গদি জিন আঁটিয়া প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দিলেন। গোলাম জানিত সম্রাজ্ঞী প্রায়ই রাত্রে অশ্বারোহণে ঘুড়িয়া বেড়ান। সে অশ্বের বল্গা ধরিয়া টানিয়া ফিরে। কোন দিনই সম্রাজ্ঞী একা বাহির হন না। আজও সেইরূপ করিতে হইবে মনে করিয়া গোলাম অশ্ব প্রস্তুত করিয়া বলিল, আমি প্রস্তুত আম্মি!

রোবাইয়া বলিলেন, তুই দেউরিতে অশ্ব রেখে চলে যা। আমি আজ একাই বের হব।

গোলাম কিছুটা বিস্মিত হইয়া চলিয়া গেল। কি জানি! বেগম সাহেবার আজ আবার কোন খেয়াল হইল কে জানে।

রোবাইয়া প্রায় ৪০ হাত লম্বা একটি মজবুত মোটা রজ্জু সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। মহলের কোথাও আর কোন জনপ্রাণী জাগিয়া নাই। নিঃসন্তান রোবাইয়া নিঃশব্দে শয্যা ত্যাগ করিয়া অতি সন্তর্পণে নিজ কক্ষের দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বাদী মহলে খাস বাঁদীগুলি জাগিয়া উঠিলে সবই পণ্ড হইবে। না, কাহারো কোন সাড়া শব্দ নাই। অধিকন্তু, বাঁদীগুলি অসহ্য গরমে আবক্ষ খোলা প্রায় অবস্থায় উঠানের এখানে সেখানে পড়িয়া ঘুমাইতেছে। রোবাইয়া সাবধানে অগ্রসর হইলেন। রোবাইয়া সাবধানে অগ্রসর হইলেন। দেউরীর প্রহরী দেয়ালে ঠেস দিয়া নাক ডাকিতেছে। রোবাইয়া সাবধানে পা ফেলিয়া দেউরি পার হইলেন। অনতি দূরেই অশ্ব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। রোবাইয়া অশ্বের কাছে পৌঁছিয়া অশ্বের গায়ে হাত বুলাইলেন। শিক্ষিত অশ্ব প্রভুর স্পর্শ পাইয়া ঝাঁকিয়া উঠিল। রোবাইয়া অশ্বে আরোহণ করিয়া বল্গা ধরিলেন। প্রভুর ইংগিত পাইয়া অশ্ব ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

এখান হইতেই গোলাম মহল শুরু হইয়াছে। এই গোলাম মহল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া রোবাইয়ার মনে ভয় হইল। কি জানি কেহ আবার জাগিয়া উঠে কিনা। তাই গোলাম মহল ডাইনে ফেলিয়া বাম দিকের ঘোরা রাস্তায় সাধারণ বাঁদী মহল হইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। বাঁদী মহলের কেউ কোথায় জাগিয়া নাই। শুধু বহু দূরে একটি কুকুর ঘেউ ঘেউ করিতেছে।

রোবাইয়া বাঁদী মহল প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন। হঠাৎ দেখিলেন লাগালাগি কুটিরগুলি হইতে একটু দূরে একটি ভাঙ্গা কুটিরে ক্ষীণ আলোকরশ্মি দৃষ্ট হইতেছে। আর শোনা যাইতেছে একটানা মিহি কান্নার সুর।

রোবাইয়া চকিত হইয়া উঠিলেন। অতি সন্তর্পণে কুটির দ্বারে যাইয়া দেখিলেন একটি বাঁদী কাহার উদ্দেশে করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছে আর ক্রন্দন করিতেছে। অথচ এখানে জুশেরা ঠাকুর বা জুলকেলা কাহারো মূর্তি নাই। তবে কাহার উদ্দেশে এই নিবেদন! তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া ভাবিতেছেন, তবে কি বাঁদী ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে? কিন্তু কোথায় পাইল সে সত্যের সন্ধান। রোবাইয়ার মনে তখন নতুন চিন্তা উদয় হইল।

প্রার্থনা শেষ করিয়াই বাঁদী বাতায়ন পথে চাহিয়া দেখে কে একজন মহিলা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ভয়ে চিৎকার দিতে চাহিল, কিন্তু রোবাইয়া তৎক্ষণাৎ

মুখের উপর তর্জনী স্থাপন করিয়া চিৎকার না দিবার জন্য ইংগিত করিলেন এবং হাত ইশারায় বাহিরে আসিবার জন্য ডাকিলেন।

বাঁদী বিস্মিত হইয়া এবং সাহসে ভর করিয়া বাহিরে আসিয়া রোবাইয়াকে দেখিয়া বিস্ময়মাখা কণ্ঠে অনুচ্চৈঃস্বরে বলিল, আম্মি!

রোবাইয়া এক হাতে অশ্ব বল্গা এবং অপর হাতে বাঁদীর হাত ধরিয়া আরও একটু দূরে একটি বৃক্ষতলায় যাইয়া বসিলেন এবং বাঁদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুই কার উদ্দেশে প্রার্থনা করলি আর এমনভাবে কাঁদলি।

বাঁদী ভয় পাইয়া গেল। জুশেরা জুলকেলার প্রতীমা রাজ্যে সে যাহা করিয়াছে তাহা বলিলে আর রক্ষা নাই। তাই সে ইতস্ত করিতে লাগিল কি বলিবে।

বাঁদী সত্য প্রকাশে ইতস্ত করিতেছে দেখিয়া রোবাইয়া বলিলেন, সত্য কথা বল, আমি তোকে কিছু বলব না, তোর ভয় নেই।

অভয় পাইয়া বাঁদী বলিল, বিশ্বস্রষ্টা যিনি, যিনি সমস্ত ক্ষমতার উৎস! আমি সেই অদ্বিতীয় এক লা-শারীক আল্লাহর এবাদত করছি এবং কেঁদে তার কাছেই মনের আকুতি জানাচ্ছি।

অন্ধকার ক্ষীণালোকেও রোবাইয়া লক্ষ্য করিলেন এই কথা কয়টি বলিবার সময় বাঁদীর মুখমণ্ডল যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাহার সুরে ঝরিয়া পড়িল সত্য প্রকাশের দৃঢ়তা। তিনি প্রশ্ন করিলেন, তুই কি মুসলমান?

- বাঁদীর সংক্ষিপ্ত উত্তর, জি আম্মি!

- কোথায় পেলি ইসলাম? রোবাইয়ার কণ্ঠে বিস্ময়!

- বাঁদী অকুতোভয় বিজ্ঞের মত বলিতে লাগিল, মক্কায় যে দীনের রবি উদিত হয়েছেন আম্মি! মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সেই মরুভাস্কর। তিনিই সমস্ত জগতে এই আলো ছড়াচ্ছেন। আমি ছিলাম মক্কার আবু রাবীয়ার বাঁদী। সেখানেই পেয়েছি এ মহাসত্যের সন্ধান।

রোবাইয়া সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, তারপর! এখানে এলে কেমন করে।

বাঁদী বলিল, আবু বরীয়া আমাকে উকাজ মেলায় বিক্রি করতে নিয়েছিল। সেখান থেকেই আমাকে ক্রয় করে এনেছে আপনার স্বামীর লোকেরা। শুনবেন আম্মি! মহানবীর কথা, ইসলামের কথা। গ্রহণ করবেন এ সত্যধর্ম!

রোবাইয়ার মনে তখন অন্য চিন্তা। তিনি বলিলেন পরে শুনব। তুই আগে বল মুসলমান বেঈমানী করে না, তাই না!

বাঁদী দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিল জি, আম্মি! জীবন গেলেও মুসলমান বেঈমানী করবে না।

রোবাইয়া বলিলেন, তুই আমার জন্য একটা কাজ করতে পারবি!

আগ্রহের সহিত বাঁদী বলিল, একটা নয় আম্মি! আপনার জন্য একশটা কাজ করতে পারব। বলুন, কি করতে হবে।

আশ্বাস পাইয়া রোবাইয়া বলিলেন, তুই এখন কিছু খাদ্য পানীয় জোগাড় করতে পারবি?

বাঁদী খুশি হইয়া বলিল, পারব আম্মি! আমি যে বাবুর্চিখানায় কাজ করি।

রোবাইয়া বলিলেন, তবে কিছু খাদ্য ও পানীয় নিয়ে উত্তর দিকে আল মুন্নার মাঠ পেরিয়ে লা জামীর বন-ভূমির শেষ প্রান্তে কুহে লাব্বির আড়ালে খর্জূর বনের মধ্যে লুকিয়ে থাকবি। আমার সাড়া পেলেই বেরিয়ে আসবি চিনে যেতে পারবি তো! ভয় করবে না তো!

আম্মির যে কথা! মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কিছুকে ভয় করে না। আর চিনতে পারা! সে তো সেই আল মুরিয়ার চারণভূমির পশ্চিম পার্শ্বে।

- রোবাইয়া খুশি হইয়া বলিলেন, ঠিক চিনেছিস্।

- বাঁদী জিজ্ঞাসা করিল কি পরিমাণ খাদ্য পানীয় আনব আম্মি!

- রোবাইয়া হাসিয়া বলিলেন, তুই যা পারিস।

- বাঁদী হাত বড় করিয়া দেখাইয়া বলিল, অ-নে-ক পারব আম্মি! আমার যে একটি নিজস্ব গাধা আছে। বহুত খাদ্য পানীয় বহন করতে পারবে।

-রোবাইয়া সতর্ক করিয়া বলিলেন, কিন্তু খু-ব সাবধান!

- বাঁদী মাথা কাত করিয়া বলিতে লাগিল, বুঝতে পারছি আম্মি। তবে সেখানে গিয়ে আমার একটি দাবি পেশ করব আম্মি হুজুর।

এই চটপটে মেয়েটিকে রোবাইয়ার খুব ভাললাগিল, তাই বলিলেন, তা করিস! যেহেতু আম্মি ডেকেছিস। তাই তুই আমার মেয়ে। যা, কাজে বেরিয়ে যা। এই বলিয়া রোবাইয়া অশ্বারোহণ করতঃ অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন।

রোবাইয়া কারাগার হইতে চলিয়া যাইবার পর জেমাদ ভাবিতে লাগিলেন, রোবাইয়া আমাকে মুক্তির উপায় করিয়া দিয়া গেল কেন? স্বামী-স্ত্রী মিলিয়া আবার কি দূরভিসন্ধি করিয়াছে কে জানে। আবার ভাবেন না! রোবাইয়ার মনে কোন দূরভিসন্ধি থাকিতে পারে না। তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি। হয়ত শুধু ভাইয়ের জীবন রক্ষার জন্যই রোবাইয়া এই দুঃসাহস করিয়াছে। কারণ আমার এবং তোফায়েলের প্রাণদণ্ডের ঘোষণার কথা সে নিশ্চয়ই শুনিয়াছে। তাই সে আমার প্রাণ রক্ষা করিতে চায়।

একবার ভাবেন না, কা পুরুষের মত এই মুক্তি আমি গ্রহণ করিব না। আবার ভাবেন, কিন্তু এইভাবে থাকিলে নির্ঘাত মৃত্যু। মনে পড়িল, মহানবীকে বলিয়া আসিয়াছি অতিসত্বর আপনার চরণে স্মরণ লইব। এই কথা মনে হইতেই মহানবীর খেদমতে হাজির হইবার জন্য জেমাদ পাগলপ্রায় হইলেন। অতএব পালাইতেই হইবে। রোবাইয়া যে আল্লাহর প্রেরিত দৈব সাহায্য।

রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত! জেমাদ হাত দুইটি টানিলেন, সঙ্গে সঙ্গে হস্তদ্বয় খুঁটির বাঁধন হইতে সরিয়া আসিল। কিন্তু পা দুইটি বাঁধা। তিনি অতি সাবধানে বুকের পাথরটি সরাইয়া উঠিয়া বসিলেন। পায়ের বাঁধন খুলিতে আর কতক্ষণ।

হাতের কাছেই পাইলেন কাঁচিটি। চুরি করিয়া পালাইবার আতংকে জেমাদের শরীর কাঁপিতেছিল। উঠিয়া দাঁড়াইবারও বুঝি শক্তি নাই। অনবরত বুকে ভারী পাথর চাপা থাকিতে থাকিতে বক্ষতলে ব্যথা অনুভব হইল। তবু উঠিতে হইবে। ধৈর্য এবং শক্তি হারাইলে চলিবে না। জেমাদ দেয়াল ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শরীরের ভারসাম্য ফিরিয়া পাইয়া অতি সন্তর্পণে দরজা টানিয়া দেখিলেন, তাহা কিঞ্চিত ফাঁক হইয়াছে। অনুমান করিয়া সেই ফাঁকে কাঁচি ঢুকাইয়া কয়েকবার চাপ দিতেই আংটা কাটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া গেল। জেমাদ সাবধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন অদূরে একটি প্রহরী একটি পাথরের উপর বসিয়া ঢুলিতেছে। সে টের পায় নাই। মুক্তির অদম্য আগ্রহ নিয়া জেমাদ দ্রুত অথচ সাবধানে আগাইয়া চলিলেন নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে।

রোবাইয়া কিছুক্ষণ পূর্বে কারাগারের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কোথায় যেন একটা হুতুম পাখি ভুতুর! ভুতুর!! করিয়া ডাকিয়া উঠিল। অন্ধকার আকাশটা যেন চির খাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। একটি নাম না জানা নিশাচর পাখি কোর! কোর!! শব্দ করিয়া রোবাইয়ার মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিলেন। যত বড় দুঃসাহসীই হোক না কেন মেয়েসুলভ একটা আতংক আসিয়া তাহাকে পাইয়া বসিল। বুকের ভিতর যেন হাতুরি পিটার শব্দ হইতেছে। যদি কেহ দেখিয়া ফেলে! যদি এদিকে প্রহরী আসিয়া পড়ে। এখনও কি রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয় নাই! আর কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন। সময় যে আর কাটিতে চাহে না। তবে কি ভাইয়া আসিবেন না।

এমন সময় খর্জূর শাখায় ঝপ শব্দ করিয়া একটি নুড়ি টুপ করিয়া নিচে পতিত হইল। রোবাইয়া অশ্বপরই বসিয়াছিলেন, তাহার হাতে রজ্জুর একটি প্রান্ত ধরা, অপর প্রান্তটি খর্জূর বৃক্ষের গোড়ায় শক্ত করিয়া বাঁধা। হাতে ধরা রজ্জুর প্রান্তটি তিনি কারা প্রাচীর ডিঙ্গাইয়া অপর দিকে নিক্ষেপ করিলেন। যুগপদ ভয় ও আনন্দে রোবাইয়া কম্পমান, কি জানি কি হয়।

নুড়ি নিক্ষেপ করিয়া জেমাদ ভাবিতেছেন, রোবাইয়া ওদিকে আসিয়াছে কিনা কে জানে, কিংবা কখন আসিবে। তাহার ভাবনা শেষ হয় নাই সহসা তাহার হাতের কাছেই ছিটকাইয়া ঝুলিয়া পড়িল রজ্জুর একটি প্রান্তভাগ।

তিলেক মাত্র বিলম্ব না করিয়া বিছমিল্লাহ বলিয়াই জেমাদ রজ্জু বাহিয়া প্রাণপণে উপরে উঠিতে লাগিলেন। তাহার মনে তখন মুক্তির আনন্দ এবং ধরাপড়িবার ভয়ে আতংকের ঝড় বহিতেছে। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর অবসন্ন শরীর বেতশ লতার মত কাঁপিতে লাগিল সেই শূন্যপথেই। এই বুঝি পতন ঘটিবে। এই কাজে অনভ্যস্ত হাত পিছলাইয়া যাইতে চায়। কিন্তু না, পড়িয়া গেলে চলিবে না, তাহাকে উঠিতেই হইবে, প্রাচীর লংঘন করিতেই হইবে। শরীরের সমস্ত ভার হাতের মুষ্টিতে রজ্জুর উপর স্থাপন করত জেমাদ প্রাণপণে যুজিতে লাগিলেন।

জেমাদ যখন প্রাচীরের উপর উঠিয়া বসিলেন, তখন তাহার সমস্ত শরীর ঘর্মসিক্ত হইয়া টপ! টপ!! করিয়া ঘর্ম ঝরিতে লাগিল। কিন্তু বিশ্রামের সময় নাই।

সহসা নিচে বালি স্তূপে ধপাস করিয়া শব্দ হইল। জেমাদ নিচে লাফাইয়া পড়িয়াছেন এবং পতনজনিত কিছু ব্যথাও পাইয়াছেন।

ততক্ষণে কারাগারের ভিতরে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি শুরু হইয়া গিয়াছে। কাদ হারাবাল আছীর! কাদ হারাবাল আছীর!! বন্দী পালাইয়া গিয়াছে! বন্দী পালাইয়া গিয়াছে।

রোবাইয়া অশ্বটি জেমাদের কাছে আগাইয়া আনিয়া তাহাকে অশ্বারোহণের ইংগিত করিলেন। জেমাদ খুবই অবসন্ন তবু বাঁচিবার আশায় এবং মহানবীর সঙ্গে মিলিত হইবার অদম্য আগ্রহে অশ্ববল্লা ধরিয়া অতিকষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রোবাইয়ার হাত ধরিয়া এবং রেকাবিতে পা রাখিয়া অতিকষ্টে জেমাদ অশ্বপরি রোবাইয়ার পশ্চাতে বসিতে সক্ষম হইলেন।

কথা বলিবার সময় নাই, কারাগারের হট্টগোল তুমুল হইয়া উচ্চতর হইতে লাগিল। প্রহরীদের কেউ এই দিকে আসিয়া পড়িতে পারে। কোথায় যেন তাহাদের বংশীধ্বনি শোনা যাইতেছে।

তিলেক মাত্র বিলম্ব না করিয়া রোবাইয়া উত্তর দিকে আল মুন্নার দিকে অশ্ব ছুটাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, যাইবার সময় রোবাইয়া রজ্জুটি খুলিয়া লইয়া যাইতে ভুল করিলেন না।

জেমাদ প্রশ্ন করিলেন কোথায় চললে রোবাইয়া। রোবাইয়ার সংক্ষিপ্ত উত্তর, শত্রুসীমার বাইরে।

যাহার চেষ্টায় মুক্তি পাইয়াছে তাহার ইচ্ছার উপরেই নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া জেমাদ মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া করিয়া চলিলেন।

আল মুন্নার মাঠ, লা-জামীর বনভূমির বৃক্ষলতা, কুহে লাব্বির কৃষ্ণ গাত্রবর্ণ তীর বেগে পিছনে সরিতে লাগিল। খর্জূর বনের শেষ প্রান্ত।...

রোবাইয়া অশ্ববল্লা টানিয়া ধরিলেন, একটি বৃক্ষ তলায় অশ্ব থামিল, ততক্ষণে কৃষ্ণ পক্ষের দুর্বল চাঁদ উকি মারিয়াছে। তেপান্তর বেশ পরিষ্কার। রোবাইয়া নিচে অবতরণ করিলেন এবং জেমাদকেও অবতরণে সাহায্য করিলেন। জেমাদ ভূমিতে বটে! তবে তাহা অবতরণ নয়, যেন গড়াইয়া পড়া।

রোবাইয়া বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়া হাত পা ছড়াইয়া বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন, প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে ছাতি এক বিঘত উঠানামা করিতে লাগিল। জেমাদও অনুরূপভাবে মাটিতে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

তৃষ্ণায় তাহাদের কণ্ঠতালু শুষ্ক মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। জেমাদের উদরে জ্বলিতেছে ক্ষুধার সাহারা। কিন্তু কোথায় খাদ্য, কোথায় পানীয়। জেমাদ বলিলেন, ক্ষুৎ-পিপাসায় যে প্রাণ যায় রোবাইয়া।

রোবাইয়া ইহার উত্তর না দিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তবে কি বাঁদীটা আসে নাই।

এমন সময় লম্বাটে মোটা হাবা ধরনের একটি লোক বিরাট এক ঝাঁকা বোঝাই খাদ্য ও পানীয় মাথায় করিয়া হঠাৎ যেন পাহাড় ফাটিয়া রোবাইয়ার সম্মুখে আবির্ভূত

হইল। ভূত দেখার মতই রোবাইয়া এবং জেমাদ চমকিয়া উঠিলেন, এ আবার কেরে বাবা!

লোকটি ঝাঁকাটি রোবাইয়ার পায়ের কাছে নামাইয়া করজোড়ে দাঁড়াইল। পিছন হইতে বাঁদীটি আসিয়া বলিল, এটিই আমার গাধা আম্মি!

গাধাটি বত্রিশ দন্ত বাহির করিয়া বলিল, নাফছীয়া বলেছে আপনি নাকি আমাদের শাদী মোবারক দিয়ে দিবেন, আম্মি?

নাফছীয়া বলিল, গাধাটি একটু হাবাগোছের, এর কথায় রাগ করবেন না আম্মি।

গাধা নাফছীয়ার দিকে ক্ষেপিয়া গিয়া হাত গুটাইতে লাগিল, কি বললে নাফছীয়া! আমি হাবা!

এই বিরাট গাধা ক্ষেপিয়া গেলে সামলানো দায়। তাই রোবাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, আরে বাবা! তুমি হাবা হবে কেন! তুমি তো চালাক চতুর! বেশ চটপটে বুদ্ধিমান। তিনি নাফছীয়াকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ফের যদি তুই কোন দিন একে হাবা বলবে তবে তোর মাথা মুড়িয়ে ন্যাড়া ডেন্ ডেরা করে ফেলব পোড়ামুখী।

এইবার গাধা করজোড় হইয়া রোবাইয়াকে বলিল, না, আম্মি! নাফছীয়াকে ক্ষমা করে দিন। ওর মাথা ন্যাড়া করবেন না। তখন যে ওকে আর ভাল দেখা যাবে না। গাধাটি এইবার নাফছীয়াকে বলিল, কেন! তুই আমাকে বলিসনি, আম্মি আমাদের শাদী মোবারক দিবেন?

রোবাইয়া বুঝিলেন, মুলা দেখাইয়া গাধাকে এই পর্যন্ত আনা হইয়াছে। তিনি চাহিয়া দেখিলেন, নাফছীয়া নতমুখী। তিনি হাসিয়া বলিলেন, এত দুশ্চিন্তায়ও তুই হাসালি নাফছীয়া। এই বুঝি তোর দাবি।

নতমুখী নাফছীয়া পায়ের নখ দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। রোবাইা বলিলেন, তোদের শাদী মোবারক হবে নাফছীয়া!

নাফছীয়ার গাধাটি হিঃ! হিঃ!! করিয়া এক দিকে সরিয়া দাঁড়াইল। নাফছীয়া ব্যস্ত হইল খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করিতে।

আহার্য গ্রহণ করিয়া জেমাদ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন, আমাকে তো মুক্তি দিলে রোবাইয়া, এবার তুই মহলে ফিরে যা। লোকজন তো সঙ্গে নিয়েই এসেছিস।

রোবাইয়া বলিলেন, আপনার কথা শুনে এত কষ্টেও হাসি পায় ভাইজান। আমার কি আর ফিরে যাবার উপায় আছে?

জেমাদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বলিস কিরে! তুই ফিরে যাবি নে?

রোবাইয়া বলিলেন, কি করে সম্ভব বলুন!

বে-আইনীভাবেই সম্রাজ্ঞীর দোহাই দিয়ে কারাগারে ঢুকেছি, বন্দীর কক্ষে প্রবেশ করেছি, আর সেই রাত্রেই বন্দী হাতের বাধন খুলে দরজার আংটা কেটে

কারাগার থেকে পালিয়ে গেছে। কে খুলে দিল বন্দীর হাতের বাঁধন বন্দী কোথায় পেল আংটা কাটার কাঁচি। আর সে রাত্রেই সম্রাজ্ঞী তার অশ্ব নিয়ে একাই বেরিয়ে গেছে মহল থেকে। এ ঘটনায় কত প্রহরীর কত গোলামের যে প্রাণ যাবে, কত লোকের যে চাকরি যাবে তার ইয়ত্তা নেই ভাইজান! এর পরেও সম্রাটের কোপানল থেকে রোবাইয়ার বাঁচার কোন উপায় আছে কি! রোবাইয়ার শেষের কথাগুলিতে অসহায়ের সুর ঝরিয়া পড়িল।

জেমাদ ভাবিয়া বলিলেন, সত্যিই তো! রাজধানীতে একটা মহাপ্রলয় কাণ্ড ঘটতে পারে। কিন্তু এখন তোর কি উপায় করি। আর নিজের জীবনটা বাজি রেখে আমাকেই বা বাঁচাতে গেলি কেন?

রোবাইয়া বলিলেন, একজন মুসলমানকে বাঁচাতে পারলাম, এটাই আমার গৌরব। আর নিজেকেও বাঁচালাম।

- জেমাদ বলিলেন, নিজেকেও বাঁচালে মানে?

- রোবাইয়া হাসিয়া বলিলেন, আমিও যে মুসলমান ভাইজান!

আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া জেমাদ বলিলেন, বলিস কিরে! তুই মুসলমান?

- রোবাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ ভাইজান! আপনার কথা শুনেই আমি সত্য গ্রহণে আগ্রহী হয়েছিলাম। আর পুরাপুরিভাবে সত্য গ্রহণ করেছি নাফছীয়ার সত্যনিষ্ঠা দেখে এবং তার সত্য প্রকাশের নির্ভীকতা দেখে।

জেমাদ যেন চমকিয়া উঠিলেন, নাফছীয়ার সত্যনিষ্ঠা?

- রোবাইয়া বলিলেন, হা তাই। এই বলিয়া রোবাইয়া নাফছীয়ার আদ্যোপ্রান্ত কাহিনী খুলিয়া বলিলেন, সব শুনিয়া জেমাদ বিস্মিত।

হিঃ! হিঃ!! করিয়া নাফছীয়ার গাধাটি আগাইয়া আসিয়া বলিল, আমাকেও নাফছীয়া সে পথে টেনে নিয়েছে।

ইহা শুনিয়া রোবাইয়া জেমাদ আরও চমৎকৃত হইলেন। জেমাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নামটি কি ভাই!

নাফছীয়ার গাধাটি বলিল, আমার নাম ছিল আব্দে হোবল। আমার নতুন নামটি জানি কি রেখেছিস! এই বলিয়া সে নাফছীয়ার দিকে তাকাইল।

- নাফছীয়ার সলজ্জ উত্তর, হাবিব।

- রোবাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কি করিস, হাবিব।

- করজোড়ে বিনম্র হইয়া হাবিব বলিল, আমার কাজটি খু-উ-ব ভাল, আম্মি! সম্রাটের চারণভূমিতে সারাদিন উট চড়াই। রাত্রে গোলামখানায় ফিরে যাই।

রোবাইয়া খুশি হইয়া বলিলেন, উত্তম কাজ। তুমি একটি কাজ করতে পারবে?

হাবিব নাফছীয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, তুই কি বলিস, পারব না?

- নাফছীয়া নতমুখী হইয়া বলিল, পারবে?

- এইবার হাবিব রোবাইয়ার দিকে চাহিয়া বলিল, কি কাজ আম্মি!

রোবাইয়া বলিলেন, চারণভূমি থেকে মোটা তাজা দেখে তিনটা উট নিয়ে আল জবিলার বনভূমির কাছাকাছি স্থানে চড়াতে থাকবে। দুদিন পর নাফছীয়া তোকে ডেকে নিয়ে আসবে।

ঘাড় কাত করিয়া হাবিব বলিল, খু-উ-ব পারব, পারব আম্মি।

রোবাইয়া বলিলেন, তবে এখুনি বেরিয়ে যা। রাত যে প্রায় শেষ হয়ে এল।

আর একবার নাফছীয়ার দিকে তাকাইয়া হাবিব চারণভূমির দিকে চলিতে লাগিল।

রোবাইয়া নাফছীয়ার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তোর গাধা নির্বাচনটা বড় চমৎকার হয়েছে। নাফছীয়া সলজ্জভাবে আনত হইল।

- জেমাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, উট দিয়ে কি হবে বোন?

- রোবাইয়া বলিলেন, কেন? আমাদের যেতে হবে না?

- জেমাদ বলিলেন, তা বটে! তবে কোথায় যাবে ভাবছ।

- রোবাইয়া বলিলেন, মদীনায় যাব।

- জেমাদ বিস্মিত হইলেন, মদীনা! সে আবার কোথায়?

- রোবাইয়া জুলকেলার কাছে শুনিয়াছিলেন, মহানবী ইয়াছরেবে চলিয়া গেছেন এবং কেন তাহার নাম মদীনা হইল। রোবাইয়া তাহাই জেমাদকে বলিলেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল দেখিয়া তাহারা গভীর বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন। ঝাঁকাটিও সরানো হইল। অশ্বটি চড়ানো হইল নিরাপদস্থানে। দিনের বেলাপথ চলা নিরাপদ নয় বিধায় সিদ্ধান্ত হইল দুইদিন আত্মগোপন করিয়া থাকিয়া শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। তারপর মদীনা যাওয়ার ব্যবস্থা করা যাইবে।

ট

জেমাদ কারাকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার কিছুক্ষণ পরেই পাথরের উপর বসা প্রহরীটি স্বভাবসুলভ অভ্যাসে উচ্চৈঃস্বরে আ-লা আছীর! (বন্দী হুঁশিয়ার) বলিয়া হাঁপ দিয়া দাঁড়াইল। চাহিয়া দেখিল জেমাদের কক্ষের দরজা হা করিয়া রহিয়াছে। প্রহরী লাফাইয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল বন্দী নাই। তখনি সে চিৎকার দিয়া উঠিল। কাদ হারাবাল আছীর! কাদ হারাবাল আছীর!!

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কারাগার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, সদর দরজায় বাজিয়া উঠিল সাবধানী ঘণ্টা। কারাময় শুরু হইল তুল কালাম, তুমুল হট্টগোল।

খবর পাইয়া উজির ইয়াছির হন্তদন্ত হইয়া কারাগারে ছুটিয়া আসিলেন। খবর পাওয়া গেল সম্রাজ্ঞী সন্ধ্যায় কারাগারে আসিয়াছিলেন, তিনিও এখন মহলে নাই। তাহার অশ্বটিও নাই। ব্যাপার হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইয়াছির তৎক্ষাণাৎ ফটকরক্ষী প্রহরী এবং খুনসা গোলামকে বন্দী করিলেন। রোবাইয়া এবং জেমাদকে বন্দী করিবার জন্য চতুর্দিকে লোক পাঠাইলেন।

ইয়াছিরের প্রেরিত লোকেরা কয়েকদিন পর্যন্ত দুম্বা খোঁজাখুঁজি করিয়া ফিরিল, কিন্তু রোবাইয়া জেমাদের কোন সন্ধানই করিতে পারিল না। তাহারা নিরাশ হইয়া একে একে সবাই ফিরিয়া আসিল রাজধানীতে। ইয়াছিরের মুখে যেন আর রা সরিতে চাহে না। লোক দুইটি কি হাওয়ায় মিলাইয়া গেল? অপদার্থের দল কোথায় খুঁজিয়াছে কে জানে। নাকি ইচ্ছা করিয়াই পালাতকদের হাতের কাছে পাইয়াও বন্দী করে নাই। বুদ্ধিমান ইয়াছির অনুসন্ধানকারীদেরও বন্দী করিলেন।

আজকে অথবা আগামী কল্যই সম্রাট তোফায়েলকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিবেন। এই মনে করিয়াই ইয়াছির জুলকেলার কাছে জেমাদ এবং রোবাইয়ার অন্তর্ধানের খবর পাঠান নাই। কিন্তু সপ্তাহান্তেও যখন জুলকেলা রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন না, তখন ইয়াছির সম্রাটের নিজস্ব এবং বিশ্বস্ত খবরগীর কেনানাকে রাজধানীর যাবতীয় খবর জ্ঞাত করাইবার জন্য দাউছীয়ায় প্রেরণ করিলেন।

একদিন পথ চলিবার পর কাহতানীয়ায় ফিরিয়া আসার পথে জুলকেলার সঙ্গে কেনানার সাক্ষাৎ হইল। কেনানার মুখে রাজধানীর সমস্ত খবর শুনিয়া জুলকেলার মাথায় যেন খুন চড়িয়া গেল। কী! যেই শত্রুদের নির্মূল করিবার জন্য আহার নিদ্রা ভুলিয়া অহোরাত্র মরু-ময়দানে, বন-পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, সেই শত্রুদের বন্দীটাও পালাইয়া গেল? আর তার পালায়নে সাহায্য করিল আমারই পত্নী রোবাইয়া। শুধু সাহায্যই করিল না, নিজেও কুলটা হইয়া বাহির হইয়াগেল শত্রুর হাত ধরিয়াই। সমাজে মুখ দেখাইবার জু রহিল না।

জুলকেলা হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলিলেন। তিনি নিরপরাধ কেনানাকে চাবকাইতে লাগিলেন, আর বলিতে লাগিলেন বলিস কিরে বেটা নচ্ছার! কি বলতে গিয়ে কি বলছিস। রোবাইয়া পালিয়েছে জেমাদের হাত ধরে? এওকি সম্ভব? তোকেই আগে চাবকে হত্যা করব।

কেনানা তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিল, গোস্তাখী মাফ করুন জনাবে আলা! আম্মি নয় নাফছীয়া বাঁদীটা পালিয়েছে, আর পালিয়েছে হাবা উট রাখালটা।

চাবুকে চাবুকে কেনানার শরীর ফাটিয়া দর দর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মারিতে মারিতে ক্লান্ত হইয়া জুলকেলা নিরস্ত হইলেন। তাহার চক্ষু যেন অগ্নিগোলক হইয়া উঠিল। বাহ্যজ্ঞান হারার মত এমন তীর বেগে তিনি কাহতানীয়া অভিমুখে অশ্ব ছুটাইলেন যে তাহার সহযাত্রীগণ বহু পিছনে পড়িয়া রহিল।

রাজধানীতে পৌছিয়া জুলকেলা যেন পাগল হইয়া গেলেন। সবাই যেন তাহাকে দেখিয়া আড়ালে মুখ টিপিয়া হাসে। তাহার স্ত্রী পালাইয়া গিয়াছে, এতবড় লজ্জা, এত অসহায় আত্মপরাজয় আর হয় না। তাহার সমস্ত আক্রোশ যাইয়া পড়িল উজির ইয়াছিরের উপর। আমার অনুপস্থিতিতে হতভাগা অপদার্থটা রাজধানীর সকল দিক সামলাইতে পারিল না। তাহার দুর্বল শাসনের কারণেই এই বিভ্রাটের সৃষ্টি

হইয়াছে। জুলকেলা তৎক্ষণাৎ ইয়াছিরকে বন্দী করিলেন এবং কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। উজির পত্নী মুহরীমাকে ছিন্ন বাস পরাইয়া করিলেন অন্তপুরের বাঁদী। কারাগারের ফটকরক্ষী এবং খুনসা গোলামের গেল গর্দান, প্রহরীর গেল হস্ত, দেউরির প্রহরীদের এবং বাঁদীদের কাহারো গেল, কর্ণ-নাসিকা, কাহাকেও বা করা হইল নেড়ে মাথা।

এইবার জুলকেলার দৃষ্টিনিবদ্ধ হইল তাহার শ্বশুর খুজাইমার উপর। তাহার কলংকিনী মেয়েটাইতো সর্বনাশের মূল কারণ। কাজেই খুজাইমাকেও বন্দী করিতে হইবে। কিন্তু মুশকিল হইল, খুজাইমা রাজধানীতে থাকে না, থাকে গ্রামের বাড়ি বনি আজদে। গোত্রের সর্দারী করে। দুর্দণ্ড প্রতাব। তাহাকে বন্দী করা সহজ নয়।

কয়েকদিন ভাবিয়া চিন্তিয়া জুলকেলা তাহার সেনাপতি হারিছকে নির্দেশ দিলেন, যে ভাবেই হউক খুজাইমাকে সপরিবারে বন্দী করা চাই।

সেনাপতি হারিছ উজির ইয়াছিরের পরিণাম দেখিয়া খুজাইমাকে বন্দী করণে ব্যর্থ হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে সেই চিন্তা করিয়া আটঘাট বাঁধিয়া কাজে ব্রতী হইল। সেনাবাহিনীর বাছাবাছা পাঁচশত নৌ-জোয়ান লইয়া হারিছ ধাবিত হইল বনি আজদের উদ্দেশে। তাহার পরিকল্পনা হইল দিনের বেলা সর্দার খুজাইমা কোথায় থাকে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। কাজেই গভীর রাত্রের অন্ধকারে অতর্কিতে খুজাইমা নিবাস আক্রমণ করিয়া তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।

রাজধানীর যাবতীয় খবর ইতোমধ্যেই খুজাইমার কর্ণগোচর হইল। ইহার একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে, ইহা বুঝিতে তীক্ষ্ণধী সর্দারের অসুবিধা হইল না। সে তাহার গোত্রের সকলকে ডাকিয়া আনিয়া রাজধানীর পরিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞাত করাইয়া সম্ভাব্য বিপদের কথাও বলিল। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল, সম্রাটের যে কোন রূপ প্রতিহিংসার মোকাবিলা করিতে তাহারা বদ্ধপরিকর।

সিদ্ধান্ত শেষে রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকজন যে যার আবাসে ফিরিয়াছে মাত্র, অমনি ওলো জুশেরা! ওলো জুলকেলা!! হুংকার ছাড়িয়া হারিছ তাহার সেনাবাহিনী লইয়া খুজাইমা নিবাসে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মুষ্টিমেয় লোকজন লইয়াই প্রাণপণে মোকাবিলা করিল খুজাইমা।

কিন্তু এইরূপ অসম যুদ্ধের ফল যাহা হইবার তাহাই হইল। বেশ কিছু হতাহতের পর আহত অবস্থায় খুজাইমা বন্দী হইল, বন্দী হইল খুজাইমাপত্নী বিলকিছও। জাবের ইবনে খুজাইমা পালাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল। হারিছ আর বিলম্ব না করিয়া বন্দীদ্বয় লইয়া ধাবিত হইল রাজধানীর পথে।

জাবের মারফত গোত্রের অন্যান্য লোকজন এই দুঃসংবাদ জানিতে পারিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া সমবেত হইয়া যখন হারিছের পশ্চাদ্ধাবন করিল, তখন হারিছ বহু দূরে চলিয়া গিয়াছে। দুধর্ষ খুজবইমা ভক্তগণ আক্রোষে ফাটিয়া পড়িল।

কী? আমাদের সর্দার এবং সর্দারপত্নীকে বন্দী? কিংকর্তব্য নিরূপণ করিবার জন্য তাহারা পরামর্শ করিতে বসিল।

হারিছ বন্দীদের লইয়া রাজধানীতে পৌঁছিল। জুলকেলাকে যখন জানানো হইল যে খুজাইমা এবং বিলকিছ বন্দী হইয়াছে তখন তাহার যেন প্রতিহিংসা কিছুটা প্রশমিত হইল। তিনি নির্দেশ দিলেন, রাষ্ট্রদ্রোহীদের কঠোর সাজা দিবার জন্য নগরের বাহিরে প্রাচীরবেষ্টিত গবাক্ষবিহীন যে লৌহনির্মিত যমকুঠুরি রহিয়াছে বন্দীদের সেখানে নিক্ষেপ করা হউক। আদেশ যথাযথভাবে পালিত হইল। পালাক্রমে দিনেরাতে বিশজন করিয়া সৈনিক নিযুক্ত হইল পাহারার জন্য।

এত করিয়াও বুঝি জুলকেলার মনের ঝাল মিটিল না। তিনি কেনানাকে ক্ষমার চোখে দেখিতে পারিলেন না, তাহাকেও বন্দী করিতে হইবে। কিন্তু কোথায় কেনানা। সে রাজধানীতে নাই। রাগে ক্ষোভে জুলকেলা কেনানা পত্নী আতিয়া এবং শিশু পুত্রটিকে রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।

অক্ষমতার ক্ষোভে এইসব পরিস্থিতির জন্য জুলকেলা মনে মনে দায়ী করিলেন মক্কার কোরাইশ নেতৃবর্গকে। কেন তাহারা মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। প্রতারকের দল, প্রতারণা করিয়াই আমার নিকট হইতে এতগুলো অর্থ আত্মসাত করিয়াছে।

দ্বিতীয় দায়ী করিলেন মহানবীকেই। ঐ মরুচারী মেষ রাখালটাই তো আমার এই সর্বনাশ করিল। অপমানের ডালি মাথায় লইতে হইল তাহার জন্যই তো। রোবাইয়া এবং জেমাদ নিশ্চয়ই তাহার কাছে আশ্রয় নিবার জন্য মদীনায় গিয়াছে। যাক্! সুযোগ মত প্রতিশোধ লইবই।

মনে মনে জুলকেলা এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই আপাতত সব হজম করিলেন।

ঠ

গভীর বনের একটি বৃক্ষ ছায়ায় রোবাইয়া এবং নাফছীয়াকে রাখিয়া জেমাদ বনের ফাঁকে ফাঁকে রাজপথের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাজপথ হইতে নিরাপদ দূরত্বে একটি ছোট পাহাড়ের শীর্ষদেশে আত্মগোপন করিলেন জেমাদ। হঠাৎ দৃষ্টি গোচর হইল কাহারা যেন দ্রুত গতিতে উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। যতটুকু বোঝা গেল, কুহেরামীর নিকটে আসিয়া লোকগুলি কি যেন বলাবলি করিতেছে হাত ইশারায় কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে।

তারপর তাহারা দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া একটি দল বন্দরে শোয়ায়বার দিকে এবং অপর দলটি জেদ্দাভিমুখে অশ্বারোহণে দ্রুত ধাবিত হইল। ইহারা যে কী উদ্দেশ্যে যাইতেছে তাহা বুঝিতে জেমাদের বিলম্ব হইল না।

বনভূমিতে ফিরিয়া গিয়া জেমাদ রোবাইমাকে এই খবরটা জানাইয়া কিছু আহার্য গ্রহণ করতঃ আবার এখানেই ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেই অশ্বারোহীরা ভগ্নমনোরথ হইয়া কাহতানীয়ার দিকে ফিরিয়া যাইতেছে। জেমাদ বনভূমিতে ফিরিয়া গিয়া রোবাইয়াকে তাহা জানাইলেন।

রোবাইয়া বলিলেন, আগামীকল্যও ওরা আমাদের সন্ধান করতে পারে। চলুন! আমরা আল জবিলার দিকে সরে যাই।

যথা বুদ্ধি তথা কাজ। খাদ্য ও পানীয়ের ঝাঁকটি অশ্বের পিঠে চাপাইয়া অন্ধকার বন-পথ ধরিয়া তাহারা অতি কষ্টে চার ক্রোশ পথ হাঁটিয়া যখন আল জবিলায় পৌঁছিলেন, তখন রাত দ্বিপ্রহর। একটি পাহাড়ের গুহায় তাহারা রাত্রি কাটাইলেন। গুহাটি বেশবড় এবং নিরাপদ মনে হইল। চতুর্দিকে বন-ভূমি এবং বালিয়াড়ি। এখানে বসিয়াই অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। তাহারা এখানেই দিনটি কাটাইবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

গোধূলিতে দেখা গেল বন ও বালিয়াড়ীর আড়ালে আড়ালে তিনটি উষ্ট্র দ্রুত হাঁকাইয়া লইয়া হাবিব এই দিকেই আসিতেছে। রোবাইয়ার নির্দেশে নাফছিয়া হাবিবকে ডাকিয়া লইয়া আসিল।

রোবাইয়া জিজ্ঞাসা করিল উটগুলি কিভাবে আনলে হাবিব! কোন অসুবিধা হয়নি তো?

হাবিব বত্রিশদন্ত বাহির করিয়া বলিল, কোন অসুবিধাই হয়নি আম্মি! আমি বোকানাকে বললাম, তুই পালের উটগুলি তাড়িয়ে আল মারার চারণভূমির দিকে নিয়ে যা, আমি ঐ দূরের ছুটগুলিকে তাড়িয়ে নিয়ে আসি। বোকা রোকানা বুঝতেই পারেনি যে আমি আগেই এ গুলি-যে ছুট করে রেখেছি। রোকানা চলে গেল আল মারার দিকে। আমার আর আসতে কতক্ষণ।

রোবাইয়া হাসিয়া বলিলেন, বাহাদুর বেটা! এমন বুদ্ধি না থাকলে কি আর চলে? এবার চল! মদীনায় যেয়েই তোমাদের শাদী মোবারক সম্পন্ন করব ইনশাআল্লাহ! হাবিব বিনয়ের হাসি হাসিয়া সরিয়া গেল।

রাত্রি এক প্রহর অতিক্রান্ত হইলে মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করিল এই ক্ষুদ্র কাফেলাটি। মুখে তাহাদের তৌহিদের বাণী বুকে দুর্জয় সাহস, মনে মোস্তফা চরণে নিবেদিত হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা।

দিনের এক প্রহর পর্যন্ত চলিয়া তাহারা কোন এক নির্জন বনভূমিতে যাত্রা বিরতি করতঃ আহারাদি সারিয়া পালাক্রমে নিদ্রা যান এবং রাত্রে আবার যাত্রা শুরু করেন। এইভাবে কয়েকদিন চলিবার পর জেদ্দা এবং মক্কা তাহাদের পিছনে পড়িল। মনের সদাসন্ত্রস্ত ভাবটি কাটিয়া গেল, আর ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই।

একদিন তাহারা মক্কা মদীনায় যাতায়াতকারী কাফেলার সুপরিচিত রাস্তাটি ছাড়িয়া অনেকটা ডান দিকে একটি পাহাড়ের আড়ালে বনবেষ্টিত একটি নির্জন স্থানে বিশ্রামাদির ব্যবস্থা করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল একটি কাফেলা দক্ষিণ দিক হইতে এই নির্জন স্থানটির দিকেই আসিতেছে। তাহাদের আতংক বাড়িয়া গেল। কি জানি, কাহতানীয়া বাহিনীই তাহাদের সন্ধানে আসিতেছে কিনা কে জানে।

রোবাইয়ার নির্দেশে হাবিব তর তর করিয়া একটি বৃক্ষে আরোহণ করতঃ কাফেলাটি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, কাফেলায় অনেক নারী শিশু দেখা যাচ্ছে আম্মি!

জেমাদ বলিলেন, তাহলে শত্রু নয় এটা নিশ্চিত; তবে বেদুঈন হতে পারে। মরূদ্যানের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে হয়ত। এদেরকেও বিশ্বাস নেই। সাবধান থাকা দরকার। চল! আমরা আরো গভীর অরণ্যে চলে যাই এবং আড়াল হতে এদের গতিবিধি লক্ষ্য করি।

এই বলিয়া তাহারা ত্রস্ত উষ্ট্রাদি লইয়া আরও দূরে সরিয়া গেলেন। জেমাদ একটি বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া দেখিলেন অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেলাটি তাহাদের পরিত্যক্ত স্থানটিতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। একটি উষ্ট্র হইতে সর্বাগ্রে যিনি অবতরণ করিলেন, তিনি তোফায়েল ইবনে আমর।

ব্যাপার বুঝিতে জেমাদের বিলম্ব হইল না। তিনি ত্রস্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া গিয়া তোফায়েলকে জড়াইয়া ধরিলেন। তাহাদের আনন্দ দেখে কে! সেকি কোলাকুলি, মিলামিলি আর গলাগলি!

তোফায়েল প্রশ্ন করিলেন, এত সহজে জুলকেলার কারাগার হতে মুক্তি পেলে কেমন করে জেমাদ ভাই!

জেমাদ বলিলেন, কেমন করে মুক্তি পেলাম তা বলব না, বরং তা দেখাব। এই বলিয়া জেমাদ ছুটিয়া গিয়া রোবাইয়া এখানে লইয়া আসিলেন।

অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া এখানে? তোফায়েল বোবা বনিয়া জিজ্ঞাসা দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলেন জেমাদের দিকে।

এইবার জেমাদ খুলিয়া বলিলেন, তাহার কারামুক্তির বিবরণ। সব শুনিয়া তোফায়েল এবং অন্যান্যরা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলেন। সবাই পঞ্চমুখে করিতে লাগিলেন আল্লাহর শুকরিয়া এবং রোবাইয়ার গুণগান।

জেমাদ এবং রোবাইয়াকে দাউছ গোত্রের অনেকেই বাল্যকাল হইতেই চিনিত এবং কাফেলার বহু নারীই ছিল রোবাইয়ার বাল্যসখী, খেলার সাথি। কেউ বা ছিল আত্মীয়। আজ তাহারা তাহাকে এইভাবে এইখানে দেখিয়া যারপর নাই চমৎকৃত হইল। খেলার সাথি সম্রাজ্ঞী রোবাইয়াকে আজ তাহাদের মাঝে পাইয়া গল্প জমিয়া উঠিল। কেউ বলিল, তুই সম্রাজ্ঞী অবস্থায় আমাদের কথা মনে করতে কি? কেউ বলিল, সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া কি কুড়েঘরে থাকতে পারবি? কেউ বলিল, আজ আমরা একই পথের পথিক, কি মজা কি আনন্দ!

যাহারা শুধু সম্রাজ্ঞী রোবাইয়ার নাম শুনিয়াছে, কোন দিন দেখে নাই, আজ তাহারা রোবাইয়াকে নিজেদের মধ্যে দেখিয়া কিভাবে যে তাহাকে বরণ করিবে, তাহা যেন ভাবিয়া পাইতেছে না। কেহ বা হস্তচুম্বন করে কেহ বা ললাট চুম্বন করে, কেহ বা কোলেই টানিয়া নেয়। রোবাইয়াও পথ শ্রান্তি ভুলিয়া গিয়া তাহাদের মাঝে নিজেকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আনন্দোল্লাস করিতে লাগিলেন

তোফায়েল রোবাইয়াকে বলিতে লাগিলেন, তুমি যে কিভাবে সম্রাজ্ঞীর আরাম-আয়েশ ভোগ-বিলাস ছেড়ে দিয়ে এ কৃচ্ছ্রতার পথ বেছে নিলে, সেটা আমার কাছে এক বিস্ময়। আল্লাহ্ পাকের লাখো শুকরিয়া যে তিনি তোমাকে আলোর সন্ধান দিয়েছেন। তিনি আরও বলিলেন, যে দুঃসাহস এবং বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তুমি জেমাদকে মুক্ত করেছ নিজের জীবনের সুখ সাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে যে অসাধ্য সাধন করেছ, তার জন্য আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।

রোবাইয়া বলিলেন, আমি যা করেছি, তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করেছি। জালেম সম্রাটের হাত থেকে একজন নিরপরাধ ঈমানদারকে বাঁচিয়েছি এটাই আমার গৌরব। রাজ অন্তপুরের ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করেছি বলে আমার একটু দুঃখও নেই, বরং মহানবীর চরণ দর্শনে যাচ্ছি, এটাই আমার আনন্দ।

রোবাইয়ার কথা শুনিয়া তোফায়েল 'আহলান ওয়া ছাহলান ওয়া মারহাবাম বেকে' বলিয়া তাহাকে ধন্যবাদ জানাইলেন।

পরের দিনই তাহারা মদীনাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং কয়েকদিন চলিয়া তাহারা মদীনার প্রবেশদ্বার সবুজ শ্যামল কোবা পল্লীতে উপনীত হইলেন। কোবয়ী পৌছিয়া তাহারা যখন শুনিলেন যে মহানবী মদীনা প্রবেশের পূর্বে এখানেই দুই সপ্তাহ অবস্থান করিয়াছিলেন, তখন তাহারাও সুন্নতে রাসূল পালনার্থে কোবা পল্লীতে দুই সপ্তাহ কাল অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলেন।

যথাসময় অতিবাহিত করিয়া কাফেলাটি মদীনায় রওনা হইল। তোফায়েল জেমাদ, সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া এবং দাউছ গোত্রের বহু নরনারী কোবায় অবস্থান করিতেছেন, এই খবর পূর্বেই মদীনায় পৌছিয়াছিল। কাফেলাটি যখন মসজিদে নববী প্রাঙ্গণে পৌছিল তখন সেখানে মহানবীর সাথে বহু গণ্যমান্য আনছার এবং মুহাজিরগণ উপস্থিত ছিলেন। নবাগত এই দীন পাগলদের কাহাকে কে সকলের আগে লুফিয়া নিবেন, তাহারই প্রতিযোগিতা শুরু হইল। মসজিদ প্রাঙ্গণ এবং মদীনার আকাশ বাতাস মুখরিত হইল দীনের জয় ধ্বনিতে। বিশেষ করিয়া রোবাইয়ার আত্মত্যাগে সকলেই তাহাকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন।

মহানবীর সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়া নবাগতরা আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাহাদের জীবন সার্থক হইল। সব চাইতে বেশি উৎফুল্ল হইলেন, রোবাইয়া। তিনি আনন্দে গাহিতে লাগিলেন !

"কাদ ওয়াজাদতুল কানজাও ওয়া ছুরুরীন নাজা!
ওয়া নাছিতু মাফি কালবী ওয়া জামিয়াল আজা!!"

আমি পাইয়াছি গুপ্তধন এবং মুক্তির আনন্দ। আমি ভুলিয়া গিয়াছি আমার অতীতকে এবং সমস্ত কষ্টকে।

মদীনার জনৈক খাজরাজী আনছারের কোবা পল্লীতে অনেকটা অনাবাদী ভূমি ছিল। এই দাউছ কবিলার মুসলমানদের জন্য তিনি সেই ভূমিখণ্ড দান করিয়া আনছার নামের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

মহানবীর অনুমতিক্রমে তাহারা সেই ভূমিখণ্ডে যাইয়া বসতিস্থাপন করিলেন। স্বাধীনভাবে ধর্মকর্ম পালন করিতে লাগিলেন। প্রায়ই মদীনায় যাইয়া তাহারা মহানবীর সান্নিধ্য লাভ এবং কোরআনের নতুন নতুন অহীগুলি মুখস্থ করিয়া আসিতেন।

আর বিলম্ব না করিয়া রোবাইয়া হাবিব নাফছীয়ার বিবাহ সম্পন্ন করিলেন। রোবাইয়ার ইচ্ছাতেই হাবিব নাফছীয়া হইল তাহার পরিবারভুক্ত। হাবিবের উপার্জনেই চলিতে লাগিল রোবাইয়ার সংসার। নাফছীয়াই হইল তাহার সহচরী এবং পাচিকা।

আবু রাফে সাহাবীদের সঙ্গে হিজরত করিয়া মদীনায় আসিয়াছিলেন। তিনি এতদিন সানিয়াতুল বিদায় স্বস্ত্রীক বসবাস করিতেছিলেন। যখন তিনি খবর পাইলেন যে সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া কবি তোফায়েল জুলকেলার গুণরত্ন জেমাদ এবং দাউছীয়ার আরও অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া মদীনায় তখন তাহার আনন্দ দেখে কে! তিনি গলদঘর্ম হইয়া ছুটিয়া আসিলেন কোবায়।

আবু রাফেকে দেখিয়া সকলেই হুল্লোড় দিয়া উঠিলেন। শুরু হইল মোয়ানাকা, মুসাফাহা, সে কী আনন্দ! সবাই বলিলেন, ভাই আবু রাফে! আপনিই আমাদের পথিকৃত, আপনিই আমাদের দিশারী। আপনিই সকলের মনে জাগিয়ে দিয়ে এসেছিলেন সত্য সন্ধানের এক বিরাট জিজ্ঞাসা।

আবু রাফে বলিলেন, এটা আমার কৃতিত্ব নয়, এটা আল্লাহর দীনের প্রবাহ, যা এখন আরবে আজমে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পৌঁছে যাচ্ছে পর্ণকুটির হতে শাহী মহল পর্যন্ত।

বলাবাহুল্য সেই দিনই আবু রাফে শাবেরীকে লইয়া কোবায় চলিয়া আসিলেন। এখানে গড়িয়া উঠিল একটি নতুন দাউছীয়া পল্লী।

বেচারা কেনানা যেন মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেল। সে ভাবিল আর একবার যদি সম্রাটের হাতে ধরাপড়ি তবে আর রক্ষা নাই। হে আবু রাফে, হে জেমাদ, হে সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া তোমরাই যথার্থ করিয়াছ। আমিও তোমাদের অনুগামী হইলাম। এই বলিয়া কেনানা ব্যথা ভারাক্রান্ত শরীরে কোন রকমে অশ্বারোহণ করিয়া মদীনাভিমুখে অশ্বের মুখ ঘুরাইয়া দিলেন।

প্রহারজনিত ব্যথায় কম্পন দিয়া কেনানার জ্বর আসিল। কিন্তু থামিলে চলিবে না। তাহাকে বন্দী করিবার জন্য যদি জুলকেলা আবার লোক পাঠায়? তাই কেনানা মরিয়া হইয়া চলিলেন। তিনি মক্কার পথে না গিয়া জিদ্দার পথ ধরিলেন। কারণ জিদ্দায় তাহার একজন আত্মীয় আছে, সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া মদীনায় যাইবেন।

কয়েকদিন পরের কথা। কেনানা অনেকটা সারিয়া উঠিলেন। আজই তিনি জিদ্দা পরিত্যাগ করিবেন। এমন সময় ঘটিল এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। মহানবী মক্কা হইতে মদীনায় হিজরত করিয়াছেন, এই খবর পাইয়া আবিসিনিয়ার নাজ্জাসীর দরবারে আশ্রিত মুসলমানদের একটি দল মদীনায় যাওয়ার মানসে আবিসিনিয়া হইতে জিদ্দায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। ইহাদের সাথে কেনানার সাক্ষাৎ পরিচয় হইল। তিনি ইহাদের কাছেই ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাদের সঙ্গেই কোবায় পৌঁছিলেন। এখানেই দেখা হইয়া গেল তোফায়েল, জেমাদ এবং রোবাইয়ার সঙ্গে।

তাহাদের যেন আনন্দ আর ধরে না। প্রশ্নের ওপর প্রশ্ন করিয়া তাহারা কেনানাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। তুমি কীভাবে আসলে? তোমার গায়ে ওগুলি কিসের দাগ? জুলকেলার খবর কী? ইত্যাদি।

কেনানা সকলের প্রশ্নের যথাযথ জবাব দিয়া সকলের কৌতূহল নিভৃত করিলেন।

কোথায় যেন ছিলেন, খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিলেন আবু রাফে। তিনি কেনানার দুর্দশার কথা শুনিয়া বলিলেন, সব ভুলে যাও ভাই কেনানা! জুলকেলার বেত্রাঘাতে আমাদের গা থেকে ঝরে গেছে পৌত্তলিকতার কলুষিত রক্তগুলি। নূরে হেরার পুণ্য পরশে জন্ম নিয়েছে আমাদের নতুন খুন।

একদিন কেনানা তোফায়েল এবং আবু রাফের সঙ্গে মদীনায় যাইয়া মহানবীর সান্নিধ্য লাভে ধন্য হইয়া আসিলেন।

ড

কয়েকদিন পরের কথা। একদিন হঠাৎ রোবাইয়ার অনুজ জাবের ইবনে খুজাইমা চারজন সঙ্গী লইয়া রোবাইয়ার খোঁজে মদীনা যাওয়ার পথে কোবায় পৌঁছিয়া শুনিল যে, রোবাইয়া এখানেই আছে, তখন সে উদভ্রান্তের মত অগ্রজা সকাশে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

অনুজের মুখের দিকে চাহিয়াই রোবাইয়ার অন্তরাত্মা এক অমঙ্গল আশংকায় মোচড় দিয়া উঠিল। তিনি পাগলিনীর মত ছুটিয়া গিয়া জাবেরকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, কি খবর জাবের! তুই কাঁদছিস কেন? বাড়ির খবর কী? আব্বি-আম্মি কেমন আছেন?

আব্বি আম্মির কথায় জাবের আরও ফুঁফাইয়া উঠিল। সে ফুলিয়া ফুলিয়া বর্ণনা করিল তাহাদের মাতা-পিতার বন্দী হইবার ইতোবৃত্ত এবং বর্তমান অবস্থা।

বিবরণ শুনিয়া রোবাইয়া রুষিয়া উঠিলেন, ক্ষেপিয়া গেলেন। চক্ষু হইয়া উঠিল অগ্নিগোলক। কী! আমার মাতা-পিতাকে বন্দী? জাগিয়া উঠিল তাহার কৈশোরের মরুচারিণী রোবাইয়া, গর্জিয়া উঠিল এতদিনকার সুপ্ত ভিতরের সম্রাজ্ঞী সত্তা।

তাহার অশ্ব সাজাইবার জন্য হাবিবকে নির্দেশ দিলেন। তিনি যখন সেনানায়কের বেশ পরিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সবাই তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন প্রশংসার দৃষ্টিতে। তিনি পণ করিলেন, মাতা-পিতাকে মুক্ত না করা পর্যন্ত তিনি এই বেশ পরিত্যাগ করিবেন না।

আবু রাফে তোফায়েল, জেমাদ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, আমরাও তোমার সঙ্গে যাব।

রোবাইয়া বলিলেন, আপনাদের কারো যাবার প্রয়োজন নেই। আমিই যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ! আপনারা শুধু আমার জন্য দোয়া করবেন।

কিন্তু বাঁকিয়া বসিল নাফছীয়া। সে বলিল, আমি আপনার সাথে যাবই আম্মি! কোন অবস্থাতেই আপনার সঙ্গ ছাড়ব না।

অগত্যা রোবাইয়া নাফছীয়াকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন। তাহার জন্যও একটি অশ্ব এবং তরবারি সংগ্রহ করা হইল।

রণ-রঙ্গিনী বীরাঙ্গনা রোবাইয়া সকলের দোয়া লইয়া কাহতানীয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহার অনুগামী হইল নাফছীয়া এবং বনি আজদ হইতে আগত পাঁচজন যুবক। সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত তাকাইয়া রহিলেন রোবাইয়ার ধাবমান অশ্বের দিকে।

মক্কা এবং জিদ্দার মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছিয়া জাবের রোবাইয়াকে বলিয়াছিল যেন বনি আজদে যাইয়া আরো লোক লইয়া যাইয়া যম কুঠুরি আক্রমণ করা হয়।

কিন্তু রোবাইয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, বনি আজদে যেয়ে লোক সংগ্রহ করে আনার মত সময় নষ্ট করার অবকাশ আমাদের নেই। ইনশাআল্লাহ! আমি এবং নাফছীয়াই যম কুঠুরি হতে মাতা পিতাকে উদ্ধার করার জন্য যথেষ্ট। তোমরা ইচ্ছে করলে চলে যেতে পার, ইচ্ছে করলে আমাদের সাথে থাকতে পার। জাবের অগত্যা রোবাইয়ার সাথেই থাকিতে বাধ্য হইল।

আরও কয়েকদিন চলিয়া রোবাইয়া সদলবলে কুহে রামীতে পৌঁছিয়া যাত্রা বিরতি করিলেন। তিনি সকলকে উত্তমরূপে বোঝাইয়া দিলেন, কীভাবে যম কুঠুরি আক্রমণ করিতে হইবে এবং কে কি ভূমিকা পালন করিবে।

প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী পালাক্রমে যম কুঠুরি পাহারা দিবার জন্য আজ সন্ধ্যায় অদ্য রাত্রের প্রহরী বিশজন সৈনিক আসিয়া পৌঁছিয়াছে। পাহারারত বিশজন চলিয়া যাইবার পূর্বে নবাগতদের বন্দীদ্বয়কে প্রত্যক্ষ করাইয়া বন্দীদ্বয়কে বুঝিয়া পাইলাম একরারনামায়। তাহাদের নাম সই রাখিয়া প্রধানফটক এবং মূল যম কুঠরীর চাবি হস্তান্তর করিয়া চলিয়া গেল। নিয়মানুযায়ী নবাগতদের পাঁচজন মূল যম কুঠরির দরজায়, পাঁচজন প্রাচীরফটকে এবং বাকি দশজন রাস্তার মোড়ে পাহারারত হইল।

রাত দ্বিতীয় প্রহর। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী উঁকি দিয়াছে। আলো-আঁধারের সন্ধিক্ষণ। কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। গাছপালা এবং পাহারের অস্পষ্ট ছায়ায় এক ভৌতিক পরিবেশ।

রাস্তার মোড়ে সৈনিকদের কেহ পায়চারী করিতেছে, কেহ পাথরের উপর বসিয়া ঘন ঘন হাই তুলিতেছে, তন্দ্রা কাটাইবার জন্য কেহ বা ইমরুল কায়েছের অশ্লীল প্রেমসংগীত জুড়িয়া দিয়াছে, কেহ বা বাহবা বলিতেছে। ফটকরক্ষী এবং যম কুঠুরির বীরদেরও একই অবস্থা।

খটাখট! খটাখট!! খটাখট!!! সহসা অশ্ব খুরধ্বনি শুনিয়া সাঙ্গ হইল তাহাদের প্রেমসঙ্গীত বন্ধ হইল, হাই থামিয়া গেল পায়চারী। গুছাইয়া উঠিতে না উঠিতেই কি হইল বুঝিতে না বুঝিতেই তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল রোবাইয়া বাহিনী।

সৈনিকগণ রুখিয়া দাঁড়াইল বটে? কিন্তু আক্রমণকারীরা ছিল অশ্বারোহী আর তাহারা হইল পদাতিক। কাজেই সৈনিকগণ রণে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না। দুইজন সৈনিক ধরাশায়ী হইল। ইহাতে সৈনিকগণ হতভম্ব হইয়া চিৎকার দিয়া প্রয়াসী হইল প্রাচীরফটকরক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে।

ফটকরক্ষীগণ ধানাই-পানাই করিয়া ছুটিল বটে! কিন্তু পূর্ব পরামর্শ অনুযায়ী জাবের তাহার তিনজন সঙ্গী লইয়া তাহাদের গতিরোধ করিল। প্রহরীগণ বুজিতে লাগিল বটে! কিন্তু তন্দ্রালু অবস্থায় পদাতিক হইয়া অশ্বারোহীদের ডিংগাইয়া অগ্রসর হইতে পারিল না; বরং অল্প সময়েই তাহারা নিপাত হইল।

গোলমাল শুনিয়া যমকুঠুরি রক্ষীরাও ছুটিল বটে; কিন্তু অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য প্রাচীরফটকে বাহির হইতে তালাবন্ধ থাকায় তাহারা বাহিরে আসিতে পারিল না বরং ভিতরে আটকা পড়িয়া মরণ চিৎকার শুরু করিল।

রাস্তার মোড়ে তখন চলিতেছে জঙ্গে ফেজার। এমন সময় রোবাইয়া করিয়া বসিলেন এক দুঃসাহসিক কাণ্ড। তিনি লাফাইয়া অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া যুদ্ধ শুরু করিলেন। যোদ্ধা বেশি রোবাইয়াকে চিনিতে পারিয়া তাহারা চিৎকার দিয়া উঠিল সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া? আপনার এই কাজ? এই বলিয়া তাহারা একযোগে রোবাইয়াকে আক্রমণ করিল। রোবাইয়ার অনুগামী হইল নাফছীয়াও।

বনি আজদের অবশিষ্ট যুবকটি যুদ্ধ করিবে কী? সে এই রণ-রঙ্গিনীর অসিচালনা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল। খুজাইমা তনয়া বটে!

রোবাইয়ার হাতে আরো পাঁচজন সৈনিক প্রাণ হারাইল, নাফছীয়ার হাতে নিহত হইল দুইজন। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া অবশিষ্ট সৈনিকটি ঊর্ধ্বাসে পালাইতে লাগিল।

রোবাইয়া এক লাফে অশ্বারোহণ করিয়া পলাতক সৈনিকের পিছনে ধাওয়া করিলেন। রোবাইয়ার দ্রুতগামী অশ্বের সঙ্গে তাল রাখিয়া ক্লান্ত সৈনিক দৌড়াইয়া আর কাহাতক যাইবে। সে ধরা পড়িল এবং নিহত হইল।

প্রাচীর ফটকরক্ষীদের জেব তালাশ করিয়া পাওয়া গেল ফটকের চাবি। রোবাইয়া যখন ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন, তখন যমকুঠুরির রক্ষীগণ তাহাদের তরবারি মাটিতে রাখিয়া হাত মাথার উপর তুলিয়া আত্মসমর্পণ করিল।

জাবের ইহাদেরকেও হত্যা করিতে চাহিলে রোবাইয়া তাহাকে বারণ করিয়া বলিলেন, এরা তো আর আমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, তাই এদেরকে হত্যা করা যাবে না। তবে তাহাদের বন্দী করা হইল।

বাহিরের গোলমাল শুনিয়া যমকুঠুরির খুজাইমা এবং বিলকিছ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, নিশ্চয়ই বাহিরে একটা কিছু ঘটিতেছে।

বন্দীদের একজনের নিকট হইতে যমকুঠুরির চাবি লইয়া তালা খুলিয়া এমন সময় যমকুঠুরিতে প্রবেশ করিলেন রোবাইয়া। তাহাকে দেখিয়া খুজাইমা এবং বিলকিছ যেন জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। একযোগে তাহারা রোবাইয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, মা! তুই আমাদেরকে মুক্ত করলি? তাহাদের সে কী কান্না।

খুজাইমা বলিল, মা! তুই আমার উপযুক্ত কন্যা। তোর পথই আমার পথ। এই বলিয়া খুজাইমা তখনই ইসলাম গ্রহণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিলকিছ এবং জাবেরও।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল। রোবাইয়া মাতা-পিতাকে মদীনায় লইয়া যাইতে চাহিলে খুজাইমা বলিলেন, তুচ্ছ জুলকেলার ভয়ে আমি মদীনায় যেয়ে আত্মরক্ষা করব, তা হয় না মা। আমি মদীনায় চলে গেলে বনি আজদ হয়ে পড়বে নেতৃহীন। তখন জুলকেলা নিরীহ বনি আজদের নিশ্চিহ্ন করে দিবে। সে দিন এক প্রকার বিনা যুদ্ধে আমাকে বন্দী করেছিল বলে মনে করিসনে। বনি আজদের একটি লোক জীবিত থাকতে জুলকেলা আবার আমাকে বন্দী করতে পারবে।

কিন্তু রোবাইয়াও বনি আজদে যাইতে চাহিলেন না। বিলকিছ কাঁদিয়া আকুল। রোবাইয়া মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন মা, আল্লাহ যেন আমাকে চিরদিন শির উঁচু করেই টিকিয়ে রাখেন। বিলকিছ মেয়ের জন্য দোয়া করিলেন।

খুজাইমা জাবের এবং তাহার সঙ্গীদের সমভিব্যাহারে রোবাইকে মদীনার পথে রওনা করাইয়া দিলেন। বন্দীগণ খুজাইমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আনুগত্যের শপথ নিলে তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করতঃ তাহাদের লইয়া মৃত সৈনিকদের অশ্বারোহণেই বনি আজদে যাত্রা করিলেন।

রোবাইয়া কোবা পল্লীতে পৌছিলে খবর শুনিয়া তোফায়েলগং তাহার কীর্তির জন্য তাহাকে ধন্য ধন্য বলিতে লাগিলেন।

পরের দিন সকালে পাহারার বদলী সৈনিকগণ যমকুঠুরি প্রাঙ্গণে আসিয়া তাহাদের সঙ্গা বিলুপ্তির উপক্রম মুখে রা সরিতে চাহে না। একি বীভৎস কাণ্ড! পনের জন সৈনিক নিহত, পাঁচজন পলাতক, বন্দীদ্বয় উধাও। যেন ভোজবাজির কারবার। রাতারাতি একি হইল। কে বা কাহারা এমন করিয়াছে, তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না।

মৃত সৈনিকদের তদারক করার সময় দেখা গেল একজন তখনও ধুকিতেছে। একজন মুমূর্ষুর কানের কাছে মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের এ অবস্থা কেন?

মুমূর্ষু ব্যক্তি টানিয়া টানিয়া বলিল, সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া।

সৈনিক আবার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ!! বল সম্রাজ্ঞী রোবাইয়ার কথা কি বলছিলেন।

মুমূর্ষু ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল, আ-ক্র-ম-ণ...। সে আর বলিতে পারিল না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ইহাদের সেনানায়ক তৎক্ষণাৎ একজন সৈন্য পাঠাইয়া জুলকেলাকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইল। খবর শুনিয়া জুলকেলার কিছুতেই যেন ইহা প্রাতিতী হইতে চাহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্বনাশ! একি হৃদয়বিদারক কাণ্ড। তাহার স্ত্রী রোবাইয়ার এই কীর্তি? রাগে দুঃখে, অপমানে এবং আত্মপরাজয়ে তিনি পাগলপ্রায় হইয়া গেলেন। না, রোবাইয়াকে আর ক্ষমা করা যায় না। তাহাকে বন্দী করিতেই হইবে। সে নিশ্চয়ই তাহার মাতা-পিতাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া বনি আজদে ফিরিয়া যাইতেছে মাত্র। এখনও পথেই আছে।

ত্বরিতে জুলকেলা নগরে ফিরিয়া আসিয়া দুইশত সৈন্য সমভিব্যাহারে রোবাইয়াকে বন্দী করিবার মানসে বনি আজদের পথে যখন ধাবিত হইল, তখন বেলা দ্বিপ্রহর। বনি কুতবা পর্যন্ত পৌঁছিয়া জুলকেলা বস্তির লোকদের কাছে জানিতে পারিলেন যে সর্দার খুজাইমা সর্দারপত্নী বিলকিছ এবং পাঁচজন সৈনিক বেলা এক প্রহরের আগেই বনি কুতবা পার হইয়া গিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া ছিলেন না।

খবর শুনিয়া জুলকেলা দমিয়া গেলেন। রোবাইয়াকেই যদি বন্দী করা না যায় তবে অনর্থক খুজাইমার পিছনে ধাওয়া করিয়া কী হইবে? খুজাইমাকে পুনরায় বন্দী করিলে শক্তিশালী দুর্ধর্ষ বনি আজদ চিরতরেই হইবে তাহার হাতছাড়া। এই গোত্রটি হাতছাড়া হইলে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙিয়া পড়িবে। ঝুঁকের মাথায় রোবাইয়ার অপরাধে খুজাইমাকে বন্দী করাই তাহার ভুল হইয়াছিল। এখন ইহাদিগকে আর উত্ত্যক্ত না করিলে হয়ত ইহাদের ক্ষোভ একদিন কমিয়া আসিবে এবং অনুগত থাকিবে। কাজেই আর বাড়াবাড়ি না করাই ভাল। এই মনে করিয়া জুলকেলা সসৈন্যে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

খুজাইমা তথা বনি আজদ ব্যাপারে নমনীয় হইলেও জুলকেলা সদাসতর্ক থাকিলেন যেন আর কোন ইসলামী ঢেউ কাহতানিয়ায় আসিতে না পারে। অধিকন্তু তিনি বন্দী ইয়াছিরের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন।

খুজাইমা এবং বিলকিছকে ফিরিয়া পাইয়া আজদবাসী তাদের হারানো মনোবল এর ভারসাম্য ফিরিয়া পাইল এবং রোবাইয়ার কৃতিত্বের জন্য হইল গর্বিত। কিন্তু তাহাদের দুঃখ হইল রোবাইয়া কেন তাহাদের দেখা দিয়া গেল না।

খুজাইমা অনুমান করিলেন, জুলকেলা নীরব থাকিবে না। সে প্রতিশোধ নিবার জন্য বনি আজদ আক্রমণ করিতে পারে। তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তাহার দুর্ধর্ষ বনি আজদদের লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ময়দানে বাহির হইয়া আসিলেন এবং মহড়া দিতে থাকিলেন।

কয়েকদিন পরের কথা। জুলকেলার চরেরা যাইয়া তাহাকে জানাইল যে বনি আজদের শত-সহস্র যোদ্ধা খুজাইমার নেতৃত্বে ময়দানে যুদ্ধের মহড়া দিতেছে। ইহা শুনিয়া জুলকেলা স্তম্ভিত হইলেন।

খুজাইমা যখন জানিতে পারিলেন যে জুলকেলা সসৈন্যে রাস্তা হইতে ফিরিয়া গিয়াছে তখন তিনি মহল্লায় ফিরিয়া গেলেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইলেন। তাহার অল্প দিনের প্রচেষ্টাতেই বনি আজদের অনেক লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়া ধন্য হইলেন।

রোবাইয়া কোবা পল্লীতে পৌঁছিলে তাহার কৃতিত্বের কথা শুনিয়া তোফায়েলগং তাহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।

ঢ

কেনানা কিছুদিন মদীনা এবং কোবা পল্লীতে কালক্ষেপণ করিয়া ভাবিত হইয়া পড়িলেন। জালেমের দেশে স্ত্রী-পুত্রকে রাখিয়া আসিয়াছেন। আমি কীভাবে কোথায় আছি তাহা তাহারা জানে না, আমিও জানি না তাহাদের বর্তমান অবস্থা। কাহতানীয়ায় যাইয়া তাহাদেরকে এখানে লইয়া আসিলে কেমন হয়। কয়েকদিন চিন্তা-ভাবনা করিয়া তোফায়েলের অনুমতিক্রমে একদিন কেনানা কাহতানীয়া যাত্রা করিলেন।

কেনানা ভাবিলেন আমি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছি তাহা যদি জুলকেলা কোন প্রকারে জানিতে পারিয়া থাকে, তবে বিপদ হইতে পারে। আমাকে দেখামাত্রই সে আমাকে বন্দীও করিতে পারে। তাই তিনি একদিন রাত্রির অন্ধকারে রাজধানী কাহতানীয়ার যে নিভৃত মহল্লায় তাহার আবাসস্থল ছিল সেখানে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন তাহার গৃহটি পরিত্যক্ত অবস্থায় রহিয়াছে। তিনি গৃহের দোরগোড়ায় বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, শিশুপুত্র হাশিমকে লইয়া আতিয়া গেল কোথায়? পিত্রালয় হামাদানে গিয়াছে? নাকি জুলকেলা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, কখন যে তাহার সম্মুখে দুইজন অশ্বারোহী যমদূতের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বুঝিতেই পারেন নাই।

অশ্বারোহীদের একজন কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কেনানার পরিত্যক্ত বাড়িতে কে তুমি মুছাফির। মনুষ্যমুখে নিজের নাম শুনিয়াই কেনানা ত্রস্তে উঠিয়া নিজের অশ্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি ফাঁস রজ্জুতে আটকিয়া হুমড়ি

খাইয়া পড়িয়া গেলেন। জুলকেলার প্রহরীগণ তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলিল। কেনানা বন্দী হইলেন।

পরের দিন প্রাতে প্রহরীগণ বন্দী কেনানাকে জুলকেলার দরবারে হাজির করিল। জুলকেলা কেনানাকে দেখিয়া গর্জিয়া উঠিলেন। নিমকহারাম নরাধম! তুইও কি মদীনায় যেয়ে মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্মগ্রহণ করে এসেছিস নাকি!

রাত্রির অন্ধকারে যে ভয় কেনানাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, দিবালোকে তাহা শূন্যে মিলাইয়া গেল। সত্যসেবী নূরে হেরায় স্নাত কেনানা নির্ভীক কণ্ঠে বলিলেন, আপনার অনুমান সত্য। আমি মদীনায় যেয়ে মোস্তফাচরণে নিজকে সমর্পণ করেছি, ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়ে এসেছি। সম্রাজ্ঞী রোবাইয়াও...।

কেনানা তাহার কথা শেষ করিতে পারিলেন না জুলকেলা গর্জন করিয়া উঠিলেন, চুপ কর নিমকহারাম। কেনানা চুপ করিলেন।

জুলকেলা নির্দেশ দিলেন কেনানাকে কারাগারে নিয়ে যাও। অন্তত একটি মুসলমানকে প্রাণদণ্ড দেয়ার এ সুযোগ আর ছাড়া যায় না। ঘোষণা করে দাও, আগামী অপরাহ্নে হবে কেনানার প্রাণদণ্ড। বধ্যভূমিতে তাই বধ্যমঞ্চ স্থাপন কর। বসে বসে প্রাণদণ্ড উপভোগ করার জন্য বধ্যমঞ্চের তিন দিকে তৈরি কর দর্শকদের বসার স্থান। শুধু এমনিতেই হত্যা করলে চলবে না। ধর্মদ্রোহী যাতে তার সাজার মজা তিলে তিলে ভোগ করতে পারে তার জন্য তাকে উত্তপ্ত বর্শাদ্বারা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করতে হবে। কাজেই বর্শা উত্তপ্ত করার জন্য তৈরি করবে অগ্নিকুণ্ড। আরও ঘোষণা করে দাও, নগরের সমস্তলোক যেন বধ্যভূমিতে উপস্থিত থেকে ধর্মদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড উপভোগ করে। দর্শকের কারো ইচ্ছে হলে বন্দীর গায়ে পাথর মেরে সাধ মিটাতে পারবে।

ঘোষণা শুনিয়া নগরে এক পৈশাচিক আনন্দের বান ডাকিয়া গেল। বহুদিন পর তাহারা একটি মজা দেখিতে পারিবে। বন্দীর গায়ে দুই একটি পাথর নিক্ষেপ করা তো উপরি পাওনা রহিলই। অনেকের হাত এখন হইতেই পাথর ছুড়িবার জন্য নিসপিস করিতে লাগিল। বন্দীর কোন কোন অঙ্গে পাথর নিক্ষেপ করিবে তাহাও ভাবিয়া রাখিল অনেকেই। কেহ কেহ বা পাথর সংগ্রহ করিয়াও রাখিল।

কারাগারে উজির ইয়াছিরকে দেখিয়া কেনানা খুবই বিস্মিত হইলেন। ইয়াছিরও কেনানাকে এখানে দেখিয়া কম বিস্মিত হন নাই। তাহারা উভয়েই ছিলেন বনি হামাদান গোত্রের লোক। তাই তাহারা পরস্পরের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল। উভয়েই উভয়ের কারাবরণের কারণ জানিতে পারিয়া খুবই মর্মাহত হইলেন। কি অপরাধ আমাদের! সব শুনিয়া ইয়াছির বলিলেন, তোফায়েল এবং জেমাদের মৃত্যু দণ্ডটা আগামীকল্য তোমার ওপর বর্তাইল।

ইয়াছির কেনানার মুখে মহানবীর ঔদার্য, ইসলামের মাহাত্ম্য, আল কোরআনের শিক্ষা সবই শুনিলেন। শুনিলেন তোফায়েলের খবর, জেমাদের কাহিনী, রোবাইয়ার

ইতিহাস, তাহার দুঃসাহসিক অভিযানের সাফল্য ছাজেদা হাবিবের ভূমিকা, বিবাহ, সবই।

ইয়াছির বলিলেন, ভাই কেনানা! তোমার কথামালা খুবই প্রাণস্পর্শী। আরও বল শুনি, মনপ্রাণ তৃপ্ত করি। তোফায়েল, জেমাদ, রোবাইয়া এবং তুমি যে মহা সম্পদ লাভ করলে, যে আলো বুকে পুরে নিয়ে এলে, তোমার মৃত্যুর পূর্বে তার কিঞ্চিত ভাগ আমাকে দিয়ে যাও, জীবন চলার পথের দিশা দেখিয়ে যাও।

কেনানা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ইয়াছিরকে ইসলামের সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিয়া শোনাইলেন, মহানবীর শিক্ষা সম্বন্ধে অবহিত করিলেন, বলাবাহুল্য, ইয়াছির তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিয়া হইলেন ধন্য, তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন:

আশহাদু আল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু, ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

একজন কারাপ্রহরী আড়াল হইতে ইয়াছিরের কালেমা পাঠ শ্রবণ করিয়া জুলকেলাকে যাইয়া তাহা বলিয়া দিল। ইহা শুনিয়া জুলকেলার আগুনে ঘৃতাহুতী হইল। কী, অকালকুষ্মাণ্ডটারও শেষপর্যন্ত মতিভ্রম ঘটল! ভেবেছিলাম! ওকে মুক্তি দেব। কিন্তু আর নয়। দাও! ঘোষণা করে দাও আগামীকল্য ইয়াছির এবং কেনানার একই সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড হবে।... কারাগারে ইয়াছিরকেও এই খবর জানাইয়া দেওয়া হইল।

কেনানা বলিলেন, ভাই ইয়াছির আর ভাবনা কি। চল, আজ সারারাত প্রাণভরে মহাপ্রভুর গুণগান করে অতিবাহিত করি।

ইয়াছির বলিলেন, মরণে আমার কোন দুঃখ নেই, শুধু আফসোস রয়ে গেল যে মহানবীর নূরবদন দেখার সৌভাগ্য হল না।

তাহারা সারারাত নামায এবং জিকির আজকার করিয়া কাটাইয়া দিলেন।

বধ্যমঞ্চ প্রস্তুত হইল। অনতি দূরেই মঞ্চ ঘিরিয়া তিনদিকে তাঁবু খাটাইয়া প্রস্তুত হইল দর্শকদের বসিবার স্থান। মাঝখানে বিরাট শামিয়ানা খাটাইয়া তৈয়ার করা হইল জুলকেলা এবং গণ্যমান্যদের বসিবার আসন। জ্বালানো হইল বিরাট অগ্নিকুণ্ড। সেখানে উত্তপ্ত হইতে লাগিল শতাধিক বর্শা।

এই সমস্ত করিতে করিতেই বেলা দ্বিপ্রহর গড়াইয়া গেল। আগে ভাগেই বসিবার স্থান দখল করিবার জন্য দলে দলে নর-নারী বালক বালিকা আসিতে লাগিল।

জুলকেলার নির্দেশে কারাগার হইতে ইয়াছির এবং কেনানাকে বাহিরে আনিয়া গাধায় চড়াইয়া শহর প্রদক্ষিণে বাহির করা হইল। পিছনে পিছনে চলিল বাদ্যকরের দল। বাজনার তালে তালে আদিম উল্লাসে নাচিয়া হৈ-হুল্লোড় করিয়া চলিল অগণিত দর্শক, বালক বালিকা। বন্দীদ্বয়ের নুড়ি পাথর। এমন ঘটা করিয়া মৃত্যোদ্‌সব তাহারা আর দেখে নাই।

শহর প্রদক্ষিণ শেষ করিয়া বন্দীদ্বয়কে বধ্যমঞ্চের কাছে আনা হইল। জুলকেলা ডাকিয়া বলিলেন, শুন ইয়াছির! শুন কেনানা! এখনও সময় আছে মুহাম্মদের (সাঃ) ধর্ম পরিত্যাগ কর, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে। আর দেয়া হবে পঞ্চাশ হাজার করে দেরহাম পুরস্কার।

ইয়াছির বলিলেন, আমরা যে মহাসত্যের সন্ধান পেয়েছি, তার তুলনায় আপনার পঞ্চাশ হাজার দেরহাম অতি তুচ্ছ। আর মৃত্যু মানুষের শেষ পরিণতি। তার জন্য মুসলমান মোটেই পরোয়া করে না। আপনার যা মনে চায় তাই করুন। আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করব না।

কেনানা বলিলেন, এখনও সময় আছে জনাব, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, তা হলেই ইহকাল এবং পরকালে শান্তি লাভ করতে পারবেন।

জুলকেলা গর্জন করিয়া উঠিলেন, কী! যতবড় মুখ নয় তত বড় কথা! তোদের ঔদ্ধত্যের প্রতিফল এখনি পাবে। বসো! এই বলিয়া তিনি বন্দীদের এখনি বধ্য মঞ্চে লইয়া যাইবার জন্য জল্লাদদের নির্দেশ দিলেন।

বন্দীদের বধ্যমঞ্চে দাঁড় করানো হইল। তাহাদের চোখে মুখে এক স্বর্গীয় আভা বিরাজ করিতেছে। সেখানে এক মহাপ্রশান্তির আভাস। ভয়ের লেশমাত্র চিহ্ন নাই। নাই কোন আকুতি মিনতি। তাহারা প্রফুল্ল মনে আল্লাহর গুণ-গান করিতেছেন।

কেনানা গাহিলেন–

আল মাউতু মিন আমরিল্লাহে লানা ফারহুন!

ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন!!

মৃত্যু, ইহা আল্লাহের আদেশ আমাদের জন্য ইহা আনন্দ। আমরা সকলেই আল্লাহের জন্য এবং আমরা তাহারই দিকে প্রত্যাবর্তন করিতেছি।

ইয়াছির গাহিলেন :

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু লা-মাবুদা গায়রুহু!

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু!!

আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নাই। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মুহাম্মদ (সাঃ) তাহার বান্দা এবং রাসূল।

এরিমধ্যে মহলের বাঁদীদের সাথে ইয়াছিরপত্নী মুহরীমা আসিয়া হাজির হইয়াছিলেন বধ্যভূমিতে। তিনি জুলকেলার পদপ্রান্তে পড়িয়া চোখের জলে চাহিতেছিলেন স্বামীর প্রাণভিক্ষা। সেই দিকে জুলকেলার ভ্রূক্ষেপ নাই। কেনানা এবং ইয়াছিরের নজম শুনিয়া জুলকেলা ক্ষেপিয়া গেলেন। তিনি জোর লাথিতে মুহরীমাকে ছিটকাইয়া ফেলিয়া উত্তপ্ত বর্শা লইয়া বধ্যমঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতে জল্লাদদের নির্দেশ দিলেন। জল্লাদগণ নির্দেশ পালনে অগ্রসর হইল। বন্দীদের গায়ে প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল জনতা।

পাগলিনী মুহরীমাকে কয়েকজন বাঁদী ধরিয়া রাখিল। ছাড়া পাইবার জন্য তিনি দাপাধাদী করিতেছেন।

কিছুক্ষণ হইতেই ঝির ঝির বাতাস বহিতেছিল। তাহাতে দুলিতেছিল তাঁবু-শামিয়ানার প্রান্তভাগ। বায়ুপ্রবাহ ক্রমেই বাড়িতেছিল। হঠাৎ শোনা যাইতে লাগিল বাতাসের একটানা শো! শো!! শব্দ, জল্লাদ, জনতা দর্শকবৃন্দ সবাই উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। জল্লাদগণ বর্শা হাতে স্তব্ধ, জনতা প্রস্তর হাতে পাথরবৎ। দর্শকবৃন্দ আর মুখরিত নয়, তাহারা মূক, ও কিসের শব্দ।

শব্দ ক্রমশ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতে লাগিল। মনে হইল যেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কোটি! কোটি!! অর্বুদে! অর্বুদে!! খর্বে! নিখর্বে মশক বাহিনী নমরূদ বাহিনীকে ধ্বংস করিবার জন্য প্রলয়ংকরী মহারবে দুনিয়া উলট-পালট করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। শুরু হইল ঘূর্ণি-বাত্যা। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রাশি রাশি বালি উড়াইয়া চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। মুখমণ্ডলে তীরের ফলার মত বিদ্ধ হইতে লাগিল বালিকণা। নাকে চোখে ঢুকিতে লাগিল বালি আর বালি। না পারা যায় কথা বলিতে, না পারা যায় চাহিতে, না নেওয়া যায় নিশ্বাস। মুহূর্তে শুরু হইল প্রলয়কাণ্ড। নাকে মুখে হাত চাপা দিয়া যে যে দিকে পারিল, ছুটিতে লাগিল। বাত্যা তাড়িত হইয়া আগুন ছড়াইয়া পড়িল, তাঁবুতে তাঁবুতে শামিয়ানা হইতে শামিয়ানায়।

প্রাণভয়ে ভীত নর-নারী বালক বালিকাদের আর্তচিৎকারে আরও ভয়াবহ হইয়া উঠিল বধ্যভূমি। কে রাখে কাহার খবর! চতুর্দিকে শুধু বালি আর বালি, আগুন আর আগুন, চিৎকার আর চিৎকার। যেন শুরু হইয়া গেল প্রলয় হইতে মহাপ্রলয়, কেয়ামতের এক মহাবিভিষিকা। কতো বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, নারী , শশু যে ধাবমান জনতার পায়ের নিচে পিষ্ট হইতেছে, কে তাহার খবর রাখে। সবাই চাচা আপন প্রাণ বাঁচা, চাচী আমি আগে বাঁচি অবস্থা।

প্রথম ঝাপটাতেই মুক্তি পাইয়া মুহরীমা তীর বেগে ছুটিয়া গেলেন বধ্যমঞ্চের কাছে। ততক্ষণে ঝড়ের ঝাপটায় বধ্যমঞ্চ উলটাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। কেনানা এবং ইয়াছির হুমড়ি খাইয়া নিচে পড়িয়া গেলেন। মুহরীমা চিৎকার দিয়া ডাকিলেন ওগো! তুমি কোথায়?

স্ত্রীর কণ্ঠ চিনিতে পারিয়া ইয়াছির বলিলেন, এই যে আমি।

অন্ধকারে স্বামীর হাত ধরিয়া মুহরীমা বলিলেন, চল! আর দেরি নয়।

কেনানা পড়িয়া গিয়া সামান্য ব্যথা পাইয়াছিলেন। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। তিনি বলিলেন, আমি যে উঠতে পারছি না।

ইয়াছির এক হাতে স্ত্রীকে এবং অপর হাতে কেনানাকে ধরিয়া বালিয়া বালিঝড় আর ধূম্রজালের অন্ধকারে বনাভিমুখে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। কতজন যে তাহাদের গায়ে লাগিয়া ছিটকাইয়া পড়িল, কতজন যে চিৎপটাং হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহারা ছুটিলেন তো ছুটিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বালিঝড় থামিল বটে! কিন্তু দেখা গেল বধ্য-ভূমিতে আর কিছু অবশিষ্ট নাই। ঝড়ে উড়িয়া, আগুনে পুড়িয়া সব নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

জুলকেলা বুঝিতে পারিলেন বন্দীরা অনেক পূর্বেই পালাইয়া গিয়াছে। তবু তৎক্ষণাৎ তিনি বন্দীদের পুনরায় গ্রেফতার করিবার জন্য চতুর্দিকে দুর্ধর্ষ যুবকদের পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা কয়েকদিন পর্যন্ত দুম্বা খোঁজা খুঁজিয়াও বন্দীদের কোন সন্ধান করিতে পারিল না।

বারংবার আত্ম-পরাজয়ের গ্লানিতে জুলকেলা মুষড়িয়া পড়িলেন। মনের নিভৃতে শুধু ধিকি! ধিকি!! করিয়া জ্বলিতে লাগিল অক্ষমতা আর প্রতিহিংসার অগ্নিকুণ্ড। হায়! সকলি গরল ভেল।

বন্দীত্রয় বধ্য-ভূমি হইতে পালাইয়া বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। বালি ঝড় থামিয়া গিয়াছে। তাই তাহারা যাত্রাবিরতি করিয়া নিকটস্থ একটি পাহাড়ের গুহায় আত্মগোপন করিলেন।

কেনানা বলিলেন, দেখলে ভাই ইয়াছির! আল্লাহর কুদরত দেখলে! নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে তিনি কেমন করে বাঁচালেন আমাদেরকে।

ইয়াছির বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ! তুমি আমাকে যে আলোর সন্ধান দিয়েছো, আমাকে যে বিশ্বাসের ছবক শিখিয়েছো, যে পথের দিশা দেখিয়েছে, আজকের ঘটনায় আমার সে আলো হয়ে উঠেছে ধ্রুব সূর্য, আমার সে বিশ্বাস হয়েছে পাথরে খোদাই শিল্প, আমার জীবন চলার পথ হয়ে উঠেছে আলোক উজ্জ্বল বাধামুক্ত, দিগন্ত প্রসারী। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত মহানবীর চরণ দর্শন করতে না পারব, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার মনের শূন্যতা পূরণ হবার নয়।

বনের খেজুর এবং ঝরণার পানি পান করিয়া তাহারা এই গুহায় কয়েকদিন কাটাইয়া দিলেন। গভীর বন-বেষ্টিত শ্বাপদ-সংকুল এই পাহাড়ের গুহায় কোন মানুষ যাইতে পারে না, এই ধারণায় জুলকেলার সন্ধানী চরেরা এখানে সন্ধান করে নাই।

যখন তাহারা বুঝিতে পারিলেন যে জুলকেলার সন্ধানী দল এতদিনে নিশ্চয়ই তাহাদের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহারা গুহা হইতে বাহির হইয়া পদব্রজেই মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু কেনানার পদ-যুগল যেন চলিতে চাহে না; মনটি কেবল কাহতানিয়ার অলি-গলিতে আঁকু-পাঁকু করিয়া ফিরিতেছে যেন। স্ত্রী-পুত্রের সন্ধান করিতে আসিয়া কি করিতে পারিলাম। না পাইলাম তাহাদের সাক্ষাৎ, না পাইলাম তাহাদের কোন সন্ধান। তিনি বলিলেন, আমার স্ত্রী পুত্রের কি হবে, ভাই ইয়াছির। ইয়াছির কেনানাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, ধৈর্য্য ধর এবং বিশ্বাস রাখ কেনানা, যে কোন স্থানেই হোক আল্লাহ তোমার স্ত্রী-পুত্রকে হেফাজত করে রেখেছেন। একদিন তাদের দেখা পাবেই।

কেনানা ধৈর্য্যে বুক বাঁধিয়া স্ত্রী পুত্রকে আল্লাহর হাওলা করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। জাবালে কোরার পা ঘেঁষিয়া সাগর পারের পথে বন্দরে শোয়ায়বা কিংবা জেদ্দার পরিচিত পথে যাইতে তাহাদের সাহস হইল না। কি জানি! জুলকেলার চরেরা ঐ পরিচিত পথে হয়ত আরও কিছুদিন নজর রাখিতে পারে। তাই তাহারা গভীর বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়াই চলিতে লাগিলেন। দিনের বেলা তাহারা কোন গভীর অরণ্যে অথবা পর্বত গুহায় আত্ম-গোপন করেন, রাত্রিবেলা পুনরায় পথ চলেন।

এইভাবে সপ্তদিনে তাহারা মক্কার উপকণ্ঠে বনি খোজা গোত্রে পৌঁছিলেন এবং সর্দারের বাড়িতে যাইয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মদীনা হইতে কেনানা শুনিয়া আসিয়াছিলেন যে বনি খোজাগণ মহানবীর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতিশীল। এই সাহসেই তাহারা সর্দারের শরণাপন্ন হইলেন। সর্দারও তাহাদেরকে আশ্রয় দিলেন।

ততক্ষণে বেলা অনেক উপরে উঠিয়াছে। বাড়ির আঙ্গিনায় একটি ছায়াঘন বৃক্ষের নিচে বসিয়া সর্দার বুদায়েল তাহাদের ইতোবৃত্ত শুনিতেছেন। মুহরীমাও এক পার্শ্বে উপবিষ্টা!

এমন সময় চার পাঁচ বছরের একটি বালক মেহমান দেখিবার জন্য সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটিকে দেখিয়াই কেনানা পাগলের মত ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। এ যে তাহারই পুত্র আকিল। আকিলও পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিল। সে বলিতে লাগিল আপনি এতদিন কোথায় ছিলেন আব্বু। কেনানার চোখে তখন আনন্দাশ্রু, মুখে আল্লাহর শুকরিয়া বাণী।

খবর শুনিয়া অন্দরমহল হইতে পাগলীনীর মত ছুটিয়া আসিলেন কেনানা পত্নী আতিয়া। সর্দারের আঙ্গিনা পরিণত হইল এক আনন্দমুখর মিলন মেলায়। সকলের মুখে শুধু হামদান কাছিরান এই গুণকীর্তন।

বুদায়েল আত্মতৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমরা আতিয়ার গল্প শুন, আমি তোমাদের খানাপিনার এন্তেজাম করিগে। তিনি উঠিয়া গেলেন।

মুহরীমা বলিলেন, বোন আতিয়া তুমি কিভাবে এখানে এলে, সে কাহিনী বলে আমাদের কৌতূহল নিবারণ কর।

আতিয়া বলিতে লাগিলেন, সে কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। জুলকেলার নির্দেশে নগর-রক্ষীরা নিঃসম্বল অবস্থায় আমাকে নগর থেকে বের করে দেয়। আমি আকিলকে কোলে নিয়ে বন্ধুর পথ, মরু প্রান্তর অতিক্রম করে অতিকষ্টে দুইদিনে জাবালে কোরার পাদদেশে পৌঁছি। আমি তখন ক্ষুৎপিপাসায় যত না ক্লান্ত, তার চেয়ে বেশি ক্লান্ত এবং মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আকিল। পিপাসায় কাতর, ক্ষুধায় অবসন্ন আকিল আমার কোলে মাথা রেখে ধুঁকছে কেবল। কোথায় খাদ্য, কোথায় পাই পানীয়। পানি দাও পানি দাও!! বলে আকিল ক্ষীণ কণ্ঠে কাতরাচ্ছে শুধু! আমি তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছি। এমন সময় সদল বলে সেখানে সহসা হাজির হলেন

এই সর্দার। তিনি আমাদের খাদ্য ও পানীয় দিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। আমার সমুদয় শুনে তিনি দয়া করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। ইয়ামেন হতে তিনি তখন বাণিজ্য করে বাড়ি ফিরছিলেন।

ঘটনা শুনিয়া সবাই আল্লাহর শুকরিয়া এবং সর্দারের গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন।

দুইদিন তাহারা পরম পরিতৃপ্তির সাথে সর্দারের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া তৃতীয় দিনে সর্দারের দেওয়া ছোয়ারীতে আরোহণ করিয়া মদীনার পথে রওনা হইলেন।

যাত্রাকালে সর্দার বুদায়েল মহানবীর জন্য যথেষ্ট হাদীয়া দিয়া বলিলেন, মহানবীকে বলবে, আমরা তাঁর সুহৃদ, আমরা তাঁর সহায়ক।

ণ

তিন বছর পরের কথা। ইসলাম এখন এক অপরাজেয় শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বদর যুদ্ধে নিহত হইয়াছে আবু জেহেল, অলিদ, উতবা প্রভৃতি ৭০ জন কোরাইশ নেতৃবর্গ। আবু ছুফিয়ান গ্রহণ করিয়াছে কোরাইশদের নেতৃত্ব।

সে ভীষণ পণ করিয়াছে বদর যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে তৈল এবং নারী ব্যবহার করিবে না। বদর যুদ্ধের কিছুদিন পরেই সে দুইশত লোক লইয়া একদিন রাত্রের অন্ধকারে মদীনার উপকণ্ঠে অতকিতে হামলা করিয়া একজন আনছারীকে হত্যা এবং কিছু ফলবান বৃক্ষ ছেদন করত তাহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিল বটে? কিন্তু ইহাতেই নিভৃত হইল না। সে উঠিয়া পড়িয়া আরও বৃহৎ সমরায়োজনে লাগিয়া গেল। মহানবী, ইসলাম এবং মদীনাকে দুনিয়ার বুক হইতে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবে। এই লক্ষ্যে সংগ্রহ করিতে লাগিল সৈন্য, অর্থ এবং অস্ত্রসম্ভার। সমগ্র আরবে মহানবীর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইয়া দুর্ধর্ষ আরববাসীকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলেও প্রচারক দল পাঠাইতে লাগিল।

এই সুবাদে আবু ছুফিয়ান মক্কার বিখ্যাত কবি উজ্জাকে কাহতানীয়ায় প্রেরণ করিল।

এই নরাধম উজ্জা বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হইয়া মদীনায় নীত হইয়াছিল। সে আর কোন দিন মহানবীর কুৎসা রটনা করিবে না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে না, এই অঙ্গীকার করায় দয়ালু নবী বিনাপণেই তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। কিন্তু নরাধম মক্কা ফিরিয়া আসিয়াই সেই কথা ভুলিয়া গিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, দেখিলেন? মুহাম্মদ (সাঃ)কে কেমন টেক্কা মারিয়া চলিয়া আসিলাম! এই নরাধম আজ কাহতানীয়া আসিয়াছে ইসলাম এবং মহানবীর বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্য।

সে উত্তেজনামূলক কবিতা পাঠ করিয়া এবং গান গাহিয়া নগরবাসীকে ইসলাম এবং মহানবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। সে জুলকেলাকে বুঝাইল আবূ রাফে,

তোফায়েল, জেমাদ, ইয়াছির, কেনানা ইহাদিগকে বিনাশ করিবার সুবর্ণ সুযোগ, রোবাইয়াকে পাইবার উপায়, সর্বোপরি, মুহাম্মদের (সাঃ) নিধন এবং আপনার প্রতিমা-পার্বণ টিকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিতে আগাইয়া আসুন। ধর্মরক্ষার প্রতিজ্ঞা, মন্দিরের পবিত্রতা বিধান এবং দেবদেবীর হেফাজত করণার্থে প্রয়োজনীয় সবকিছুই করিতে হইবে।

বদর যুদ্ধের পূর্বে আবু ছুফিয়ান মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মানসে অস্ত্রসম্ভার ক্রয় করিবার জন্য সিরিয়া গিয়াছিল এবং জুলকেলার ইতোপূর্বের প্রদত্ত অর্থ ও তাহার লভ্যাংশ সবই অস্ত্র-ক্রয়ে ব্যয়িত হইয়াছে, এই খবর জুলকেলাকে জানাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই জন্য জুলকেলা কোরাইশদের প্রতি ছিলেন প্রীত।

তাই উজ্জার কথায় তিনি ভাবিয়া দেখিলেন, বদরের প্রতিশোধ নিতে কোরাইশগণ যেভাবে ছাল্জ্ ও ছাবিক (ছাতু পানি) খাইয়া লাগিয়াছে, তাহাতে এইবার মুহাম্মদ (সাঃ) বিধ্বস্ত হইবেই। ইহাতে যদি আমি সামান্য সাহায্য করি, তবে প্রতিশোধ গ্রহণ বিজয়ীদের পক্ষে থাকা, ইসলাম বিনষ্টের কৃতিত্বপ্রাপ্তি এবং আমার প্রতিমা পার্বণ রক্ষা সবই হয়। এই মনে করিয়া জুলকেলা ৫০টি অশ্ব ২০০ শত উষ্ট্র, ৫০০ শত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা প্রয়োজনীয় অস্ত্র-শস্ত্র এবং আনুসঙ্গিক ব্যয় মিটাইবার জন্য আরও ৫০ হাজার দেরহাম যুদ্ধের চাঁদা বাবদ আবু ছুফিয়ান বরাবর প্রেরণ করিলেন। রণসঙ্গীত গাহিয়া সৈন্যদের উত্তেজিত করিবার জন্য ৪০০ শত বাঁদীও পাঠানো হইল।

জুলকেলার প্রেরিত সাহায্য পাইয়া আবু ছুফিয়ানের সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার, রণসঙ্গীত গাহিবার জন্য নারী হইল ১৫ শত।

আবু ছুফিয়ান মহাসমারোহে মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিল। প্রতীমা-রাজ বিরাটকায় হোবল মূর্তি চৌ-দোলায় স্থাপন করিয়া অগ্রে অগ্রে লইয়া যাওয়া হইল। পিছনে রণচণ্ডি রূপে সঙ্গীত গাহিয়া চলিল ১৫ শত নৃত্যরতা নারী। খালিদ ইবনে অলিদ ২০০ শত অশ্বারোহী লইয়া চলিয়াছে তাহাদের পিছনে। সকলের পিছনে উষ্ট্রারোহী এবং পদাতিক বাহিনী।

অহুদ প্রান্তরে ইহাদের সঙ্গে মুসলমানদের এক ভীষণ যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধেই মহানবীর দান্দান মুবারক শহীদ হইল, তাহার পেশানী-মুবারক কাটিয়া গিয়াছিল এবং হযরত হামজাসহ ৭০ জন মুসলমান শাহাদতপ্রাপ্ত হইলেন।

জুলকেলার প্রেরিত ক্ষুদ্র দলটি কাহতানীয়ায় ফিরিয়া আসিল। তাহাদের সঙ্গে আসিল আবু ছুফিয়ানের একজন দূত। জুলকেলাকে আবূ সূফিয়ানের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়া দুতবর আবূ সূফিয়ানের নির্দেশমত কিছু এদিক সেদিক করিয়া বলিল, যুদ্ধে মুহাম্মদ (সাঃ) গুরুতর রূপে আহত হইয়াছে, তাহার বাঁচিবার আশা নাই। মুসলমানদের অগণিত সৈন্য নিহত হইয়াছে। মুহাম্মদের পিতৃব্য বীরবর হামজা যুদ্ধে নিহত। আবু ছুফিয়ানের স্ত্রী বীরাঙ্গনা হিন্দা বিনতে উৎবা হামজার নাসিকা কর্ণ কাটিয়া গলায় মাল্য পরিয়াছে, বক্ষ ফাড়িয়া কলিজা বাহির করিয়া চিবাইয়া বদর যুদ্ধে

হামজা কর্তৃক তাহার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়া সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। আবু রাফে, জেমাদ, ইয়াছির তোফায়েল এরা সবাই নিহত হইয়াছে।

খবর শুনিয়া জুলকেলার হতাশ মন কিছুটা শান্ত হইল। যাহা হোউক! তাহার যুদ্ধ যোগান সার্থক হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মহানবীর আহত হওয়ার খবরে এবং তাহার দরবার হইতে ভাগিয়া যাওয়া নিমকহারামগুলি নিহত হইয়াছে, এই খবরে তিনি আনন্দিত। দূতকে যথেষ্ট পারিতোষিক এবং আবু ছুফিয়ানকে প্রচুর উপঢৌকন পাঠাইয়া দিয়া জুলকেলা আবু ছুফিয়ানকে অভিনন্দন জানাইলেন এবং রাজধানীতে আমন্ত্রণ করিলেন।

জুলকেলার আমন্ত্রণক্রমে আবু ছুফিয়ান একদিন সদলবলে কাহতানীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইল। জুলকেলা তাহাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। বিশ্রাম এবং আহারাদির পর জুলকেলা আবু ছুফিয়ানকে প্রশ্ন করিলেন, মুহাম্মদের (সাঃ) খবর কি?

আবু ছুফিয়ান বলিল, মরার মত আঘাত করা যায়নি। কাজেই এ যাত্রা বেঁচে গেছে।

জুলকেলা বলিলেন, শত্রুর শেষ এবং আগুনের শেষ রাখতে নেই। মুসলমানরা যেহেতু এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই তাদেরকে আর শক্তি সংগ্রহের অবকাশ দেয়া যায় না। তাদের এ দুর্বলতাকে কাজে লাগাতে হবে। ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-কে দুনিয়ার বুক হতে নিশ্চিহ্ন করার এটাই উত্তম সময়। আপনি ব্যাপকভাবে যুদ্ধের প্রচারণা চালিয়ে যান। আমি আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করব।

যুদ্ধের পর অহুদ পান্তরে দাঁড়াইয়া আবু ছুফিয়ান হাঁকিয়াছিল, মুহাম্মদ (সাঃ) আছ কি? আলী আছ? ওমর আছ কি?

মহানবীর নির্দেশে কেহ কোন প্রকার সাড়া না দেওয়ায় আবু ছুফিয়ান বলিল, যাক! সবগুলিই নিপাত হয়েছে।

তখন মহামতি ওমর (রাঃ) আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, আল্লাহর ইচ্ছা তোদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এঁরা সবাই জীবিত আছেন।

তখন আবু ছুফিয়ান বলিল, আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে তোদের সঙ্গে আবার শক্তি পরীক্ষা হবে।

হযরত ওমর বলিলেন, আমরা প্রস্তুত।

কিন্তু সীমিত শক্তি লইয়া পরের বৎসর আবু ছুফিয়ান আর বদরে যাইতে সাহস করে নাই। এখন জুলকেলার আশ্বাস বাণীতে তাহার সাহস বাড়িয়া গেল। সে বলিল, উজ্জা-হোবলের কছম! আপনার সহযোগিতা পেলে মুহাম্মদ (সাঃ) মুসলমান এবং মদীনা এই ত্রিত্ব মীমকে নিশ্চিহ্ন না করে আর বিশ্রাম নেব না। যুদ্ধের সর্বপ্রকার প্রস্তুতি নিয়ে অতিসত্বর আপনি মক্কায় আসুন, আমাদেরকে

উৎসাহিত করুন। ওদিকে আমি ব্যবস্থা করছি। এই বলিয়া আবু ছুফিয়ান মক্কায় ফিরিয়া আসিল।

ষড়যন্ত্রের বেলায় আবু ছুফিয়ানের জুড়ি ছিল না। সে মক্কায় আসিয়া শুরু করিল গোপন ষড়যন্ত্র এবং সমরায়োজনের ব্যাপক প্রস্তুতি। সে মদীনায় গুপ্তচর পাঠাইয়া ইহুদী সম্প্রদায় বনি নাজির গোত্রকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিল। তাহাদের দলপতি কানানা ইবনে রাবী এবং হোবাই ইবনে আখতার মক্কায় আসিয়া আবু ছুফিয়ানের সঙ্গে মিলিত হইল।

এরি মধ্যে জুলকেলা ৩,০০০ হাজার সৈন্য, ১,০০০ হাজার উষ্ট্র, ৭০০ শত অশ্ব, ১,০০০ তাবু, ২,০০,০০০ দেরহাম, ৫০০ বাঁদী এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য লইয়া মক্কায় উপস্থিত হইলেন। আবু ছুফিয়ানের হাতে যেন আসমান ঠেকিল।

জুলকেলা আবু ছুফিয়ান, কানানা, হোবাই সকলে পরামর্শ করিয়া কানানা ইবনে রাবীকে বনি গাৎফান, বনি আছাদ, বনি ছালেম এবং বনি ছাদ গোত্রের নিকট প্রেরণ করা হইল। সে উক্ত গোত্রগুলিকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তাহাদের যোদ্ধাদের মক্কায় জড়ো করিল।

জুলকেলা এবং আবু ছুফিয়ানের আহ্বানে বহু বেদুঈন গোত্রও মক্কায় সমবেত হইল। ষড়যন্ত্রের প্রধানকেন্দ্র স্থাপিত হইল মক্কায়। সমবেত ইসলামের শত্রুগণ প্রতিজ্ঞা করিল, আমাদের মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, মুসলমান আমাদের সাধারণ শত্রু। এই শত্রুদল এবং তাহাদের দলপতি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চিহ্ন মাত্রও জগতে না থাকে সে জন্য আমরা সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

হোবাই ইবনে আখতার বলিল, আমি বনি কোরাইজাদের যে প্রকারেই পারি আমাদের দলে ভিড়াবই। সম্মিলিত আরব বাহিনী চতুর্দিক হতে মদীনা আক্রমণ করবেন, আর আমি বনি কোরাইজা এবং আমার স্বগোত্রীয়দের নিয়ে নগরাভ্যন্তর হতে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ব মুসলমানদের উপর। পঞ্চমুখী আক্রমণের যাতাকলে পড়ে মুসলমান সমূলে বিনষ্ট হবে।

জুলকেলা বলিলেন, আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনারা ভুল করেছেন পূর্বেই। অহুদ যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই মদীনা আক্রমণ করা উচিত ছিল। কারণ তখন মুসলমানরা ছিল হতবল। সেই অবস্থায় মদীনা আক্রমণ করে বিধ্বস্ত করা ছিল খুবই সহজ। এতদিনে নিশ্চয়ই তারা হৃতবল অনেকটা ফিরে পেয়েছে।

ইহার কৈফিয়ত স্বরূপ আবু ছুফিয়ান বারংবার ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া বলিতে লাগিল, সত্যি সেটা আমাদের মস্তবড় ভুল হয়ে গেছে। তবে এটা নিশ্চিত যে আপনার সাহায্য না পেলে অহুদ যুদ্ধে জয়লাভ করা আমাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। তবে এখন আপনি আমাদের উদ্বুদ্ধ করুন।

মদীনা আক্রমণ করিবার জন্য এরি মধ্যে মক্কায় দশ হাজার যোদ্ধা সমবেত হইল। জুলকেলা সমবেত নেতৃবর্গ এবং যোদ্ধাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন,

হে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত বেদুঈনদলপতি সর্দারগণ, বিভিন্ন গোত্রপতি, কোরাইশ ও অকোরাইশ নেতৃবর্গ প্রাণোৎসর্গপণে বীর যোদ্ধাগণ এবং উপস্থিত জনতা! জ্বালা আমাদের কারো কিছু কম নয়। মুহাম্মদ (সাঃ) বলে বেড়াচ্ছে, আরবের সমস্ত লোক ধর্মভ্রষ্ট। আমাদের পিতৃপিতামহাদির সনাতন পৌত্তলিক ধর্ম নাকি মিথ্যে। দেবদেবীদের কোন ক্ষমতাই নেই। দাসদাসীদের মুক্তি দিতে হবে। মদ্যপান, সুদের ব্যবসা চলবে না। বাঁদীদের নিয়ে আমাদের আমোদ-আহলাদ করা চলবে না। যদি তার কথা না শুনি, তবে মৃত্যুর পর আমাদের জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আর তার কথা মানলে সে নাকি আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে। এমনসব উদ্ভট কথা প্রচার করে সে আমাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করছে। সে আমাদের অনেক কোমলমতি যুবকদের তার দলে ভিড়িয়ে আমাদের ঐক্য ও সংহতি ভেঙ্গে দিচ্ছে। গুটিকয়েক অনুচর নিয়ে সে এখন আমাদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ। সে চায় সমগ্র আবরবাসীকে তার অনুগত দাসে পরিণত করতে এবং আরবের শাসনদণ্ড হাতে নিতে। আমি জানতে চাই! আপনারা কি তার এতসব অনাচার এবং স্বেচ্ছাচার মাথা পেতে মেনে নিবেন?

কখনো না! কখনো না!! বলিয়া চতুর্দিক হইতে আওয়াজ উঠিল।

জুলকেলা আবার বলিতে লাগিলেন, শুধু তাই নয় বন্ধুগণ! আরবের রত্ন বলে পরিচিত আরব গৌরব আবু জেহেল, উৎবা, শায়বা অলিদ, প্রভৃতি নেতৃবর্গকে সে বদর প্রান্তরে হত্যা করেছে। আপনারা কি তার বদলা নিবেন না?

আওয়াজ উঠিল জরুর! জরুর!! বদলা নেব! বদলা নেব!!

আবার জুলকেলা বলিতে লাগিলেন, যে মদীনাবাসী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে এবং মতিভ্রষ্ট আপনাদের আত্মীয় স্বজনদের আশ্রয় দিয়েছে, যাদের সহায়তায় মুহাম্মদ (সাঃ) এখন আমাদের ধ্বংস করতে উদ্যত মদীনার সেই চাষিগুলিকে কি আপনারা শায়েস্তা করবেন না?

আলবৎ! আলবৎ!! বলিয়া যুদ্ধংদেহী সৈন্যজনতা উত্তেজনায় ফাটিয়া পড়িল। ইহা যেন জুলকেলার ভাষণে আগুনে ঘৃতাহুতী। তাহাদের এতদিনকার সুপ্ত প্রতিহিংসা যেন দাবানলের মত জ্বলিয়া উঠিল। ওলো হোবল! ওলো উজ্জা!! বলিয়া তাহারা যুদ্ধে যাওয়ার জন্য লাফাইতে লাগিল।

চতুর্দিক হইতে সুর উঠিল এবারের যুদ্ধে আপনিই আমাদের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করুন।

জুলকেলা বলিলেন, তা হয় না বন্ধুগণ। হেজাজ, তথা সমগ্র আরবের কেন্দ্রস্থল হল মক্কা। এবং মক্কার সুযোগ্য শাসক যেহেতু আবু ছুফিয়ান, কাজেই তিনিই এ মহাযুদ্ধের সেনাপতি পদের যোগ্য এবং হকদার। তাই তিনিই হবেন আমাদের সেনাপতি। তার নেতৃত্বেই আপনারা যুদ্ধযাত্রা করুন এটাই আমার অনুরোধ।

অতঃপর সর্বসম্মতিক্রমে আবু ছুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনীকে মদীনা তথা মহানবী এবং ইসলামকে দুনিয়ার বুক হইতে নিশ্চিহ্ন

করিবার জন্য মদীনার পথে রওনা করাইয়া দিয়া জুলকেলা কাহতানীয়ায় ফিরিয়া গেলেন।

ইসলামের ইতিহাসে ইহাই খন্দক যুদ্ধ বলিয়া পরিচিত।

ত

মাসাধিককাল পরের কথা। জুলকেলার সৈন্যগণ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল।

মহানবী নিহত হইয়াছেন, মদীনা বিধ্বস্ত হইয়াছে, এমন একটা খবর শুনিবার জন্যই জুলকেলা অধীর আগ্রহে কালাতিপাত করিতে ছিলেন। কিন্তু সৈন্যগণ আসিয়া জানাইল, মুসলমানগণ মদীনার অরক্ষিত স্থানে পরিখা খনন করিয়া নগর রক্ষা করিয়াছে। সেই গভীর এবং প্রশস্ত পরিখা অতিক্রম করিয়া মদীনা আক্রমণ করা মোটেই সম্ভবপর হয় নাই। বরং মুসলমানগণ তীর এবং পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। দশদিন অবরোধ করিয়া রাখিয়াও কোন ফলোদয় হয় নাই এবং মদীনার বিন্দুমাত্রও ক্ষতিসাধন করা যায় নাই। বহু চেষ্টা করিয়াও আবু ছুফিয়ান পরিখা অতিক্রম করিবার কোন উপায় করিতে পারে নাই। একদিন কোন রকমে পরিখা অতিক্রম করিয়া বিখ্যাত আরব বীর মারহাব সেই পারে পৌঁছিয়াছিল বটে! কিন্তু সে মুহাম্মদের (সাঃ) খুল্লতাত ভ্রাতা এবং জামাতা আলীর হাতে নিহত হয়।

মুসলমানগণ ইহুদীদেরকে তাহাদের দুর্গে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। তবু আবু ছুফিয়ান গোপনে তাহাদের সঙ্গে যোগাযোগ করিলে সর্দার কানানা এবং হোবাই বলিয়া দিল আজ শনিবার। আমাদের ধর্মে শনিবারে যুদ্ধ করা হারাম। এই শনিবারকে অমান্য করিয়াই আমাদের পূর্ব পুরুষেরা শূকর এবং বানর হইয়া গিয়াছিল। কাজেই আজ আমরা যুদ্ধ করিতে পারি না।

আবু ছুফিয়ান তখন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল এই শূকর এবং বানরের বংশ ধরেরাই আমাদের সর্বনাশ করিল।

হঠাৎ একদিন রাত্রে শুরু হইল প্রবল ঝড় বৃষ্টি। বাত্যা তাড়িত হইয়া সমস্ত তাঁবু ছিন্নভিন্ন হইয়া উড়িয়া গেল। অগ্নি নির্বাপিত হইয়া অন্ধকার গাঢ় করিয়া তুলিল। খাদ্যদ্রব্য ভিজিয়া খাওয়ার অযোগ্য হইয়া পড়িল। শৈত্যপ্রবাহে হাড় কাঁপুনি শীত নামিয়া আসিল, দাঁতে দাঁতে কট্! কট্! বাজিতে লাগিল।

আবূ ছুফিয়ান যে কোন দিক দিয়া পালাইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ইহা জানিতে পারিয়া অসহায় সৈন্য ও অন্যান্যগণ নিজ নিজ প্রাণ লইয়া পালাইয়াছে। রসদাদি পড়িয়া রহিয়াছে সেই মদীনার প্রান্তরেই।

খবর শুনিয়া জুলকেলা মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন! হায়! হায়!! এত ষড়যন্ত্র, এত আয়োজন, এত প্রচেষ্টা এত আশা সবই ব্যর্থ হইল? মুহাম্মদ (সাঃ) অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব, ইসলাম অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মুসলমান অমিততেজা শক্তিধর এবং মদীনা এক সুরক্ষিত নগরী বলিয়াই প্রমাণিত হইল। সম্মিলিত আরব বাহিনী যেহেতু ব্যর্থ হইয়াছে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়ার শক্তি আর কাহারো নাই।

বিশেষ করিয়া ইহা আমাদের সকলের ব্যর্থতা এবং পরাজয়। আর কিসের আশা! কোথায় আর সম্ভাবনা। ভগ্ন মনোরথ হইয়া জুলকেলা দিন কাটাইতে লাগিলেন। মাঝে মধ্যেই তাহার মনে হইত, আবার সেই ঝড়! আবার সেই ঘূর্ণি বাত্যা? আর শুধু বাকি আছে মহাপ্রলয়। কে জানে কি হইবে।

খন্দক যুদ্ধ হইতে ফেরত একটি বাঁদী জুলকেলাকে একটি গল্প শুনাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিতেছিল। কিন্তু কোথায় সেই সুযোগ। একে তো আজকাল জুলকেলার মন-মেজাজের কোন ঠিক ঠিকানা পাওয়া দুষ্কর, তদোপুরি তাহার মত একটি সাধারণ বাঁদীর পক্ষে জুলকেলার কাছে যাওয়াই অসম্ভব।

ঘটনাক্রমে একদিন বাঁদীটির পালা পড়িল রাত্রি বেলায় জুলকেলাকে ব্যজন করিবার। ব্যজন করিতে করিতে বাঁদীটি বুকে সাহস সঞ্চার করিয়া বলিল, হযরতে আলা যদি আমার প্রাণের নিশ্চয়তা দেন, তবে একটি গল্প শুনাতে পারি।

এমনিতেই জুলকেলার ঘুম আসিতে ছিল না। কোন পার্শ্বপরিবর্তন করিতে ছিলেন। তিনি বলিলেন, ভয় নেই! তোর গল্প বল।

অভয় পাইয়া বাঁদী বলিতে লাগিল, মদীনা অবরোধকালে একদিন সকলের অগোচরে তাঁবু হতে বেরিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে দেখতে দেখতে অনেক দূর এগিয়ে যাই। আমি যেখানে পৌছলাম সেটি একটি ক্ষুদ্র পল্লী। প্রখর রৌদ্র। তৃষ্ণায় কাতর একটি কুটির দ্বারে যেয়ে এক পেয়ালা পানি চাইলাম। যিনি পানি নিয়ে বেরিয়ে এলেন, তিনি আমাদের আম্মি সম্রাজ্ঞী রোবাইয়া।

তড়িতাহতের মত জুলকেলা লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, কি বললি! রোবাইয়া?

- জি! হযরতে আলা।

- তারপর?

- তিনি আমাকে সেখানে দেখে যেমন বিস্মিত হলেন, আমিও তাঁকে সেখানে দেখে তেমনি বিস্মিত হলাম। বোবা বনে গেলাম উভয়েই। বিস্ময়ের ঘোর কাটলে তিনি আমাকে ঘরে নিয়ে বসালেন। দেখলাম, খাটে ঘুমিয়ে আছে আম্মির ছেলেটি।

জুলকেলা আবার চমকিয়া উঠিলেন, বলিস কিরে হতভাগী? রোবাইয়ার ছেলে? বয়স কত হবে?

- চার বছরের মত।

জুলকেলার মনে পড়িল বহুদিন পূর্বের রোবাইয়ার একটি কথা। তিনি বলিয়াছিলেন, জুশেরা ঠাকুর বোধ হয় এতদিনে মুখ তুলে চাইলেন। আমার কেবল গা ছম! ছম!! করছে, কেমন যেন বমি! বমি!! লাগছে। আমি যে সেদিন তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়াছিলাম।

জুলকেলা হিসাব করিয়া দেখিলেন চার বছসরের হিসাব নির্ভুল। ওহ! হো!! তাই তো। তিনি বাঁদীটির কাছে আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া বসিয়া বলিলেন, হ্যাঁরে! আরিয়া, রোবাইয়ার সাথে তোর কি কি কথা হল? কি বলল!

আরিয়া বলিল, তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেমন আছেন, আপনার স্বাস্থ্য কেমন আছে, আপনি আবার বিয়ে করেছেন কিনা, আপনার খাবার দাবার সেবা শুশ্রূষা কেমনে চলে ইত্যাদি।

জুলকেলা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন, রোবাইয়ার স্বাস্থ্য কেমন দেখলিরে আরিয়া।

- ভাল। তবে একটু কৃশ হয়ে গেছেন।

- আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি?

- হ্যাঁ। জিজ্ঞাসা করলেন। কাহতানীয়ার খবর, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, গোলাম-বাঁদীদের খবর, মহলের প্রতিটি ঘর-দোর, আসবাব-পত্র এমনকি কুকুর বেড়ালটির খবর পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

- জুলকেলা একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়ে বলিলেন, আর কিছু না।

- জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কিভাবে কেন সেখানে গিয়েছি।

- তুই কি বললি?

- বললাম যুদ্ধের কথা।

- রোবাইয়া তখন কি বলল রে?

- কিছু বলেননি। শুধু কাঁদলেন।

- ছেলেটি কেমন রে আরিয়া।

- দেখতে অবিকল আপনার মত। কোলে না নিয়ে পারলাম না। সে নাকি প্রায়ই আপনার কথা জিজ্ঞাসা করে।

- কি জিজ্ঞাসা করে?

- আব্বু নাকি বাদশা। তিনি আসেন না কেন? কবে আসবেন। আরও কত কি?... আসলে ছেলেটি খুব বুদ্ধিমান।

- কি করে বুঝলে?

- আমি কাহতানীয়া হতে গিয়েছি শুনে বলল, আব্বুকে নিয়ে আসলে না কেন?

- ছেলেটির কি নাম রেখেছে রে জানিস!

আপনার নামের সঙ্গে মিলিয়েই নাম রেখেছেন জুলহাদী।

- জুলকেলা বলিলেন, তুই এবার যা তো আরিয়া। আমি এখন ঘুমাব। আরিয়া উঠিয়া গেল।

জুলকেলা ঘুমাইবার জন্য আরিয়াকে তাড়ায় নাই, তাড়াইয়াছে ভাবিবার জন্য। তিনি ভাবিতে লাগিলেন আমার ছেলে হইয়াছে। আমি জনক, রোবাইয়া তার জননী! গর্ভধারিণী মা। তাহাতে কি হইয়াছে? সে ক্ষমা পাইতে পারে না। তাহাকে আমি কোন দিন ক্ষমা করিব না। সে বিধর্মী। সে আমার কুলে কলংকের কালি লেপন করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শুধু তাই নয়। সম্রাজ্ঞী হইয়া সে রাষ্ট্রীয় কানুন খেলাফ করিয়া কারাগার হইতে বন্দীকে পালাইয়া যাইতে সাহায্য করিয়াছে। যম

কুঠুরির প্রহরীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়াছে। কাজেই কোন মতেই তাহাকে ক্ষমা করা চলে না, গ্রহণ করা চলে না। ছেলে আমার হইলে সে অবশ্যই একদিন ফিরিয়া আসিবেই।

আবার ভাবেন ছেলে আছে রোবাইয়ার হেফাজতে। রোবাইয়া মুসলমান, ছেলে কি আর মায়ের ধর্ম ছাড়িয়া আসিবে? যাক! স্ত্রী হউক, ছেলে হউক, মুসলমানমাত্রই আমার শত্রু।

অমনি জুলকেলার বক্ষে সুপ্ত মনটি কল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্ককে লক্ষ্য করিয়া গর্জন করিয়া উঠিল, হুঁশিয়ার জুলকেলা। জুলহাদী তোমার শত্রু নয়, জুলহাদী তোমার পুত্র।

জুলকেলা চমকিয়া উঠিলেন, কি? জুলহাদী আমার শত্রু নয়? জুলহাদী আমার পুত্র?

তিনি উঠিয়া পায়চারী করিতে লাগিলেন, জুলহাদী? দেখিতে অবিকল আমার মত। আমি কাহতানীয়ায় ছেলে মদীনায়। প্রায় আঠারো মঞ্জিলের ব্যবধান। এই বিরাট দূরত্ব কি পার হওয়া যাইবে? মাঝখানে যে হেজাজের মহামরু, হেজাযের অন্তরায়! আমি মুহাম্মদ (সাঃ) এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যাহা করিয়াছি তাহা কি মদীনার মানুষ জানে না? নিশ্চয়ই জানে। কাজেই আমার মদীনা যাওয়া নিরাপদ নয়। ছেলেকে চুরি করিয়া আনিতে গেলে নির্ঘাত ধরা পড়িব এবং গর্দান যাইবে। আর যুদ্ধ করিয়া ছেলে ছিনাইয়া আনিবার মত বাহুবল আমার কোথায়?... যাক! রোবাইয়া জুলহাদীকে আমি ভালবাসি না। ওরা আমার কে?

মন আবার গর্জন করিয়া উঠিল, খবরদার! উদ্ভট মস্তিষ্ক। রোবাইয়া জুলহাদীকে ভালবাস না, তাহারা তোমার কেউ নয়, তবে তাহাদেরকে নিয়া এত ভাবনা কেন?

জুলকেলা আবার চমকিয়া উঠিলেন। চক্ষু বন্ধ করিয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন তাহার বাম পাঁজরের নিচে করুণ আননা রোবাইয়া বসিয়া কলিজায় নখর দিয়া আঁচড়াইছে আর ডান পাঁজরের নিচে বসিয়া জুলহাদী ক্রন্দন করিতেছে।

এই জন্যই বুঝি তাহার বুকে এত ব্যথা বাজিতেছে? ভিতরের ব্যাথাটার কিছু অংশ তপ্ত অশ্রু হইয়া গড়াইয়া জুলকেলার গণ্ডদ্বয়ও তপ্ত করিয়া তুলিল।

মোড় নিল জুলকেলার চিন্তা ভাবনা। তিনি ভাবিতেছেন মুহাম্মদ (সাঃ) কি যাদুকর? কি করিয়া হয়! যাদুকর হইলে জেমাদের সঙ্গে তিনি কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। বরং উলটাই হইল। গুণীন জেমাদ তাহার দাসানুদাসে পরিণত হইল। মুহাম্মদ (সাঃ) তাহাকে বশীভূত করিলেন কোন বলে? শুধু জেমাদ কেন? আবূ রাফে, তোফায়েল, কেনানা, ইয়াছির এমন কি আমার সহধর্মিণী রোবাইয়া পর্যন্ত ছুটিয়া গেল কিসের আকর্ষণে?

আর মক্কার কোরাইশ? প্রতারক মিথ্যাবাদীর দল? তোমরা বলিয়াছিলে আবূ রাফে, তোফায়েল, জেমাদ, ইয়াছির কেনানা সবাই অহুদ যুদ্ধে নিহত হইয়াছে।

কিন্তু খন্দক যুদ্ধে আমার সৈন্যরা ইহাদের সবাইকে জীবিত দেখিয়া আসিয়াছে, দেখিয়াছে তাহারা খন্দক পাহারায় নিযুক্ত। কথাবার্তাও হইয়াছে দুই একজনের সঙ্গে। জুলকেলার সমস্ত চিন্তাভাবনা তাল-গোল হইয়া গেল। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়া রাখিলেন, প্রবঞ্চক প্রতারক মিথ্যাবাদী কোরাইশদের কথায় আর নয়। যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।

মুহাম্মদ (সাঃ) ইসলাম, মদীনা, মক্কা প্রভৃতির চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া জুলকেলা নির্লিপ্ত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। তাহার মনোভাব হইল, হোক গিয়া যাহা ইচ্ছা তাই, তাহাতে আমার কি? কিন্তু জুলহাদী তাহার মন দখল করিয়া রহিল।

থ

ষষ্ঠ হিজরীতে মহানবী ১৫শত সাহাবী লইয়া পবিত্র হজ্বব্রত পালন করিবার জন্য মক্কায় আসিলেন, কিন্তু কোরাইশদের কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া হোদাইবীয়া নামক স্থানে তাহাদের সঙ্গে একটি সন্ধি স্বাক্ষর করিয়া তিনি মদীনায় ফিরিয়া গেলেন।

ঘটনাটি কিঞ্চিত রূপান্তরিত হইয়া জুলকেলার নিকট খবর পৌঁছিল যে, মহানবী বহু অনুচর লইয়া মক্কা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। অবস্থা বেগতিক বুঝিয়া কোরাইশগণ মহানবীর সঙ্গে সন্ধি করতঃ মক্কা নগরী এবং নিজেদেরকে অবশ্য ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে।

খবর শুনিয়া জুলকেলার আবার ভাবান্তর শুরু হইল। তাহা হইলে কোরাইশগণ অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে, হতাশ হইয়া গিয়াছে, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহাদের মেরুদণ্ড। তাই নিরুপায় হইয়াই আত্মরক্ষায় অক্ষম কোরাইশগণ কাঙ্গালের মত মুহাম্মদের (সাঃ) কাছে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া জান-মাল রক্ষা করিয়াছে মাত্র।

আর মুহাম্মদ (সাঃ) নেহায়েত করুণা করিয়াই স্বজাতিকে বিনষ্ট না করিয়া সন্ধিপ্রদান করতঃ বিজয়ীরবেশে মদীনায় ফিরিয়া গিয়াছেন।

এইবার মক্কা মর্যন্ত আসিয়াছিলেন, পরবর্তী লক্ষ্যস্থল অবশ্যই আমি এবং কাহতানীয়া। সমগ্র আরব শক্তি যাহাকে দমন করিতে পারে নাই, সেখানে আমি তো কোন ছার! কোন রকমে মুহাম্মদের (সাঃ) সঙ্গে মক্কাবাসীর মত একটি সন্ধি করিতে পারিলেই সর্বরক্ষা হইত। উপায় হইত জুলহাদীকে ফিরিয়া পাওয়ারও। কিন্তু কাহাকে পাঠাইব? আবূ রাফে নাই, তোফায়েল নাই, জেমাদও নাই, এমন কি ইয়াছিরটাও হাতছাড়া হইল। নিজেই যাব? অসম্ভব। নিশ্চয়তা কোথায়?

আবার ভাবেন, তোফায়েল, জেমাদ, রোবাইয়া এরা নাকি মুহাম্মদের (সাঃ) খুব বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ইহাদেরকে বলিয়া কহিয়া কিছু করা যায় না? কিন্তু ইহারা যদি আমার কথায় কর্ণপাত না করে?... হ্যাঁ, খুজাইমাকে পাঠানো যাইত বটে! কিন্তু তাহার সহিত যে তিক্ততার সৃষ্টি হইয়া রহিয়াছে, এমতাবস্থায় তিনি আমার জন্য কিছু করিবেন কি?

অনেক ভাবিয়া জুলকেলা তাহার বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং দপ্তর সম্পাদক আব্দুশ শামসকে বনি আজদে খুজাইমার কাছে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, তিনি যেন বিগত দিনের সমস্ত তিক্ততা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ক্ষমা করেন এবং মদীনায় যাইয়া মহানবীর সঙ্গে তাহার পক্ষ হইতে একটি নিরাপত্তা এবং শান্তিমূলক সন্ধি করিয়া আসেন। এই কাজটুকু করিলে তাহাকে বনি আজদ, বনি দাউছ এবং অত্র এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইবে।

বিস্তারিত শুনিয়া খুজাইমা আব্দুশ শামসকে বলিলেন, সম্রাট হিসেবে জুলকেলার প্রতি আমার কোন ভক্তি শ্রদ্ধা নেই, জামাতা হিসেবে নেই কোন সহানুভূতি, শাসনকর্তা হওয়ারও নেই কোন লিপ্সা। তুমি জুলকেলাকে যেয়ে বলবে আমি তার অনুরোধ রক্ষা করতে অপারগ। আমি আজই মহানবীর চরণের স্মরণ নিতে মদীনায় চলে যাচ্ছি। এই বলিয়া খুজাইমা বাঁধাছাধা করিয়া করিয়া মদীনায় রওনা হইলেন।

আব্দুশ শামস ফিরিয়া আসিল কাহতানীয়ায়। খুজাইমার বক্তব্য এবং তাহার মদীনা চলিয়া যাওয়ার কথা শুনিয়া জুলকেলা দেখিলেন কোথাও আলো নাই। শুধু নিরাশার অন্ধকার! ব্যর্থতার হাহাকার। তিনি আব্দুশ শামসকেই মদীনায় পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, মহানবীর সঙ্গে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিয়াই অতি সত্বর যেন সে ফিরিয়া আসে।

কিন্তু যথাসময় অতিবাহিত হইয়া গেলেও যখন আব্দুশ শামস ফিরিয়া আসিল না, তখন জুলকেলা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। তবে কি সেও মজিয়া গেল? ভুলিয়া গেল মুহাম্মদের (সাঃ) কথায়?

কয়েক মাস পরে আব্দুশ শামসের খবর পাওয়া গেল। জুলকেলার প্রেরিত একটি বাণিজ্য কাফেলা সিরিয়া হইতে ফেরত পথে মদীনার উপকণ্ঠে কোবা পল্লীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিল। তাহারা সেখানে আবূ রাফের মুখে শুনিয়াছে, আব্দুশ শামস তাহার স্বগোত্রীয় তোফায়েল ইবনে আমরের কাছে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তিনি মদীনায় মহানবীর চরণাশ্রীত দাসানুদাস। তিনি মহানবীর সঙ্গে ছায়ার মত লাগিয়া থাকেন এবং মসজিদে নববীতে আহলে ছফফাদের দলভুক্ত। তিনি মহানবীর মুখ নিঃসৃত বাণী বা হাদীস মুখস্থ করেন এবং সেই অমূল্য বাণীমালা সংগ্রহের কাজে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন? আর মহানবী খুশি হইয়া তাহাকে ভূষিত করিয়াছেন আবূ হোরায়রা খেতাবে। মদীনায় তিনি এখন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র আবূ হোরায়রা (রাঃ)।

খবর শুনিয়া জুলকেলা ফাটিয়া চুপসিয়া যাওয়া মানুষের মত একেবারে মিলাইয়া গেলেন। আর কিসের আশা ভরসা। আর কিসের আশা ভরসা।

মহাসাগরে বাত্যা বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালায় ঘূর্ণি ঝড়ের করাল ছোবলে হাস-পাস-দাঁড় ভাঙ্গা লণ্ড-ভণ্ড হইয়া যাওয়া নৌকার নিরুপায় অসহায় বে-চারা মাঝির মত

জুলকেলাও ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া ঘটনার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিলেন। তাহারা ভাবটা যেন–

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে
আমি আর বাইতে পারলাম না।
এই কথার মত হইল।

তাহার মুখে কোন কথা নাই, মনে আনন্দ নেই, নাওয়া-খাওয়ায় নিয়মানুবর্তিতা নেই, প্রতিমা পার্বণে উৎসাহ নেই, রাজকার্যে মনোযোগ নেই, সব থাকিতেও যেন কিছুই নেই। তিনি আজ উদাসীন, তিনি আজ নিঃসঙ্গ বড় একা। চারিদিকে যেন শুধু ফাঁকা আর ফাঁকা ধু-ধু মরিচীকা।

যে তীরটি ধনুকের জ্যা হইতে একবার ছুটিয়া যায় তাহাকে যেমন আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না, জুলকেলা ভাবিয়া দেখিলেন, তাহার বেলায়ও তেমনি হইয়াছে। আবূ রাফে হইতে আব্দুশ শামস পর্যন্ত যাহারাই কাহতানীয়া হইতে ছুটিয়া গিয়াছে, তাহাদের কেহই আর ফিরিয়া আসিল না। সবাই নাকি সেই কোবা পল্লীতে জড়ো হইয়াছে। সেখানে কিসের আকর্ষণ! কিসের মধুরতা। নিশ্চয়ই এমন চক্র আছে, যাহা ছাড়িয়া মৌমাছি সরিতে চাহে না।

তাহার মনটিও যেন সেই কোবা পল্লীর শোভা দেখিবার জন্য ছুটিয়া যাইতে চায়, প্রাণ পাখি আঁকু-পাঁকু করে উড়িয়া যাইতে, কিন্তু পারিতেছে না। মনে পড়ে, সেখানে রহিয়াছে জুলহাদী, রহিয়াছে রোবাইয়া। আবার মোচড় দিয়া উঠিল বুকের ভিতরের পিতাটি, দোসর হীন স্বামী বেচারা। সে সম্রাট জুলকেলা নয়, সে একটি সাধারণ মানুষ।

দ

হোদাইবীয়ার সন্ধির পর মহানবী বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদের নামে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইয়া দাওয়াতনামা পাঠাইতে লাগিলেন। এই সুবাদে মহানবী হেমর সম্রাট জুলকেলার নামেও ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়া একটি দাওয়াতনামা পাঠাইলেন। বিখ্যাত সাহাবী জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ ছিলেন এই পত্র বাহক।

জরীর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কয়েকবারই জুলকেলার দরবারে আসিয়াছিলেন। জরীর মহানবীর পত্র লইয়া কাহতানীয়ায় পৌঁছিলে জুলকেলা তাহাকে দেখিয়াই মনে মনে ভাবিলেন, এই কোরাইশ আবার কোন দুরভিসন্ধি নিয়া আসিয়াছে কে জানে। যাহা হউক! মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া জুলকেলা এই পুরাতন বন্ধুটিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

বিশ্রামাদির পর জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ বলিলেন, রাহমাতুল লিল আলামীন, খাতামুন নাবিয়ীন, সাইয়েদুল মুরসালীন, শাফীউল মুজনবীন, আনিসুল গায়িবীন, শাহেন শাহে মদীনা মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) আপনার কাছে একটি পত্র দিয়েছেন।

এই বলিয়া জরীর মহানবীর সীল মোহরাংকিত লেফাফা যুক্ত পত্রখানি জুলকেলার সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন।

জরীর ইবনে আব্দুল্লাহর মুখে মহানবীর এক একটি নাতে রাসূল বাণী উচ্চারিত হইতেছিল, আর জুলকেলার হৃদয় মন এক অহেতুক আতংকে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নামে এতসব স্বশ্রদ্ধ ভূমিকা দিয়া জরীর কি বলিতে চাহেন? আমার উপর বিপদের কোন কালো মেঘ নামিয়া আসিতেছে কে জানে। আর এই জরীর মুহাম্মদের (সাঃ) এত ভক্তই হইল কবে।

কিন্তু জরীরের শেষ কথা দুইটি জুলকেলার কর্ণে যখন প্রবেশ করিল, তখন তাহার মনে হইল, আমার শ্রবণিন্দ্রীয় ভুল শুনিল কি? শাহেন শাহে মদীনা মহানবী জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ হাত দিয়া আমার কাছে পত্র পাঠাইয়াছেন? কি লিখা আছে এই পত্রে! যুদ্ধের হুমকি? নাকি সন্ধির প্রস্তাব! তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জরীরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

জুলকেলার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া জরীর বিনম্র হাসিয়া বললেন, মহানবী আপনাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে এ পত্রটি দিয়েছেন।

এক ঝট্কায় সরিয়া গেল জুলকেলার মনের আতংকের কালো মেঘ। তিনি এস্তে দাঁড়াইয়া দুরু! দুরু!! বক্ষে কম্পিত হস্তে জরীরের হাত হইতে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া প্রথমে বুকে ধারণ করিলেন। তারপরে চুমো খাইয়া চোখে মাখিয়া মস্তকে স্থাপন করতঃ আবার হাতে লইয়া ধীরে! ধীরে!! বসিয়া বলিলেন, ভাই জরীর আপনি কবে ইসলাম গ্রহণ করলেন?

জরীর বলিতে লাগিলেন, আজীবন পুতুল পূজা করে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে যে মহা-পাতক হয়েছিলাম, মহানবীর উসিলায় আল্লাহপাক আমাকে সে পাপ পংকিল হতে উদ্ধার করেছেন। এই তো! বেশ কিছুদিন হল মহানবীর চরণসেবায় নিজকে উৎসর্গ করেছি।

আবূ সুফিয়ান কিংবা অন্যান্য কোরাইশ নেতৃবর্গ ইসলাম গ্রহণ করেছেন কি?

- আবূ সুফিয়ান ইসলাম গ্রহণ করেনি। তবে খালেদ ইবনে অলিদ ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

- জুলকেলা চমকিয়া উঠিলেন, বলেন কি? অহুদ যুদ্ধের বীর শ্রেষ্ঠ কোরাইশ সেনাপতি, যার রণ-কৌশলে অহুদ যুদ্ধে মুসলমানদের বিপর্যয় ঘটেছিল, মহানবী আহত হয়েছিলেন, সেই খালেদ এখন মুসলমান।

জরীর বলিলেন, হ্যাঁ তিনিই। তিনি মদীনায় যেয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সঙ্গে ছিলেন আমর ইবনুল আছ এবং উছমান ইবনে তালহা।

জুলকেলার বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। তাই? সেই বিখ্যাত কূটকৌশলী আমর কাবা মন্দিরের কুঞ্জি রক্ষক উছমান ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

- জরীর হাসিয়া বলিলেন, জি হাঁ। শুধু তাই নয় কেছরা, কায়ছার মাকাকিউছ, আব্দ ও জাফর এবং আরও অন্যান্য রাষ্ট্র প্রধানদের নিকটও মহানবী ইমলাম গ্রহণের

আহ্বান জানিয়ে পত্র দিয়েছেন। এদের মধ্যে আব্দ ও জাফর ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

জুলকেলা আর কোন কথা না বলিয়া হস্তধৃত পত্রখানি অতি তাজিমের সহিত খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

(আমরা অনেক চেষ্টা করেও জুলকেলার
নামে প্রেরিত মহানবীর পত্রটির কোন
নকল সংগ্রহ করতে পারিনি। যদি কোন
সহৃদয় সুধী পাঠক তা সংগ্রহ করে পাঠাতে
পারেন, তবে পরবর্তী সংস্করণে কৃতজ্ঞতার
সহিত প্রেরকের নামসহ পত্রটি সংযোজন
করার অঙ্গীকার করছি।)

পত্রের প্রতিটি শব্দই পৌত্তলিক তার জংধরা জুলকেলার মনের বন্ধ কপাটের উপর মেন্‌জানিখের জোর আঘাত হানিতেছিল। সেই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা খুলিয়া যাইতে লাগিল এবং পৌত্তলিকতার কালো ধোঁয়া অপসারিত হইয়া সেখানে সিঞ্চিত হইতে লাগিল নূরে হেরার নির্যাসে নূর।

পত্র পাঠ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জুলকেলা আনন্দে আত্মহারা হইয়া ঘোষণা করিলেন, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আশ্‌ হাদু আন্না মুহাম্মদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।

জুলকেলার মন হইতে সমস্ত অবসাদ, দুশ্চিন্তা দূরিভূত হইয়া মুহূর্তে সেখানে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। তাহার মনে হইল আমার মত মহারাজ আর কেহ নাই। আমি যাহা পাইয়াছি, তাহা আর কেহ পায় নাই। এত সম্পদ, এত আলো, এত আভা, জ্যোতির এই বিশাল পারাবার রাখিয়া এতদিন আমি কোন অন্ধকারে পৌত্তলিকতার কোন পাঁকে, কোন ছন্দহীন নিরানন্দে ডুবিয়া ছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাই জরীর যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত আমার বিশাল গুনাহ পারাবার কি উত্তরণ করতে পারব!

জরীর বলিলেন, ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ মেহেরবান বিগত জীবনের সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। জরীর আল কোরানের উদ্ধৃতি দিয়া বলিলেন, হে নবী, আপনি বলে দিন, হে বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর অন্যায় আচরণ করেছে তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হবে না। নিশ্চিত আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। ইহা শুনিয়া জুলকেলা আশ্বস্ত হইলেন। রাজকীয় ভাবে তিনি আয়োজন করিলেন তাহার ইসলাম গ্রহণের আনন্দানুষ্ঠানের।

প্রথমেই তিনি মন্দির হইতে তাহার নিজের এবং জুশেরা ঠাকুরসহ সমস্ত বিগ্রহগুলিকে ভাঙ্গিয়া মাটিচাপা দিবার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালিত

হইল। তাহার আহ্বানে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। মহানবীর আদর্শের কথা শুনিয়া তখনি তিনি তাহার ১৮ হাজার গোলাম বাঁদী সকলকেই আজাদ করিয়া দিলেন। (কোন কোন ঐতিহাসিক ৪ হাজারের কথা বলেন) মুক্তির আনন্দে ইহাদের সবাই ইসলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল।

জুলকেলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন শুনিয়া সভাসদবর্গও ইসলাম গ্রহণ করিলেন। নগরের বাড়িতে বাড়িতে গোত্রে গোত্রে ইসলাম গ্রহণের যে বান ডাকিয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া আসিল জনতার ঢল। আল্লাহু আকবার এবং দীন ইসলাম জিন্দাবাদ! ধ্বনিতে প্রকম্পিত হইতে লাগিল কাহতানীয়ার আকাশ বাতাস তেপান্তর। উৎফুল্ল জনতা দলে দলে সমবেত হইতে লাগিল জুলকেলার প্রাসাদ প্রাঙ্গণে। ছোটরা দফ বাজাইয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর কোরাস তুলিয়া নৃত্যতালে প্রকাশ করিতে লাগিল তাহাদের নতুন জীবনের নতুনানন্দ।

জুলকেলা ভাবিয়া পাইলেন না, মানুষের মনে এত অনাবিল আনন্দ এতদিন কোথায় লুকাইয়াছিল। তিনিও মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন। গরিব মিসকীন, এতীম অনাথ, অসহায় নিঃস্বরা লাভ করিল আশাতীত পুরস্কার, বস্ত্রাদী। জরীর এবং তাহার সহযাত্রীরাও লাভ করিলেন মূল্যবান খেলাত।

জরীরের নির্দেশে তাহার একজন সহযাত্রী শিক্ষা নবীশ উচ্চকণ্ঠে জোহরের আজান ঘোষণা করিলেন কাহতানীয়ার আকাশ বাতাস, তেপান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল একত্ববাদের ঘোষণায় নামাযের আহ্বানে। মন্দিরটিকে পাকপবিত্র করিয়া সেখানেই অনুষ্ঠিত হইল কাহতানীয়ার প্রথম নামাযের জামাত।

আয়োজন করা হইল সপ্তাহব্যাপী ভুড়িভোজনের। এতকিছু করিবার পরেও জুলকেলার মনে হইল, সত্য গ্রহণের আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ তবু বুঝি শেষ হইল না। তাই তিনি জরীর ইবনে আব্দুল্লার মাধ্যমে মহানবীকে সালাম পাঠাইলেন এবং অকৃপণ হস্তে পাঠাইলেন প্রচুর খেলাত এবং উপঢৌকানাদী।

মহানবীর চরণ দর্শন করিবার জন্য তিনি অচিরেই মদীনায় যাইবেন, তাহাও জরীর কাছে বলিয়া দিলেন।

কাজ শেষ হইয়াছে তাই জরীর ইবনে আব্দুল্লাহ একজন শিক্ষা নবীশকে কাহতানীয়ায় রাখিয়া একদিন মদীনার পথে কাহতানীয়া ত্যাগ করিলেন।

প্রভুর আসন হইতে জুলকেলা নামিয়া আসিলেন দাসানুদাসের কাতারে। এখানেই খুঁজিয়া পাইলেন জীবনের চরম সার্থকতা। নিবেদন পাওয়ার চাইতে নিবেদন করিয়া করিয়া নিবেদিত হওয়া যে কত মধুর, কত শান্তির, কত তৃপ্তির জুলকেলা এতদিনে তাহা বুঝিতে পারিলেন। আমাত্যবর্গ দাসদাসী কেহই আর এখন তাহাকে ভয় পায় না সবাই এখন তাহাকে ভালবাসে চলিয়া আসিয়াছে হৃদয়ের অনেক কাছে।

ধ

জরীর মদীনায় পৌঁছিলে জুলকেলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, এই খবর কোবা পল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। খবর শুনিয়া কোথায় বসবাসকারী কাহতানীয়ার মুহাজেরদের আনন্দ দেখে কে? পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হইলেই বলেন, শুনছেন! জুলকেলাসহ আমাদের কাহতানীয়ার সবাই নাকি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। দেখলেন! আল্লাহর মহিমা দেখলেন।

বিবাহের পর হইতেই নাফছীয়া এবং হাবিব বরাবর রোবাইয়ার কুটিরের কাছে একটি কুঁড়েতে বসবাস করিতেছিল। হাবিব গতর খাটিয়া যাহা উপার্জন করে তাই আনিয়া নাফছীয়ার হাতে তুলিয়া দেয়। এই যৎসামান্য আয় দ্বারাই নাফছীয়া তাহাদের নিজের এবং রোবাইয়ার সংসার চালায়। সে দিন কি একটা কাজে নাফছীয়া বাহিরে গিয়াছিল এবং সেখানে শুনিল যে জুলকেলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন নাফছীয়া উঠি কি পড়ি অবস্থায় ছুটিয়া গিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে রোবাইকে বলিল, শুনেছেন আম্মি! আমাদের জনাব জুলকেলা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর দেরি নয়, চলুন এবার আমরা সবাই কাহতানীয়ায় গিয়ে আনন্দ ফুর্তি করে আসি।

রোবাইয়া পুলক শিহরিত কণ্ঠে বলিলেন, তুই কোথায় কার কাছে শুনলি রে হতভাগী! একি সত্যি খবর?

নাফছীয়া জিব কাটিয়া বলিল, নাউজু বিল্লাহ! আমি মিথ্যে বলতে যাব কেন? আমি আবূ রাফের কাছেই শুনে এলাম যে।

রোবাইয়া নাফছীয়াকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আলহামদু লিল্লাহ! তোর মুখে ফুল ফুটুক! কপাল চুম্বন করিয়া বলিলেন, তোর কপালে রাজটীকা জ্বলুক, মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, তোর কেশে মেশক, গন্ধ ছড়াক।

দেখিতে দেখিতে আবূ রাফে, তোফায়েল, জেমাদ, ইয়াছির, কেনানা, মুহরীমা, আতীয়া সবাই রোবাইয়া কুটিরে আসিয়া ভীড় করিলেন। নাফছীয়া তড়িঘড়ি সকলকে আপ্যায়ণে তুষ্ট করিয়া আনন্দগীত জুড়িয়া দিল।

নাহনু ফাতেহুনা ওয়াজাদ নাদদীনা,
ওয়া নাছারনাল মাউলা ওয়া জাজেবুদ্ দীনু মিনাজ জুলামে

ছাদীকুনা ফিনা জুলকেলা!!

আমরা বিজয়ী, আমরা দীনকে পাইয়াছি এবং আল্লাহ আমাদের সাহায্য করিয়াছেন এবং ধর্মরূপ চোখ কাগজ আমাদের বন্ধু জুলকেলাকে অন্ধকার হইতে আমাদের ম্যাঝে টানিয়া আনিয়াছে।

উপস্থিত সকলেই দীর্ঘদিন যাবত দেশের মায়া কাটাইয়া এখানে পড়িয়া আছেন। একবার দেশে যাওয়ার জন্য সকলের প্রাণই আনচান করিতেছিল। আজ তাহারা যখন শুনিলেন যে আগামীকল্যই নাফছীয়া রোবাইয়াকে লইয়া কাহতানীয়ায়

রওনা হইবে, তখন সকলেই হুল্লা করিয়া উঠিলেন, আমরাও রোবাইয়ার সফর সঙ্গী।

বহুদিন পর স্বদেশ ভূমিতে যাওয়ার আনন্দে পরদিন সকালে কোবা পল্লীতে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। রাত্রেই আবূ রাফে মদীনায় যাইয়া আবূ হুরায়রাকেও তাহাদের সঙ্গী হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই মহানবীর সংশ্রব ছাড়িয়া কাহতানীয়া যাইতে রাজি হইলেন না। অগত্যা তাহারাই কাহতানীয়া যাত্রা করিলেন।

মক্কাকে বামে এবং জেদ্দাকে ডাইনে রাখিয়া তাহারা পক্ষকালের মধ্যেই কাহতানীয়ার উপকণ্ঠে কুহেলাব্বির খর্জূর বনে পৌঁছিলেন। মাগরীবের নামায আসন্ন বলিয়া এখানেই তাহারা নামায আদায় করিবার জন্য যাত্রা বিরতি করিলেন।

নামাযান্তে নাফছীয়া বলিল, আমাদের কে কিভাবে নগরে প্রবেশ করবেন এবং কার কি করতে হবে, সে সম্বন্ধে আমার একটি পরিকল্পনা আছে। যদি সকলের অনুমতি হয় তবে আমি আমার পরিকল্পনাটি পেশ করি।

তোফায়েল বলিলেন, তোমার পরিকল্পনাটি আগে বল শুনি, মনঃপূত হলে আমরা সেভাবেই কাজ করব।

নাফছীয়া তাহার পরিকল্পনাটি সকলের কাছে ব্যক্ত করিলে কেহ বা আনন্দে হাততালি দিতে লাগিলেন, কেহ বা খুশিতে লাফাইয়া উঠিলেন। কিন্তু রোবাইয়া তাহাতে প্রতিবাদ করিলে সকলের নেতিবাচক কণ্ঠভোটে তাহা বাতিল হইয়া গেল। অগত্যা তিনিও তাহাতে মৌনসম্মতি না দিয়া পারিলেন না।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আরও কিছু রাত হইলে নাফছীয়া রোবাইয়াকে লইয়া কাহতানীয়ার পথ ধরিলেন। ঘুমন্ত জুলহাদীকে হাবিব কোলে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাত্রী এক প্রহর অতিক্রান্ত হইলে সস্ত্রীক কেনানা এবং ইয়াছির ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবূ রাফে, তোফায়েল এবং জেমাদ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া পথে নামিলেন। তাহারা বিভিন্ন পথে যখন নগরে প্রবেশ করিলেন, তখন নগরে কোন জনপ্রাণী আর জাগিয়া নাই। তাহারা চুপি চুপি যাইয়া আশ্রয় নিলেন তাহাদের নিজ নিজ পরিত্যাক্ত বাড়িতে।

অপেক্ষাকৃত নির্জন পথ ধরিয়া নাফছীয়া যখন জুলকেলার বাঁদী মহলের আঙ্গিনায় পৌঁছিল, তখনও সবাই জাগিয়া আছে। নাফছীয়ার ইংগীতে হাবিব জুলহাদীকে লইয়া গোলাম মহলের একটি পরিত্যাক্ত কক্ষে ঢুকিয়া পড়িল এবং জুলহাদীকে শুওয়াইয়া দিয়া নিজেও শুইয়া পড়িল। রোবাইয়াকে একটি ছায়াঘন বৃক্ষের নিচে লুকাইয়া রাখিয়া নাফছীয়াও বাঁদী মহলে যাইয়া প্রবেশ করিল।

জুলকেলা তাহার সমস্ত গোলাম বাঁদীদের মুক্তি দিলেও অনেকেই মুক্তি পাইয়া নিজ নিজ দেশে চলিয়া গিয়াছে বটে! কিন্তু অনেকেই জুলকেলার আশ্রয় ছাড়িয়া যাইতে রাজি হয় নাই। তাহারা এখানেই স্থায়ীভাবে রহিয়া গিয়াছে।

নাফছীয়াকে মহলে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, সকলেই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল নাফছীয়াকে। কেহ বলিল, কিরে! এতদিন তুই কোথায় ছিলি? কেহ বলিল, তোর গাধাটি কোথায়? কেহ বলিল, তুই নাকি আমাদের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছিস? কেহ বলিল, তুই নাকি মদীনায় থাকতি। কেহ বলিল, আমাদের রোবাইয়া আম্মিকে কোথায় রেখে এলি? ইত্যাদি।

নাফছীয়া সকলের প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিয়া এখন কাহার কি করিতে হইবে, তাহা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিল। এতদিন পর মনের মত একটি কাজ পাইয়া প্রত্যেকেই মহানন্দে নাচিতে নাচিতে নিজ নিজ কাজে লাগিয়া গেল। কাহারও বিন্দুমাত্র অবসর নাই।

এশার নামায পড়িয়া আসিয়া জুলকেলা সবে মাত্র শয্যা গ্রহণ করিয়াছেন, এমন সময় কয়েকজন বাঁদী যাইয়া বলিল, আজ বড় গরম পড়েছে জনাব। আপনাকে গোসল করিয়ে দেই?

জুলকেলা বলিলেন, তেমন গরম কোথায় দেখলিরে হতভাগীর দল, গোছল করতে বলছিস যে?

বাঁদীরা বলিল, হ্যাঁ! আজ খুব গরম পড়েছে আপনি জানেন না, তাই বলছেন। গোছল করতেই হবে। বাইতুল হাম্মামে গোলাপজল, শাবান তোয়ালে সব রেখে এসেছি। আপনি স্বেচ্ছায় হাম্মামে না গেলে আমরা জোর করেই আপনাকে নিয়ে যাব। এই বলিয়া কেহ কেহ বা জুলকেলার হাত ধরিয়া টানাটানিও শুরু করিল।

জুলকেলা ধমক দিয়া বলিলেন, খবরদার! টানাটানি করবি না বলছি।

কিন্তু বাঁদীরা নাছোড় বান্দী। কে তোয়াক্কা করে জুলকেলার ধমকের। তাহারা হাসিয়া কুটি কুটি হইয়া জুলকেলাকে টানিয়া শয্যা হইতে নামাইয়া ফেলিল। আইয়ামে জাহেলিয়াতের জুলকেলা হইলে এতক্ষণ এই বেয়াদবির জন্য বাঁদীরা শায়েস্তা হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি আজ সংযত। অবস্থা বেগতিক দেখিয়া অগত্যা তিনি স্বেচ্ছায় বাইতুল হাম্মামে যাইতে রাজি হইলেন।

জুলকেলা গোসল সারিয়া আসিয়া দেখিলেন, বাহ্! ইতোমধ্যেই বাঁদীরা তাহার কক্ষটি পরিপাটি করিয়া সাজাইয়া ফেলিয়াছে। আতর গোলাপ ছিটাইয়া ম-ম করিয়া তুলিয়াছে। বিছানার চাদর উপাধান সবই সদ্য আমাদানি করা। শয্যায় ছড়াইয়া রহিয়াছে কতগুলি সদ্য ফোটা ফুল। তাহার পরিবার জন্য বাহির করিয়া আনা হইয়াছে সদ্য ধোলাই করা জামা কাপড়। বাঁদীদের চাপে সেগুলি তাহাকে পরিতেই হইল। বাঁদীরা গায়ে ছিটাইয়া দিল আতর গোলাপের নির্যাস। জ্বালানো হইয়াছে সুগন্ধি উশ্‌শা।

জুলকেলা বলিলেন, কিরে! তোরা পেয়েছিস কি? আমাকে যে নৌশা সাজিয়ে ফেললি।

বাঁদীরা হাসিতে হাসিতে বলিল, হ্যাঁ সাজাবই তো। বহুদিন যে আপনাকে সাজাইনি।

জুলকেলাকে শুইয়ে দেওয়া হইল। কেহ হাত টিপিয়া দেয়, কেহ কেশে কর বুলায়, কেহ পা টিপিয়া দেয়, কেহ বা গা টিপিয়া দেয়।

জুলকেলার মনে পড়িয়া গেল বিগত জীবনের এমনি একটি রাত্রির কথা। তিনি বলিলেন, তোরা এবার যা তো? আমি একটু ঘুমুই? বাঁদীরা হিঃ হিঃ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল।

জুলকেলা ভাবিতে লাগিলেন, প্রায় দুই যুগ পূর্বে এমনি ম-ম-স্নিগ্ধ সুগন্ধময় মন ভুলানো পরিবেশে মধুময় একটি রাত্রি তাহার জীবনে আসিয়াছিল। আর সেই মধুময় ছন্দ দোলায় ভাসিয়া আসিয়াছিল বনি আজদ গোত্রের ধরা সুন্দরী রোবাইয়া। আর আজ! সেই কক্ষ, সেই মধুময় বাসরশয্যার পুনর্বিন্যাস, সবই তো হইল, শুধু নাই সেই বাসরসঙ্গিনী বিরহ ব্যথায় জুলকেলার বুকের নিচে চিন্‌চিন্‌ করিয়া উঠিল, মনটা হাহাকার করিয়া উঠিল! চোখে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল তপ্ত অশ্রু। দুষ্ট বাঁদীগুলি কি কথাই না মনে করাইয়া দিয়া গেছে। আজ কোথায় রোবাইয়া আর কোথায় আমি। এই রাত্রির এই বাসরের সেই প্রথম রোবাইয়া নেকাবের আড়ালে স্বলজ্জ মধুর চাহনি, মিষ্টি হাসি ভীরু পদক্ষেপ, কোমল পরশ, উষ্ণ ওষ্ঠ সবই যে আজ আমার কাছে স্বপ্ন। আজ যদি রোবাইয়া আসিত, কাছে থাকিত!

এদিকে নাফছীয়া রোবাইকে বৃক্ষ তল হইতে বাহির করিয়া আনিল। বাঁদীরা তাহাকেও আচ্ছা করিয়া ঘষিয়া মাজিয়া গোলাপ জল দ্বারা উত্তম রূপে গোসল করাইয়া ঘরে আনিয়া সাজাইতে লাগিল। কেহবা হাতে-গায়ে-পায়ে সুগন্ধি তৈল মালিশ করে কেহবা মাথায় সুগন্ধি তৈল মাখে, কেহবা কেশ বিন্যাস করে, কেহ বা বিনুনী কাটে, কেহবা গহনা পরায়। কেহবা নাচিয়া গীত গাহিয়া মজলিশ গুলজার করে কেহবা হাসিতে কুটি কুটি হইয়া অন্যের উপর লুটাইয়া পড়ে। আবার কেহবা রোবাইয়ার গায়ে সুরসুরি তুলিয়ে কাতুকুতু দেয়।

রোবাইয়া বলিলেন, আহ! মরিয়া, তোরা যে আমাকে একদম রুটি বেলা করে ফেললি।

কে একজন মুখরা বলিল, সাহেব যে কিছুক্ষণ পরে খামির বানিয়ে ফেলবে, সেটা কি?

রোবাইয়া বলিলেন, মর হতভাগী। সকলে হাসিয়া উঠিল। সে এক হুল্লোড়।

নাফছীয়া ছুটিয়া আসিল বলিল, তোদের এখনও হল না! ওদিকে যে সবই ঠিকঠাক। আর দেরি করা চলে না।

একজন বলিল, হ্যাঁ! আমাদের শেষ হয়েছে, এবার নিয়ে গেলেই হয়।

নাফছীয়া এবং অন্যান্য বাঁদীরা মূক মিছিল করিয়া রোবাইয়াকে জুলকেলার কক্ষে পৌঁছাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। বাহির হইবার সময় নাফছীয়া এক ফুঁৎকারে আলোটি নির্বাপিত করিয়া দিয়াছিল।

অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া রোবাইয়া স্বামীর পাশে যাইয়া শয্যা গ্রহণ করিলেন। তাহার মনে পড়িল প্রায় দুই যুগ পূর্বের এমনি একটি রাত্রির কথা। তারপর কত হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, স্বামীকে ছাড়িয়া পালায়ন, দীর্ঘ দিনের বিরহ। যম কুঠুরির ঘটনা। আবার আজ চুপি চুপি আসিয়া তাহারই পাশে শয্যা গ্রহণ। স্বামী তাহাকে গ্রহণ করিবেন কিনা, কে জানে। রোবাইয়ার মনে এমনি নানা জিজ্ঞাসা আসিয়া ভিড় করিল।

ভাবিতে ভাবিতে জুলকেলা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন, রোবাইয়া মদীনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে এবং নেকাবের অন্তরালে আসিয়া স্বলজ্জ চাহনিতে, মিষ্টি হাসিয়া ভীরু পদক্ষেপে তাহারই শয্যা পাশে শয্যা গ্রহণ করিয়াছে আবার চলিয়া যায় কিনা, এই মনে করিয়া জুলকেলা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

জুলকেলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু! একি? তাহার বাহুবন্ধনে কে? তিনি চক্ষু মেলিলেন। কক্ষ অন্ধকার। কিন্তু বাহুবন্ধনে কে? কে তুমি? কোন সাড়া নাই। জুলকেলা চঞ্চল, অস্থির। তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হইয়া উঠিল। হস্ত সঞ্চালন করিয়া বুঝিলেন, নারী দেহই বটে! সন্দেহ নাই। কিন্তু কে? কে তুমি। ঝাঁকি দিলেন। নারীদেহ নড়িয়া উঠিল, কিন্তু নির্বাক। দেহটি বুকের সাথে আরও লাগিয়া গেল। বাঁদীদের কেউ নয় তো? কিন্তু এত বড় বুকের পাটা কার? দুষ্টু বাঁদীগুলো আলোটাও নির্বাপিত করিয়া দিয়া গেল। কি হাঙ্গামা।

জুলকেলা বাহুবন্ধন খুলিয়া চকমকি খুঁজিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ হাতড়াইয়া চকমকি খুঁজিয়া পাইয়া ঠুকিয়া আলো জ্বালাইয়া দেখিলেন শয্যায় কেহ নাই। কী আশ্চর্য। মূর্তিমান নারীটি গেল কোথায়? তবে কি সবই স্বপ্ন! পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, একটি নারীমূর্তি আবক্ষ নেকাব টানিয়া কক্ষের এক কোণে নিশ্চল দাঁড়াইয়া। তিনি এক লাফে মূর্তিটির কাছে যাইয়া ডাকিলেন, কে তুমি? সঙ্গে সঙ্গে এক হেঁচকা টানে নেকাব খুলিয়া ফেলিলেন। তিনি ভূত দেখার মতই চমকিয়া উঠিলেন। কে? রোবাইয়া? আমার রোবাইয়া? তুমি? স্বপ্নও বাস্তব হয়? স্বপ্ন নয় তো? নাকি জেগেই স্বপ্ন দেখছি। সত্যি! তুমি আমার রোবাইয়া? তিনি রোবাইয়ার হাত ধরিলেন। সঙ্গে সঙ্গে রোবাইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন স্বামীর বুকে। তাহার চোখে অশ্রুপ্লাবন।

জুলকেলা রোবাইয়াকে ধরিয়া শয্যায় আনিয়া অশ্রু মুছাইয়া দিতে লাগিলেন। রোবাইয়া স্বামীর বুকে মুখ লুকাইয়া বলিলেন, আমাকে ক্ষমা কর প্রাণেশ।

জুলকেলা রোবাইয়ার ওষ্ঠ চুম্বন করিয়া বলিলেন, আমাকেও ক্ষমা কর রোবাইয়া।

তারপর! স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া রোবাইয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন তাহার দীর্ঘ দিনের কাহিনী। প্রশমিত হইতে লাগিল তাহার জমাট বাঁধা সঞ্চিত ব্যথা। আজ রোবাইয়া কথক আর জুলকেলা শ্রোতা। রোবাইয়া আরও শুনাইতে লাগিলেন, মদীনার কথা, কোবা পল্লীর কথা, মহানবীর কথা, তাহার ভ্রমণকাহিনী।

কিন্তু আজকের রাত্রি যে এত ছোট কে জানিত। মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

আছছালাতু খাইরুম মিনান নাউম।

নাফছীয়া আসিয়া ডাকিল, জুলহাদীর ঘুম ভেঙ্গেছে আমিন।

রোবাইয়া কণ্ঠলগ্ন মুক্ত হইয়া বলিলেন, জুলহাদীকে দিয়ে যা নাফছীয়া।

জুলহাদীকে লইয়া নাফছীয়া কক্ষে প্রবেশ করিলে জুলকেলা জুলহাদীকে কোলে টানিয়া লইয়া ডাকিলেন, আব্বু আমার!

জুলহাদীও পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া কাঁধের উপর মুখ বাকিয়া বলিল, আব্বু।

পুত্রকে স্ত্রীর কোলে দিয়া জুলকেলা মসজিদে চলিয়া গেলেন। নামাযের পর আবূ রাফে, তোফায়েল, জেমাদ, ইয়াছির এবং কেনানা সকলের সঙ্গেই জুলকেলার দেখা হইল। তিনি সকলের সঙ্গেই আলিঙ্গন করিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া বারংবার তাহাদের প্রতি তাহার রূঢ় আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তোফায়েল বলিলেন, আমরা আপনাকে বহু পূর্বেই ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনিও আমাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহ মেহেরবানও আপনাকে ক্ষমা করেছেন। আর আপনি যাকে রূঢ় আচরণ বলছেন, তা মোটেই রূঢ় আচরণ ছিল না, বরং সেটা ছিল আপনার এবং আমাদের সত্য গ্রহণের সূচনামাত্র।

জুলকেলা আল্লাহর গুণগান করিতে করিতে সকলের হাত ধরিয়া দরবার কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

ন

জুলকেলা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন, এই খবর আগেই বনি আজদে পৌঁছিয়াছিল। এখন যখন খুজাইমা জানিতে পারিলেন যে রোবাইয়াও কাহতানীয়ায় আসিয়াছে, তখন তিনি কালবিলম্বনা করিয়া নতুন করিয়া মেয়ে জামাতে বরণ করিবার জন্য প্রচুর উপঢৌকানাদি লইয়া সদল বলে কাহতানীয়ায় আসিলেন।

বিগত তিক্ততা ভুলিয়া গিয়া জুলকেলাও আলিঙ্গনে লুফিয়া নিলেন খুজাইমাকে। তাহারা খুঁজিয়া পাইলেন ইসলামী জীবনযাত্রার বিমল আনন্দ, অনাবিল সুখ এবং সুমহান হৃদ্যতা।

আর কোন ভয়-নাই, ভীতি নাই, আশংকা নাই শংকা নাই, বাধা নাই, বিপত্তি নাই, চিন্তা নাই, দুশ্চিন্তা নাই, শক নাই, সন্দেহ নাই, দুর্বলতা নাই। নির্বিঘ্নে নির্ভাবনায় জুলকেলা মদীনা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। মহানবীর চরণ দর্শন করিয়া ধন্য হইবেন, ইহাই তাহার মানস। প্রায় দুইশত নব্য মুসলমান জুলকেলার সঙ্গী হইলেন সঙ্গে নাই কোন সৈন্যসামন্ত, নাই কোন রাজকীয় আড়ম্বর। এক অনাড়ম্বর যাত্রা। দাসানুদাস চলিয়াছে প্রভুর চরণে নিবেদিত হওয়ার জন্য। একমাত্র রোবাইয়া ব্যতিরেকে মদীনা হইতে আগত দলটিও পুনরায় মদীনা যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, খুজাইমাও আজ মদীনা যাত্রী। নাফছীয়া এবং হাবিব রোবাইয়ার কাছেই রহিয়া গেল। জুলকেলা মহানবীর জন্য লইলেন প্রচুর উপঢৌকন।

সর্বসম্পতিক্রমে সিদ্ধান্ত হইল, তাহারা মক্কা হইয়া মদীনা যাইবেন। জুলকেলার কাফেলাটি যখন মক্কা পৌঁছিল, তখন আবূ সুফিয়ান, ইকরামা ও ওয়াহশী প্রভৃতি কোরাইশ নেতৃবর্গ একত্রে বসিয়া জটলা করিতেছিল, তাহাদের মুখ যেন এক মহাবিপদাশংকায় মলিন এবং ভীত সন্ত্রস্ত ভাব। জুলকেলার কাফেলাটি তাহাদের নিকট দিয়াই যাইতেছিল। তাহারা তাহাদের আলোচনা বন্ধ রাখিয়া কেবল জুলকেলার কাফেলাটি চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না, মুখে যেন বোবাত্ব নামিয়া আসিয়াছে। তাহারা দেখিল, জুলকেলা, তোফায়েল, জেমাদ, ইয়াছির সবাই কাফেলায় আছে।

মক্কাবাসী আগেই শুনিয়াছিল যে জুলকেলা সদলবলে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। কোরাইশ নেতৃবর্গ এখন সবই বুঝিতে পারিল যে জুলকেলা সদলবলে কোথায় যাইতেছেন। কিন্তু বুঝিয়াও কিছুই বলিতে পারিতেছে না। কিছুই করিতে পারিতেছে না, কিছু বলিবার, করিবার সাহসও হইতেছে না। ইহা যেন—

আমারি বধূয়া আন বাড়ি যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া
কিন্তু কিছুই, না যায়, বলন কহন
না যায় সহন।

কতকটা এমন হইল কোরাইশদের অবস্থা। তাহারা যেন তাহাদের মনের খেই হারাইয়া ফেলিয়াছে। জুলকেলাকে দেখিয়া বরং তাহাদের কেমন যেন পালাই পালাই ভাব। সামনে না পড়াই যেন ছিল ভাল। আবূ সুফিয়ান প্রমুখ নেতৃবর্গ এদিক সেদিক মুখ ঘুরাইয়া জুলকেলাকে না দেখিবার ভাণ করিতে লাগিল।

জুলকেলাও সবই বুঝিলেন। তোমাদের সহিত কথা বলিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিবার মত যথেষ্ট সময় আমার নাই, তোমাদের সহিত কথা বলিবার মত উপযুক্ত তোমরা নহ– এমন একটা উপেক্ষার ভাব দেখাইয়া জুলকেলাও তাহাদেরকে না দেখিবার ভাণ করিয়া আপন গতিতে চলিয়া গেলেন।

জুলকেলার এই উপেক্ষার ভাবটি কোরাইশ নেতৃবর্গের কলিজায় তীরের ফলার মত বিদ্ধ হইল এবং এই মূক-অভিনয়টার জন্য নিজেদেরই গাত্রদাহ গেল বাড়িয়া। নিজেদেরকে মনে হইল ভীষণ পরাজিত।

ইহা বুঝিতে পারিয়া জুলকেলা মনে মনে বেশ পুলক অনুভব করিলেন বটে! কিন্তু তিনি ভাবিয়া পাইলেন না, কোরাইশদের এই দুশ্চিন্তার কারণ কী হইতে পারে।

কারণ ইতিহাস বিখ্যাত, হোদাইবিয়ার সন্ধির একটি শর্ত ছিল, এখন হইতে আরবের যেকোন গোত্র তাহাদের ইচ্ছামত হয়ত মহানবীর সঙ্গে, নয়ত কোরাইশদের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবে।

এই শর্তানুসারে বনি খোজা মহানবীর সাথে এবং বনি বকর কোরাইশদের সাথে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে কোরাইশদের উস্কানিতে একদিন রাত্রে অতর্কিতভাবে বনি বকরগণ নিরীহ্ বনি খোজাদের আক্রমণ করিয়া বেশ কয়েকজন খোজায়ীকে হত্যা করিল এবং লুট-তরাজ করিয়া বনি খোজাদের সমূহ ক্ষতি করিল।

বনি খোজাগণ মদীনায় যাইয়া মহানবীর কাছে ইহার প্রতিকার প্রার্থী হইল। আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী মহানবী বনি খোজাদের সাহায্য করিতে বাধ্য। তাই তিনি কোরাইশদের কাছে বলিয়া পাঠাইলেন, "যেহেতু তোমাদের মিত্র বনি বকরগণ, আমাদের মিত্র বনি খোজাদের হত্যা করিয়াছে এবং ক্ষতিসাধন করিয়াছে, সেহেতু তোমরা বনি বকরদের হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া বনি খোজাদের প্রদান কর। অন্যথা বনি বকরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, নতুবা হোদাইবিয়ার সন্ধি বাতিল বলিয়া ঘোষণা কর।"

উগ্রমতি কোরাইশগণ মহানবীর শেষোক্ত প্রস্তাবটিই মানিল বলিয়া মহানবীকে জানাইয়া দিল।

কিন্তু কয়েকদিন পরেই তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কাজটি তাহারা ভাল করে নাই।

তৎক্ষণাৎ আবূ সুফিয়ান মদীনায় যাইয়া হোদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বহাল করিবার জন্য চেষ্টা চালাইতে লাগিল। সে প্রথমেই হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে যাইয়া মিনতি করিয়া বলিল যেন, মহানবীকে বলিয়া কহিয়া তিনি হোদাইবিয়ার সন্ধিটা পুনর্বহাল করিয়া দেন।

হযরত আবূ বকর (রাঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করিলে আবূ সুফিয়ান হযরত ওমর (রাঃ)কে যাইয়া ধরিল। তিনিও অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। সে মনে করিল হযরত উছমান (রাঃ) যেহেতু তাহার সগোত্রীয় বনি উমাইয়ার লোক তাই তাহার দ্বারা কার্যোদ্ধার সম্ভব। সে যাইয়া হযরত উছমানের (রাঃ) কাছে গিয়া নিজের কাজটা করিয়া দিবার জন্য মিনতি করিতে লাগিল। হযরত উছমানও (রাঃ) অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন।

আবূ সুফিয়ান মনে করিল, তাহার কন্যা উম্মে হাবিবা যেহেতু মহানবীর সহধর্মিণী, কাজেই কন্যাকে ধরিয়া হয়ত একটা সুরাহা করা যাইতে পারে। এই মনে করিয়া নেতাজি উম্মে হাবিবার কক্ষে যাইয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে দেখিয়া উম্মে হাবিবা চৌকির বিছানা গুটাইয়া খালি চৌকিতে পিতাকে বসিতে দিলেন।

শত হইলেও আবূ সুফিয়ান মক্কার শাসনকর্তা। তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে। কন্যার কাণ্ড দেখিয়া তাহার ব্যক্তিত্বে ঘা লাগিল। সে বলিল, তুই বিছানা গুটিয়ে ফেললি কেন? আমি বসব কোথায়?

উম্মে হাবিবা বলিলেন, এ বিছানায় আল্লাহর রাসূল বসেন, বিশ্রাম করেন। এখানে কোন বেদীন-মুশরেক, নাপাক-কাফের বসতে পারে না।

মেয়ের কথা শুনিয়া পিতা ক্ষুব্ধ। পিতা আর কিছুই না বলিয়া তক্ষণাৎ মেয়ের কক্ষ ত্যাগ করিল।

তবু আবূ সুফিয়ান নাছোড়বান্দা। এইবার সে গেল হযরত আলী (রাঃ) কাছে এবং বলিল, তাহার মদীনা আসার কারণ। এই আপদটাকে মদীনা হইতে তাড়াইবার জন্য হযরত আলী বলিয়া দিলেন, তুমি মসজিদে নববী প্রাঙ্গণে যেয়ে ঘোষণা করে যাও যে আমি হোদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বাহল করে গেলাম।

বুদ্ধ নেতাজি তাহাই করিল। সে মসজিদে নববী প্রাঙ্গণে যাইয়া ঘোষণা করিল। আমি হোদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বাহল করে গেলাম। আর বিলম্ব না করিয়া আবূ সুফিয়ান চলিয়া গেল।

ইতোমধ্যেই জানাজানি হইয়া গেল যে, হযরত আলী (রাঃ) এই রূপ বলিতে আবূ সুফিয়ানকে শিখাইয়া দিয়াছেন। মসজিদ প্রাঙ্গণে মহানবীসহ তখন অন্যান্য সাহাবীগণও উপস্থিত ছিলেন। মহানবীর মতামতের উপর দিয়া মাতব্বরি করিবার জন্য সকলেই তখন হযরত আলীর (রাঃ) প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মুচকি হাসিয়া মহানবী বলিলেন, আলী ঠিকই বলেছে। আমার দেয়া শর্তানুসারে আবূ সুফিয়ানের বলা উচিত ছিল, আমি হোদাইবিয়ার সন্ধি পুনর্বহাল করে গেলাম, তৎসঙ্গে বনি খোজাদের ক্ষতি পূরণ করত, অথবা বনি বকরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম। সে যেহেতু পরের শর্ত দুটির কোনটাই বলেনি, তাই তার ঘোষণার কোন অর্থই হয়নি।

আবূ সুফিয়ান মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া সে মদীনায় কি বলিয়া আসিয়াছে যখন তাহা ব্যক্ত করিল, তখন ইকরামা বলিল, সর্বনাশ! করেছেন কি? মুহাম্মদের (সাঃ) দেয়া শর্তানুসারে বনি খোজাদের ক্ষতিপূরণ, অথবা বনি বকরদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন এর যে কোন একটির বলা উচিৎ ছিল। আপনার ঘোষণার তো কোন অর্থ হয়নি

এতক্ষণে নেতাজি তাহার ভুল বুঝিতে পারিল। হায়! হায়! এখন উপায়! বিপদ বুঝি আসন্ন। কিংকর্তব্য নিরূপণ করিবার জন্যই কোরাইশগণ পরামর্শ সভায় বসিয়াছিল। ইহাদের নিকট দিয়াই যাইতে ছিলেন জুলকেলা।

কিন্তু জুলকেলা মদীনায় যাইতে পারিলেন না মক্কার অনতিদূরেই মারুজ জাহুরান নামক স্থানে মহানবীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। তিনি দশ হাজার সাহাবী লইয়া মক্কা বিজয়ে আসিয়াছেন।

জুলকেলা এবং তাহার ক্ষুদ্র দলটি মহানবীর দিদার লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। লাভ করিলেন মহানবীর আর্শীবাদ। জুলকেলা মহানবীর চরণ তলে পেশ করিলেন তাহার হাদীয়া। জুলকেলাও তাহার ক্ষুদ্র কাফেলাটি লইয়া মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধ, তায়েফ অবরোধ, সকল অভিযানেই শরীক থাকিয়া বদর, অহুদ এবং খন্দক যুদ্ধের প্রায়শ্চিত্ব করিলেন। জেহাদ করিলেন একজন সাধারণ মুজাহিদের মত।

মহাসাগরে এক বিন্দু পানির মত জুলকেলা মুসলিম মুজাহিদদের জন্য সমুদ্রে মিশিতে পারিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলেন। নিজকে মনে করিলেন গৌরবান্বিত।

অভিযানের দিনগুলিতে জুলকেলা মহানবী এবং সাহাবীদের পুণ্যপরশে কাটাইয়া হইয়া উঠিলেন একজন অতিসাধারণ মানুষ। সম্রাটের জাঁক-জমক, ক্ষমতার দম্ভ, শাসকের অহমিকা, বিরাটের আত্মম্ভরিতা, বিত্তধনের অহংকার শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই সবই শূন্যে মিলাইয়া গিয়া সেখানে জন্মনিল একজন কৃচ্ছ্রসাধক জুলকেলার। হেরার নূরে সমস্ত খাঁদ পুড়িয়া জুলকেলা হইলেন খাঁটিসোনা। তিনি আর মদীনায় না যাইয়া কাহতানীয়ায় ফিরিয়া আসিলেন।

দশম হিজরীর শেষ পর্যায়। সাধারণভাবে সমগ্র আরব উপদ্বীপে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, এইবার মহানবী হজ্জ যাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন।

এই ঘোষণা প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আরবের প্রান্তে প্রান্তে আনন্দ-উৎসাহ এবং উদ্দীপনার বান ডাকিয়া গেল। বহু মুসলমানের ভাগ্যে এখনও মহানবীকে দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। তাহারা হজ্জব্রত পালন এবং মহানবীর চরণ দর্শন করিবার পুণ্যার্জন মানসে ব্যাকুল হইয়া মক্কায় সমবেত হইলেন।

জুলকেলাও সদলবলে এই পুণ্যতীর্থে উপস্থিত হইয়া আরাফাতের ময়দানে মহানবীর বিদায় হজ্জের ভাষণ শ্রবণে এবং নূরবদন দর্শনে পুনরায় ধন্য হইলেন।

ইহার পর মহানবীর সঙ্গে জুলকেলার সাক্ষাৎ হইয়াছে বলিয়া আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মহানবীর মহাপ্রয়াণের খবর পাইয়া জুলকেলা যেন মণি হারা ফণিতে পরিণত হইলেন। কিসের রাজ্য, আর কিসের রাজত্ব, সবই যে তাহার কাছে অর্থহীন বলিয়া মনে হইল।

অবশেষে হযরত ওমর (রাঃ)র খেলাফত কালে জুলকেলা রাজ্য ও রাজত্বের মোহ ত্যাগ করিয়া মদীনায় চলিয়া গেলেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মদীনাতেই কাটাইয়া দিলেন।

তা-ম-মা-ত

প্রকাশক
মোর্তজা বশীরউদ্দীন খান
মদীনা পাবলিকেশন্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৪৫৫৫

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ-১৪১১ বাংলা
ডিসেম্বর-২০০৪ ইংরেজি

প্রচ্ছদ
মদীনা গ্রাফিক্স ডিজাইন
৫৫/বি পুরানা পল্টন, ঢাকা- ১০০০

কম্পিউটার
মিঠু কম্পিউটার
৪৫, বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মদীনা প্রিন্টার্স
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৫৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN-984-8367-90-x

JULKALA written by Farazi Julficar Haider. Published by Murtaza Bashiruddin Khan, Madina Publications, 38/2 Banglabazar, Dhaka-1100. **Price Tk. 55.00**